BANGLA POST Year: 23 ◆ Issue: 1089 ◆ Friday 18 September - Thursday 24 September 2026 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

ভাঙ্গনের পথে ৩১৯ বছরের ব্রিটিশ সম্রাজ্য

স্টাফ রিপোর্টার :

যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অধ্যায়ের সূচনা করে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের যৌথ ঘোষণাপত্রে সই করেছেন স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের সরকার প্রধানরা। সোমবার একটি ঐতিহাসিক সমঝোতা স্মারক সইয়ের মাধ্যমে এই তিন দেশের ফার্স্ট মিনিস্টাররা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আগামীর সাংবিধানিক পরিবর্তনের রূপরেখা ও প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। এরই মধ্য দিয়ে ৩১৯ বছরের ব্রিটিশ সম্রাজ্য কি এবার ভেঙে যাওয়ার পথে? দেশটির অখণ্ডতার সামনে এই মুহূর্তে নতুন করে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। বৃহত্তর আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোট আয়োজনের অধিকারের দাবিতে এবার একজোট হচ্ছে স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের নেতারা।

ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফে অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকের পর স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার ও এসএনপি নেতা জন সুইনি, উত্তর আয়ারল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার ও সিন ফেইন নেতা মিশেল ও'নিল এবং ওয়েলসের ফার্স্ট মিনিস্টার ও প্ল্যাড কামরি নেতা রুন আপ ইওরওয়ার্থ যৌথভাবে এই ঘোষণাপত্রে সই করেন। ১৯৯৭ সালে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ বা 'ডিভোলিউশন' শুরুর পর এই প্রথম যুক্তরাজ্যভুক্ত তিনটি অঞ্চলেই এমন সরকারপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন, যারা সবাই যুক্তরাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হতে চান।

ঘোষণাপত্রে নেতারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, রাজনৈতিক দৃশ্যপট দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং প্রতিটি জাতিরই গণতান্ত্রিক উপায়ে ও নিজ জনগণের ইচ্ছানুযায়ী নিজস্ব ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার রয়েছে। তারা যৌথ কণ্ঠে জানান, সেন্ট্রাল ব্রিটিশ সরকারের (ওয়েস্ট মিনস্টার) কোনো নৈতিক অধিকার নেই সাধারণ মানুষের এই গণতান্ত্রিক অধিকারকে রুখে দেওয়ার। তিন অঞ্চলের সরকার প্রধানই একমত হয়েছেন, তাদের ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নে। তাদের মতে, ব্রেক্সিট তাদের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং সাধারণ মানুষের সুযোগ-সুবিধার পথ রুদ্ধ করেছে। ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও বাণিজ্যিক --১৬ পৃষ্ঠায়

অল্পের জন্য বাঁচলেন বরিস জনসন

পোস্ট ডেস্ক :

ইউক্রেন-পোল্যান্ড সীমান্তের কাছে একটি ট্রেনে রুশ ড্রোন হামলার ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। ইউক্রেনীয় রেলওয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, হামলার কয়েক মিনিট আগেই জনসন ও ইউরোপের কয়েকজন নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে বহনকারী কূটনৈতিক ট্রেনটি সীমান্ত এলাকা পার হয়ে যায়। তাদের ধারণা, রুশ ড্রোনের সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু ওই ট্রেনটিও হতে পারে। ইউক্রেনীয় রেলওয়ে জানিয়েছে, পোল্যান্ডের সীমান্তের কাছে ইয়াহোদিন স্টেশনে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের ইঞ্জিনে রুশ ড্রোন আঘাত হানে। হামলার আগে নিরাপত্তা সতর্কতা পেয়ে ট্রেনের যাত্রীদের সরিয়ে নেওয়া হয়। ফলে ওই ট্রেনে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। হামলাটি পোল্যান্ডের সীমান্ত থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে ঘটে।

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, কিয়েভে একটি নিরাপত্তা সম্মেলন শেষে বরিস জনসন, সাবেক সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী কার্ল বিল্ট এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের বহনকারী কূটনৈতিক ট্রেনটি --১৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে বেকারত্বের হার বেড়ে ৪.৯ শতাংশ

পোস্ট ডেস্ক :

যুক্তরাজ্যে বেকারত্বের হার বেড়েছে। ২০২৬ সালের মে থেকে জুলাইড়এই তিন মাসে দেশটির বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে ৪.৯ শতাংশে, যা এক বছর আগের একই সময়ের তুলনায় ০.২ শতাংশ পয়েন্ট বেশি।

মঙ্গলবার (১৫ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত সরকারি তথ্য থেকে এ তথ্য জানা গেছে। দেশটির সরকারি পরিসংখ্যান সংস্থা অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকস (ওএনএস) জানিয়েছে, ১৬ বছর ও তার বেশি বয়সি বেকারের সংখ্যা বেড়ে ১৮ লাখে পৌঁছেছে। এক বছরের ব্যবধানে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৮৩ হাজার।

এদিকে, একই সময়ে যুক্তরাজ্যে কর্মসংস্থানের হার সামান্য কমেছে। গত বছরের তুলনায় ০.১ শতাংশ পয়েন্ট কমে সর্বশেষ সময়ে --১৬ পৃষ্ঠায়

হাউস অব লর্ডসের সদস্য হলেন মেয়র সাদিক খান

পোস্ট ডেস্ক :

যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হাউস অব লর্ডসের সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন লন্ডনের মেয়র স্যার সাদিক খান। এর মাধ্যমে তিনি 'লর্ড খান অব টুটিং' উপাধি পেয়েছেন। একই সঙ্গে লন্ডনের মেয়রের দায়িত্বও পালন করে যাবেন তিনি।

মঙ্গলবার (১৫ সেপ্টেম্বর) লেবার পার্টির নতুন সদস্য লর্ড রবার্তো নেরির সঙ্গে সাদিক খানও হাউস অব লর্ডসে শপথ নেন। পরিবারের সদস্য ও লন্ডনের কয়েকজন লেবার এমপির উপস্থিতিতে ঐতিহ্যবাহী এই শপথ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সাদিক খানের পিয়ার উপাধিটি তাঁর জন্মস্থান টুটিংয়ের নামে দেওয়া হয়েছে। লন্ডনের দক্ষিণাঞ্চলের এই এলাকা থেকেই তিনি ১১ বছর এমপি ছিলেন। রাজনীতিতে আসার আগে তিনি মানবাধিকার আইনজীবী হিসেবে কাজ করেন। পরে সাবেক --১৬ পৃষ্ঠায়

দেশে ৭ ধাপে স্থানীয় সরকার নির্বাচন, শুরু ১২ নভেম্বর

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৯ মাস পর আগামী ১২ নভেম্বর স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) প্রথম ধাপের নির্বাচন শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এর মাধ্যমে প্রত্যাশিত স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরু হতে যাচ্ছে। আসন্ন শীত মৌসুমে এ নির্বাচন উত্তাপ ছড়াবে সারা দেশেই। প্রথম ধাপে ৮০টি উপজেলার ইউপিগুলোর নির্বাচন হবে। ঠাকুরগাঁও জেলা বাদে দেশের ৬৩ জেলার সদর বা কাছাকাছি উপজেলার ইউপিগুলো প্রথম ধাপের নির্বাচনের জন্য বেছে নেওয়া হবে। মোট সাতটি ধাপের এ নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপে ১৩ ডিসেম্বর, তৃতীয় ধাপে ৩০ ডিসেম্বর, চতুর্থ ধাপে ২০২৭ সালের ১৭ জানুয়ারি, পঞ্চম ধাপে ৪ ফেব্রুয়ারি, ষষ্ঠ ধাপে ২২ এপ্রিল, সপ্তম ধাপে ২৭ মে ভোটগ্রহণের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রথম পাঁচটি ধাপেই বেশির ভাগ ইউপির নির্বাচন শেষ করা হতে পারে।

গত সোমবার বিকেলে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিয়ে ইসির প্রাক-প্রস্তুতিমূলক সভা শেষে নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, 'আমরা আজ (সোমবার) স্থানীয় সরকার নির্বাচন, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিয়ে প্রাক-প্রস্তুতিমূলক সভা --১৬ পৃষ্ঠায়

দেশে তিন মাসে কোটিপতি বেড়েছে ৫,০৭৭

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :

ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সম্প্রসারণ হচ্ছে না। থমকে আছে উৎপাদন। কিন্তু এর মধ্যেও দেশের ব্যাংক খাতে কোটিপতি গ্রাহকের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। চলতি বছরের মার্চ প্রান্তিকের তুলনায় পরের জুন প্রান্তিকে কোটিপতি হিসাব বেড়েছে পাঁচ হাজার ৭৭টি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, কোটি টাকার হিসাব মানেই কোটিপতি ব্যক্তির হিসাব নয়। কারণ ব্যাংকে এক কোটি টাকার বেশি অর্থ রাখার তালিকায় ব্যক্তি ছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। আবার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কতটি ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে, তার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। ফলে এক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির --১৬ পৃষ্ঠায়

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

হাফিয মাওলানা এম হেলাল উদ্দিন সভাপতি, মাওলানা খায়রুল হুদা খান জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত

ওল্ডহ্যাম প্রতিনিধি: আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের সাধারণ সভা ও কাউন্সিল গত রবিবার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকেল ২টায় ওল্ডহ্যামের দ্য এম্পায়ার স্যুইটে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহর সম্মানিত সভাপতি হযরত আল্লামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী।

কাউন্সিলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মুহাম্মদ হাসান চৌধুরী, সহকারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী। অবজারভার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান রুতবাহ, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি হযরত মাওলানা সালমান আহমদ চৌধুরী এবং সেন্ট্রাল কাউন্সিল মেম্বার মাওলানা মো. আবদুল কুদ্দুছ।

গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা আবুল কালামের সভাপতিত্বে এবং জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা খায়রুল হুদা খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের সেন্ট্রাল কাউন্সিলের সদস্য আলহাজ আবদুল মোছাব্বির, উপদেষ্টা আলহাজ আরজু মিয়া এবং গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিগণ।

গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের বিভিন্ন শাখা থেকে আগত ডেলেগেটসদের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৬-২০২৯ সেশনের জন্য আনজুমানে আল ইসলাহ গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের নতুন কমিটি নির্বাচিত করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যরা হলেন: প্রেসিডেন্ট: হাফিয মাওলানা এম হেলাল উদ্দিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট: মাওলানা মো. আবদুল কালাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট: মাওলানা মো. কুতুব উদ্দিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট: মাওলানা নজরুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারি: মাওলানা খায়রুল হুদা খান, জয়েন্ট সেক্রেটারি: গিলমান বাকি বিল্লাহ, ট্রেজারার: মুবাশ্বির আলী, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি: হাফিয শামসুজ্জামান সুহেল, প্রেস অ্যান্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি: মাওলানা বেলালুর রহমান, এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল সেক্রেটারি: হাবিবুর রহমান হুমায়েদ, ট্রেনিং অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট সেক্রেটারি: মাওলানা মিজানুর রহমান, ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি: মাওলানা আবদুল কুদ্দুছ, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি: হাফিয দেলওয়ার হাসান সুমন, এক্সিকিউটিভ মেম্বার: কারী খলিল আহমদ রওনক, কারী আবদুল আহাদ, হাফিয সায়েম হোসাইন এবং হাফিয রায়হান আহমদ।

সাধারণ সভায় সংগঠনের বিগত দিনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয় এবং আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করার পাশাপাশি সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং দ্বীনি, সামাজিক ও দাওয়াতি কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃত্বে গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল ও সম্প্রসারিত হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়। নতুন কমিটির দায়িত্বশীলগণ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার এবং ডিভিশনের সকল শাখা ও সদস্যদের নিয়ে কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সভা শেষে সংগঠনের সার্বিক কল্যাণ, সফলতা এবং উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মিডল্যান্ডস আনজুমানে ইসলাহর জেনারেল মিটিং ও কাউন্সিলে মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী

ভালো কাজ, ভালো চিন্তা ও সৎ মানুষের সঙ্গই সুন্দর জীবনের পথ

বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহর মুহতারাম সভাপতি হযরত মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী বলেছেন, সুন্দর ও সফল জীবন গঠনের জন্য মানুষের ভালো কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকা, সবসময় ভালো চিন্তা ও কল্যাণকর ভাবনাকে হৃদয়ে লালন করা এবং সত্যবাদী ও নেককার মানুষের সঙ্গ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, ভালো মানুষের সঙ্গ মানুষের জীবনকে আলোকিত করে এবং তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়। পক্ষান্তরে অসৎ সঙ্গ মানুষকে ধীরে ধীরে ভুল ও অন্যায়ের পথে পরিচালিত করতে পারে। এজন্য আমাদের উচিত সত্যবাদী ও আল্লাহভীরু মানুষের সান্নিধ্যে থাকা এবং সমাজে এমন পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে মানুষ নৈতিকতা, সততা ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চা করতে পারে।

তিনি বলেন, একজন মানুষের বাহ্যিক কর্মের পাশাপাশি তার অন্তরের পরিশুদ্ধতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অন্তরকে অহংকার, হিংসা ও লোভের মতো ব্যাধি থেকে হেফাজত করতে হবে। কারণ এসব কুপ্রবৃত্তি মানুষের আত্মিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিভেদ ও অশান্তি তৈরি করে। তাই আমাদের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখার জন্য সর্বদা প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রাখা জরুরি।

তিনি আরো বলেন, দুনিয়ার জীবনের প্ল্যাটফর্ম। তাই সংগঠনের প্রত্যেক দায়িত্বশীলকেই সর্বপ্রথম নিজের চরিত্র, চিন্তা ও আমলের সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

তিনি দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, সংগঠনের দায়িত্ব পালনে প্রত্যেককেই দায়িত্বশীলতার ভূমিকা পালন করতে হবে। যার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও আমানতদারিতার সাথে পালন করতে হবে। মনে রাখবেন, দ্বীনের কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের বাধাঁ, প্রতিকূলতা কিংবা সমালোচনার সম্মুখীনও হতে পারেন। কিন্তু সকল সমালোচনার উর্ধ্বে উঠে ধৈর্য ও সবরের মাধ্যমে দ্বীনের কাজ আনজাম দিয়ে যেতে হবে।

তিনি আজ ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ইংরেজি, বুধবার, বার্মিংহাম লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের দ্যা লজ কনভেনশন হলে আয়োজিত আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে, মিডল্যান্ডস ডিভিশনের জেনারেল মিটিং ও কাউন্সিল অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

আনজুমানে আল ইসলাহ মিডল্যান্ডস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট প্রিন্সিপাল মাওলানা এম এ কাদির আল হাসানের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে সেন্ট্রাল কাউন্সিলের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মুহাম্মদ হাসান

প্রতিটি কাজের জন্য আমাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই আমাদের উচিত নিজেদের কর্ম ও আমলের প্রতি সতর্ক থাকা এবং নিয়মিত আত্মসমালোচনা বা মুহাসাবা করা। প্রতিদিন নিজের কাছে হিসাব চৌধুরী ফুলতলী ও জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা ফরিদ আহমদ।

মিডল্যান্ডস ডিভিশনের সেক্রেটারি মাওলানা মোঃ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন,

নেওয়া প্রয়োজন, আমি আজ কী ভালো কাজ করেছি, আমার দ্বারা কারও কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না এবং আমার চিন্তা ও কর্ম আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হচ্ছে কি না।

মাওলানা হুছামুদ্দীন ফুলতলী আরও বলেন, আনজুমানে আল ইসলাহ কোনো জাগতিক বা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন নয়। এটি মূলত মানুষের আত্মশুদ্ধি ও তাজকিয়ায়ে নফসের শিক্ষা লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে সেন্ট্রাল কাউন্সিলের উপদেষ্টা সদস্য আলহাজ্জ এমদাদ আহমদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট হাফিজ মাওলানা কয়েসুজ্জামান ও মোহাম্মদ খুরশিদ-উল হক ।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন ব্রাঞ্চের দায়িত্বশীল, আলেম-উলামা, শিক্ষক, সাংবাদিক ও সাবেক ও বর্তমান দায়িত্বশীলরা উপস্থিত ছিলেন।

বার্মিংহামে বিকেএম এর সিরাতুন্নবী সাঃ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বার্মিংহামে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আয়োজনে সিরাতুন্নবী সাঃ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রবিবার ১৩ সেপ্টেম্বর ইয়ার্ডলি মুসলিম সেন্টারে সংগঠনের বার্মিংহাম ও মিডল্যান্ড শাখার যৌথ উদ্যোগে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।সিরাত সম্মেলনে সভাপতিত্ব সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি ও বার্মিংহাম শাখার সভাপতি ব্যারিস্টার মাওলানা বদরুল

হক। যৌথ ভাবে উপস্থাপনা করেন মিডল্যান্ড শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আহমদ হোসাইন, সহসাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা মুশফিকুর রহমান মামুন ও বার্মিংহাম শাখার সহসাধারণ মাওলানা মাহফুজুল ইসলাম চৌধুরী।

সম্মেলনে সন্মানীত অতিথি হিসেবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের উপর বিষয় ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর ও সাবেক সংসদ সদস্য এডভোকেট মাওলানা শাহীনুর পাশা চৌধুরী, কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মাওলানা শেখ নুরে আলম হামিদী।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার সাবেক সহসভাপতি শায়খ হাফিজ মাওলানা ছালেহ আহমদ, যুক্তরাজ্য সহসভাপতি শায়খ হাফিজ মাওলানা ইকবাল হোসাইন, সহসভাপতি শায়খ মাওলানা নাজিম উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ, শহীদ ওসমান হাদীর ভাই ও বার্মিংহাম বাংলাদেশ হাইকমিশন দ্বিতীয় সচিব (কনস্যুলার) জনাব ওমর বিন হাদি।

ইংরেজিতে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সিরাতের উপর বিষয় ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেন জামেয়া ইসলামীয়া বার্মিংহাম এর সিনিয়র মুহাদ্দীস ও ভাইস প্রিন্সিপাল শায়খ মাওলানা ফয়জুল হক আব্দুল আজিজ, ইবনো রুশদ রিসার্চ সেন্টারের ফাউন্ডার শায়খ ডক্টর সাহরুল হোসাইন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর আবু জহির কবির।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মিডল্যান্ড শাখার সভাপতি হাফিজ মাওলানা মুহিবুর রহমান মাছুম, সহসভাপতি মাওলানা ছালেহ আহমদ, বার্মিংহাম শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফিজ সৈয়দ শিহাব উদ্দিন, সহ সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া, মিডল্যান্ড শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ সৈয়দ নোমান আহমদ, শিক্ষাবিদ মাওলানা আশফাক চৌধুরী, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, হাফিজ সাফওয়ান আহমদ, মাও.আবুল কাশেম বিশ্বাস প্রমূখ।

সিরাত সম্মেলনে আলোচক বৃন্দ রাসূলুল্লাহ সা.এর বরকতময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেন।

আলোচক বৃন্দ বলেন, আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে কারীমে মহানবী সাঃ এর মহান আদর্শের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন 'তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ'। এতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ পাক মানবজাতির জন্য

সর্বোত্তম আদর্শ ও চরিত্র দিয়ে রাসূলুল্লাহ সা. কে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। তিনি আল্লাহর বাণী ও বিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আর তাঁর গোটা জীবন ও কর্ম ছিল তারই বাস্তব নমুনা। তাঁর আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব।

আমাদের কে সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সা.এর আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সা.এর আদর্শের অনুসরণের মধ্যেই মানবজাতির ইহকালিন কল্যাণ ও পরকালিন মুক্তি নিশ্চিত রয়েছে।

SURFACES
Vito
SOME THINGS IN BUSINESS YOU CAN CONTROL, SOME YOU CAN'T.
Our Uptime Promise means that every new Mercedes-Benz van comes with advantages like our Mobile Service Vans[1] that can visit you or your team at their place of work. As well as servicing outside of the 9–5, with early morning, evening and weekend appointments available.[2] All designed to keep you in control of downtime across your fleet.
Mercedes-Benz Vans. We've got your back.
Mercedes-Benz
[1] Subject to availability. Contact local Authorised Repairer for details.
[2] T&Cs apply. Available at many participating Dealers.

এনফিল্ডে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কাপ ও জমজমাট কমিউনিটি ডে অনুষ্ঠিত

শহিদুল ইসলাম, প্রতিবেদক: চট্টগ্রাম চ্যাম্পিয়ন, হবিগঞ্জ-সিলেট রানার্স-আপ; কাউন্সিলর, কমিউনিটি লিডার ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মিলনমেলা যুক্তরাজ্যের উত্তর লন্ডনের এনফিল্ডে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে তৃতীয়বারের মতো ব্রিটিশ বাংলাদেশি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ও এনফিল্ড কমিউনিটি ডে ২০২৬। এনফিল্ড স্পোর্টিং কমিউনিটির উদ্যোগে আয়োজিত দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে ফুটবল প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ছিল পরিবার ও শিশুদের জন্য নানা বিনোদনমূলক আয়োজন।

গত রবিবার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত Latymer School Sports Grounds, N9 9TN-এ অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে উত্তর লন্ডনের বিভিন্ন এলাকার বিপুলসংখ্যক ব্রিটিশ বাংলাদেশি পরিবার, তরুণ-তরুণী, শিশু ও কমিউনিটি সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

আঞ্চলিক ও জেলা-উপজিলা ভিত্তিক এই ফুটবল টুর্নামেন্টে বিভিন্ন দল অংশ নেয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ শেষে চট্টগ্রাম দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। হবিগঞ্জ-সিলেট দল রানার্স-আপ হয়। টুর্নামেন্টজুড়ে খেলোয়াড়দের প্রাণবন্ত পারফরম্যান্স ও দর্শকদের উচ্ছ্বাস পুরো মাঠকে উৎসবমুখর করে তোলে।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় কাউন্সিলর, ক্যাবিনেট মেম্বার, কমিউনিটি লিডারসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে আয়োজনের সৌন্দর্য ও গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেন। তাঁরা ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐক্য, সম্প্রীতি ও নতুন প্রজন্মকে খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

ফুটবল টুর্নামেন্টের পাশাপাশি বাউন্সি ক্যাসেল, শিশুদের বিভিন্ন প্লে অ্যাক্টিভিটি, ফুড স্টল, আইসক্রিম ও ট্রিটস, পিকনিক ও রিল্যাক্স করার ব্যবস্থা থাকায় পুরো দিনটি পরিণত হয় একটি প্রাণবন্ত পারিবারিক উৎসবে। বিশাল খোলা মাঠে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অনেকে পিকনিকের আয়োজন করেন এবং বন্ধু-স্বজনদের সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটান।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে পরিবারবান্ধব ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি পার্কিং, খাবার ও বিনোদনের নানা সুবিধা রাখা হয়েছিল। ফলে শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণ-সব বয়সী মানুষের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে উত্তর লন্ডনের অন্যতম আনন্দময় ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি আয়োজন।

অংশগ্রহণকারী পরিবার ও দর্শনার্থীরা বলেন, শুধু ফুটবল নয়, পুরো আয়োজনটি ছিল কমিউনিটির মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার একটি চমৎকার প্ল্যাটফর্ম। তারা এমন সুন্দর আয়োজনের জন্য এনফিল্ড স্পোর্টিং কমিউনিটির উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, ভবিষ্যতেও এই আয়োজন আরও বৃহৎ পরিসরে অনুষ্ঠিত হবে এবং ব্রিটিশ বাংলাদেশি নতুন প্রজন্মের মধ্যে খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও কমিউনিটির প্রতি ভালোবাসা আরও গভীর হবে।

বিয়ানীবাজার ফুটবল ফাউন্ডেশনের ২য় সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন জালধুপ এস.সি

ফুটবল, কমিউনিটি ও বিয়ানীবাজারের ঐতিহ্যকে একসূত্রে গেঁথে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিয়ানীবাজার ফুটবল ফাউন্ডেশন (বি.এফ.এফ)-এর ২য় সুপার কাপ ২০২৬। রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) ডেগেনহামের ববি মুর স্পোর্টস হাব (জগ৯ ৫চট)-এ অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ফাইনালে মাথিজুরা এফ.সি-কে ১-০ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জালধুপ এস.সি।

রোমাঞ্চকর ফাইনালে জয় তুলে নিয়ে জালধুপ এস.সি নিজেদের করে নেয় বি.এফ.এফ বিয়ানীবাজার সুপার কাপের শিরোপা। ম্যাচ শেষে দলের খেলোয়াড়, ম্যানেজমেন্ট ও সমর্থকদের মধ্যে উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে।

টুর্নামেন্টকে ঘিরে লন্ডনসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খেলোয়াড়, পরিবার, সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা ববি মুর স্পোর্টস হাবে সমবেত হন। প্রতিযোগিতার পাশাপাশি পুরো আয়োজনটি বৃহত্তর বিয়ানীবাজার কমিউনিটির মিলনমেলায় পরিণত হয়। আয়োজনে তুলে ধরা হয় বিয়ানীবাজার ফুটবল ফাউন্ডেশনের মূলমন্ত্র- Unity | Heritage | Legacy (ঐক্য । ঐতিহ্য । উত্তরাধিকার)।

এবারের টুর্নামেন্টে বিয়ানীবাজারের বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিত্বকারী মোট ১৬টি দল অংশ নেয়। দলগুলো হলো- আঙ্গুরা মোহাম্মদপুর এফ.সি, আকাখাজানা এফ.সি, বৈরাগী এফ.সি, চারাবই এফ.সি, দেউলগ্রাম এফ.সি, গোবিন্দশ্রী এফ.সি, ঘুঙ্গাদিয়া এস.সি, কালাইউরা এস.সি, মাথিজুরা এফ.সি, মাথিউরা ধুদবকশি এস.সি, মাথিউরা পশ্চিমপার এফ.সি, নালবহর জাত্রাশা ইউনাইটেড, নবাং এফ.সি, পুরুষপাল এফ.সি, জালধুপ এস.সি এবং নয়াগ্রাম এফ.সি।

গ্রুপ পর্ব থেকে নকআউট পর্ব পর্যন্ত প্রতিটি ম্যাচে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উত্তেজনা। কঠিন পথ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ফাইনালে মুখোমুখি হয় মাথিজুরা এফ.সি ও জালধুপ এস.সি।

ফাইনালে দুই দলই শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। তবে শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলের জয় নিয়ে চ্যাম্পিয়নের গৌরব অর্জন করে জালধুপ এস.সি। দীর্ঘদিন ধরে বিয়ানীবাজার কমিউনিটি ফুটবলে নিয়মিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসা দলটির এই সাফল্যে খেলোয়াড়দের পাশাপাশি সমর্থকদের মধ্যেও আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখা যায়।

টুর্নামেন্টে অসাধারণ পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে তিনজন খেলোয়াড়কে দেওয়া হয় বিশেষ ব্যক্তিগত পুরস্কার।

প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট: ইফতেখার - জালধুপ এস.সি

গোল্ডেন গ্লাভ: কাওসার - জালধুপ এস.সি

গোল্ডেন বুট:জায়দান - মাথিজুরা এফ.সি

বি.এফ.এফ সুপার কাপের লক্ষ্য শুধু একটি চ্যাম্পিয়ন দল নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ফুটবলকে একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করে বিয়ানীবাজারের বিভিন্ন গ্রাম, ইউনিয়ন ও পটভূমির মানুষকে একত্রিত করা, পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা এবং নতুন প্রজন্মকে খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত করাই এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আয়োজকদের মতে, মাঠের ভেতরে প্রতিযোগিতা থাকলেও মাঠের বাইরে ফুটবল বন্ধুত্ব, সম্মান, সম্প্রীতি ও ঐক্যের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ

করতে পারে। ১৬টি দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এবারের টুর্নামেন্টেও বিয়ানীবাজার কমিউনিটির ঐক্য ও সম্প্রীতির চিত্র ফুটে ওঠে।

টুর্নামেন্টের পরিকল্পনা ও সফল বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেন বি.এফ.এফ ম্যানেজমেন্ট কমিটির রুহুল, শুমন ও নাহিদ। দীর্ঘ প্রস্তুতি ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা দল, ম্যাচ অফিসিয়াল, স্পনসর, পার্টনার, স্বেচ্ছাসেবক এবং বৃহত্তর কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে এবারের সুপার কাপ আয়োজন করেন।

টুর্নামেন্টের বিভিন্ন মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি ও সংরক্ষণের দায়িত্বে ছিল AZ Images Ges JJ Visuals।

বি.এফ.এফ বিয়ানীবাজার সুপার কাপ ২০২৬ আয়োজনের প্রধান স্পনসর ছিল Tawhid Academy Ges Tammi & Family। আয়োজকদের পক্ষ থেকে তাদের সহযোগিতার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

এছাড়াও টুর্নামেন্ট আয়োজনে সহযোগিতা করেছে PepeÕs Hornchurch, Alanya Turkish, Majestic Print, FMJ Property Services, Brace Welfare CIC, Future Teamwear, Players League, MOautomatic Driving School, Elite Football Academy, KitsDrip, H&H Motors, E1 Tyres, Direct Learning Academy, PitchSide, Salam Collection, Wheelz Driving School, Ace of Cars, De La Creme Fashion, Ekota FC, Mobile Hijama, Elegance Media Ges Shade F.C।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ব্যক্তির সম্মিলিত সহযোগিতায় এবারের সুপার কাপ শুধু একটি ফুটবল প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি; এটি খেলোয়াড়, পরিবার ও সমর্থকদের একত্রিত করে বিয়ানীবাজার কমিউনিটির শক্তি, ঐক্য ও সম্প্রীতি উদযাপনের একটি বড় প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে।

বি.এফ.এফ ম্যানেজমেন্ট কমিটি টুর্নামেন্টের লক্ষ্য ও স্বপ্নে বিশ্বাস রেখে পাশে দাঁড়ানো প্রতিটি স্পনসর ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানায়। পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী ১৬টি দল, তাদের খেলোয়াড়, ম্যানেজার ও সমর্থকদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

টুর্নামেন্ট সফল করতে সময়, শ্রম ও সহযোগিতা দেওয়া রেফারি, স্বেচ্ছাসেবক, পার্টনার, পরিবার এবং কমিউনিটির সকল সদস্যের প্রতিও ধন্যবাদ জানানো হয়।

মাঠে ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উত্তেজনা ও জয়ের আকাঙ্ক্ষা; আর মাঠের বাইরে ছিল বন্ধুত্ব, আনন্দ, উদযাপন এবং বিয়ানীবাজারি পরিচয়ের এক শক্তিশালী বন্ধন।

শেষ পর্যন্ত জালধুপ এস.সি বি.এফ.এফ বিয়ানীবাজার সুপার কাপ ২০২৬-এর ট্রফি উঁচিয়ে ধরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। তবে আয়োজকদের মতে, এই সাফল্য শুধু চ্যাম্পিয়ন দলের নয়-টুর্নামেন্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত খেলোয়াড়, পরিবার, সমর্থক, স্বেচ্ছাসেবক, স্পনসর ও কমিউনিটির সবার সম্মিলিত সাফল্য।

ফুটবলের মাধ্যমে বিয়ানীবাজার কমিউনিটিকে আরও কাছাকাছি আনা, নিজেদের ঐতিহ্যকে উদযাপন করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি শক্তিশালী উত্তরাধিকার তৈরি করাই ছিল বি.এফ.এফ বিয়ানীবাজার সুপার কাপের মূল লক্ষ্য।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে'র কার্ডিফ ব্রাঞ্চের মেম্বারশিপ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

বদরুল মনসুরঃ আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে'র সাউথ ওয়েলস ডিভিশনের কার্ডিফ ব্রাঞ্চের উদ্যোগে মেম্বারশিপ কনফারেন্স ২০২৬ ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফের বাংলাদেশ সেন্টারে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহর মুহতারাম সভাপতি সাবেক এমপি হজরত মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী।

সংগঠনের কার্ডিফ ব্রাঞ্চের সভাপতি ক্বারি মোহাম্মদ নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম বাবুর সঞ্চালনায় গত ১১ ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এই মহতি পোগ্রামে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে'র জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী, জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা এম এ কাদির আল হাসান, সেন্ট্রাল কাউন্সিল মেম্বার কাউন্সিলর দিলওয়ার আলী, ওয়েলস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমেদ, ওয়েলস ডিভিশনের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আনোয়ার আলী, বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট জালালিয়া মসজিদের ঈমাম ও খতীব মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মুক্তাদির, ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, জেনারেল সেক্রেটারি আনসার মিয়া, সংগঠনের জয়েন্ট সেক্রেটারি ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মকিস মনসুর, ট্রেজারার ক্বারী শাহ তসলিম আলী, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সৈয়দ শামসুল হক রানু,

ট্রেনিং এন্ড এম্পলয়মেন্ট সেক্রেটারি আব্দুল আজিজ আতিকুজ্জামান, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি ক্বারি মুজাম্মিল আলী ও শাহজালাল মসজিদের সহকারী ঈমাম মাওলানা হাফিজ তাওহিদুল হক প্রমুখ।

সংগঠনের ব্রাঞ্চ কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি হাফিজ মাওলানা জালাল উদ্দীনের কোরআন তিলাওয়াত ও সদস্য মাওলানা মাকসুদুর রহমানের নাতে রাসুলের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া মেম্বারশিপ কনফারেন্সে অন্যান্যদের মধ্যে সংগঠনের ব্রাঞ্চ কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট অজিহুর রহমান মিজান,ভাইস প্রেসিডেন্ট জিলু মিয়া, এডুকেশন এন্ড কালচারাল সেক্রেটারি হাফিজ ইমরান আহমদ, ট্রেইনিং এন্ড এম্পলয়মেন্ট সেক্রেটারি হাফিজ ইব্রাহিম আলী মাসুদ, ও এক্সিউটিভ মেম্বার সেলিম আহমদ সহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা।

কনফারেন্সে সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা, সদস্য বৃদ্ধি এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমে সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভার শুরুতেই সম্মানিত প্রধান অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নব প্রজন্মের সন্তান মেহরাজ আহমেদ সহ কার্ডিফ ব্রাঞ্চ কমিটির নেতৃবৃন্দ।

এদিকে আনজুমানে আল- ইসলাহ ইউকে'র ওয়েলস ডিভিশনের কার্ডিফ ব্রাঞ্চের উদ্দ্যোগে জালালিয়া মসজিদে মিলাদ এবং ওয়াজ মাহফিলে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহর মুহতারাম সভাপতি সাবেক এমপি হজরত মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শেষে দোয়া ও মিলাদ পরিচালনা করেন।

এর পূর্বে কার্ডিফজালালিয়া মসজিদ কমিটির সাথে অফিস হলে তিনি মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়েছেন। এছাড়াও তিনি কার্ডিফের বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সেন্টারে পরিচালিত কার্ডিফ দারুস সুন্নাহ উইকেন্ড মাদ্রাসা ও পরিদর্শন করেছেন।

মেম্বারশিপ কনফারেন্সে বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহর মুহতারাম সভাপতি হযরত মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী বলেছেন, সুন্দর ও সফল জীবন গঠনের জন্য মানুষের ভালো কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকা, সবসময় ভালো চিন্তা ও কল্যাণকর ভাবনাকে হৃদয়ে লালন করা এবং সত্যবাদী ও নেককার মানুষের সঙ্গ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, ভালো মানুষের সঙ্গ মানুষের জীবনকে আলোকিত করে এবং তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়। পক্ষান্তরে অসৎ সঙ্গ মানুষকে ধীরে ধীরে ভুল ও অন্যায়ের পথে পরিচালিত করতে পারে। এজন্য আমাদের উচিত সত্যবাদী ও আল্লাহভীরু মানুষের সান্নিধ্যে থাকা এবং সমাজে এমন পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে মানুষ নৈতিকতা, সততা ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চা করতে পারে।

তিনি বলেন, একজন মানুষের বাহ্যিক কর্মের পাশাপাশি তার অন্তরের পরিশুদ্ধতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অন্তরকে অহংকার, হিংসা ও লোভের মতো ব্যাধি থেকে হেফাজত করতে হবে। কারণ এসব কুপ্রবৃত্তি মানুষের আত্মিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিভেদ ও অশান্তি তৈরি করে। তাই আমাদের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখার জন্য সর্বদা প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রাখা জরুরি।

সংগঠনকে এগিয়ে নিতে অতীতের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আগামী দিনে আর ও নিষ্টা ও নিরলসভাবে কাজ করার আহবান জানিয়ে তিনি দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, সংগঠনের দায়িত্ব পালনে প্রত্যেককেই দায়িত্বশীলতার ভূমিকা পালন করতে হবে। যার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও আমানতদারিতার সাথে পালন করতে হবে।

মনে রাখবেন, দ্বীনের কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের বাধাঁ, প্রতিকূলতা কিংবা সমালোচনার সম্মুখীনও হতে পারেন। কিন্তু সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠে ধৈর্য ও সবরের মাধ্যমে দ্বীনের কাজ আনজাম দিয়ে যেতে হবে বলে নিদের্শনা প্রদান করেছেন।

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তারা : 'স্টোরিজ অব স্ট্রাগলস অ্যান্ড স্ট্রাইডস' গ্রন্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ঐতিহাসিক দলিল হয়ে থাকবে

লন্ডন, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬: ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের ৫০ বছরের জীবনসংগ্রাম, স্বপ্ন, ত্যাগ ও সাফল্যের ইতিহাস নিয়ে রচিত 'স্টোরিজ অব স্ট্রাগলস অ্যান্ড স্ট্রাইডস' গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, ব্রিটেনে বাংলাদেশিদের জীবনসংগ্রামের ইতিহাস স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য এটি একটি সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এ ধরনের ইতিহাস যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করলে সময়ের সঙ্গে তা হারিয়ে যাওয়ার কিংবা বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের পূর্বসূরিদের প্রকৃত অবদান সম্পর্কে জানতে পারে না। বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, 'স্টোরিজ অব স্ট্রাগলস অ্যান্ড স্ট্রাইডস' ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হয়ে থাকবে।

১৪ সেপ্টেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে আয়োজিত প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার ব্যারিস্টার মোশতাক আহমদ, বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের নেতা রাজন উদ্দিন জালাল, ব্যারোনেস পলা মঞ্জিলা উদ্দিন এবং কমিউনিটি নেত্রী আলমা চৌধুরী।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জেরেমি করবিন এমপির অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও অনিবার্য কারণে তিনি যোগ দিতে পারেননি। তাঁর পক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন তাঁর কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজার তালাল কারিম।

ইস্ট এন্ড কানেকশনের স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান সয়ফুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ট্রাস্টি বদরুল আলম এবং প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ আহমদ উল্লাহ দোলা। শেষদিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন সিরাজুল ইসলাম জোয়ার্দার।

স্পিকার মোশতাক আহমদ বইটির প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, "আপনারা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। এমন সব স্মৃতিকে সংরক্ষণ করেছেন, যেগুলো হয়তো একদিন হারিয়ে যেত। সেগুলোকে বেঁচে থাকার একটি স্থায়ী জায়গা করে দিয়েছেন।" এ উদ্যোগে সহায়তার জন্য তিনি ন্যাশনাল লটারি হেরিটেজ ফান্ডকেও ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, "আজ রাতে আমরা শুধু একটি বইয়ের প্রকাশনা উদযাপন করছি না; আমরা স্মৃতি সংরক্ষণ করছি। আমরা বলছি-এই জীবনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এই সংগ্রামগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এই ত্যাগগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এসব গল্প পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত।"

তিনি আরও বলেন, "আসুন আমরা সংগ্রামকে উদযাপন করি, অগ্রযাত্রাকে উদযাপন করি, আমাদের পূর্বসূরিদের সম্মান জানাই এবং নিশ্চিত করি-তাঁদের গল্প যেন বলা হতে থাকে। আসুন, টাওয়ার হ্যামলেটসকে ভালোবাসি, টাওয়ার হ্যামলেটসকে নিয়ে গর্ব করি। আমরা অতীতেও নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি, ভবিষ্যতেও হবো; তবে আমরা সেই চ্যালেঞ্জের সামনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবো।

রাজন উদ্দিন জালাল বলেন, বাংলাদেশিরা একসময় কঠিন সময় পার করেছেন। তারা প্রতিদিন বর্ণবাদী হামলার শিকার হতেন। নিজেদের ঘর, রাস্তা, স্কুল কিংবা কর্মস্থল-কোথাও তারা নিরাপদ ছিলেন না। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ বর্ণবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি করত এবং বর্ণবাদী সহিংসতার শিকারদেরই অপরাধী হিসেবে দেখত।

তিনি বলেন, ২০২৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর লন্ডনে বর্ণবাদীদের বড় সমাবেশ হয়েছে। এতে পৃষ্ঠপোষকতা ছিলো বর্ণবাদী বিলিয়নিয়ার ইলন মাস্ক। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র, ট্রাম্প, ইলন মাস্ক ইউকেতে বর্ণবাদ ও ঘৃণাজনিত মতবাদ রপ্তানি করছে । নাইজেল ফারাজ ঘৃণা ও ইসলাম বিদ্বেষকে উসকে দিতে ইডিএলকে ফিরিয়ে আনছে। তাদের সবচেয়ে বড় সমর্থক হচ্ছে মুলধারার রাজনীতি ও মিডিয়া। তবে আমাদের কমিউনিটি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে এখনও সোচ্চার। ২০২৫ সালে যখন বর্ণবাদীরা হোয়াটচ্যাপেলে আসার হুমকি দেয় তখন কমিউনিটির দশ হাজারের বেশি মানুষ বিক্ষোভ সমাবেশ করে তাদের হুমকি রুখে দিয়েছিলো। এরপর পুলিশ তাদেরকে ফিরে আসার অনুমতি দেয়নি। সুতরা, আমাদেরকে সবসময়ই বর্ণবাদ, ফ্যাসিজম ও ইসলাম বিদ্বেষ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের কমিউনিটিকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

বদরুল আলম বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসও অনেক সময় বদলে যায়। তাই ইতিহাসকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা জরুরি। তিনি বলেন, "আমরা চেয়েছি সাদাকে সাদা এবং কালোকে কালো বলতে। ইতিহাস যেন পরিবর্তিত না হয়, প্রত্যেকের অবদান যেন সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয় এবং পরবর্তী প্রজন্ম জানতে পারে-কমিউনিটি গড়ে তুলতে কার কী অবদান ছিল।"

উল্লেখ্য, ৬৬৮ পৃষ্ঠার বইটির মোড়ক উন্মোচনের পর অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের একটি করে কপি প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রায় সাড়ে ৪ শত অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত টাউন হলে ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, জীবনসংগ্রাম ও কমিউনিটি গঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের আমেজে শুরু হচ্ছে মেয়র'স কাপ ফুটবল ২০২৬

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের আয়োজনে আবারও ফিরে এসেছে বহুল প্রতীক্ষিত মেয়র'স কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। প্রতি বছরের মতো এবারও এই আসর পরিণত হতে চলেছে বারাজুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায়, যেখানে খুদে খেলোয়াড় থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিযোগী - সবাই মাঠ মাতাবেন নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শনের মাধ্যমে।

টুর্নামেন্টে অংশ নেবে জুনিয়র, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও প্রাপ্তবয়স্ক নারী - এই তিন বিভাগের খেলোয়াড়রা। মাঠের লড়াইয়ে বিজয়ীদের জন্য থাকছে ট্রফি, মেডেল ও নানা পুরস্কার। ছোট্ট খেলোয়াড়দের বয়সভিত্তিক বিভাগগুলো সাজানো হয়েছে আন্ডার ৮ থেকে শুরু করে আন্ডার ১৬ পর্যন্ত, রয়েছে বয়েজ ও অ্যাডাল্ট মেন বিভাগও। পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়া মেয়েদের জন্যও থাকছে আলাদা আয়োজন - মেয়র'স স্কুলস্ কাপের অধীনে স্কুল ইয়ার ৭/৮ ও ৯/১০-এর ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বিশেষ প্রতিযোগিতা।

টুর্নামেন্টের উত্তেজনা শুরু হবে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর, শনিবার, যেদিন অনুষ্ঠিত হবে ইয়ুথ হিটস এবং সঙ্গে থাকবে বিশেষভাবে সক্ষম (এসইএনডি বা সেন্ড) খেলোয়াড়দের জন্য এক প্রাণবন্ত ফেস্টিভ্যাল। পরদিন, ২০ সেপ্টেম্বর রবিবার, মাঠে নামবেন প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিযোগীরা ওপেন এজ হিটসে। এরপর ২৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার, জুনিয়র বিভাগের হিট ও ফাইনাল দুটোই অনুষ্ঠিত হবে মাইল এন্ড স্টেডিয়ামের মিনি পিচগুলোতে - যেখানে খুদে ফুটবলারদের পায়ের জাদুতে মেতে উঠবে গ্যালারি।

টুর্নামেন্টের সবচেয়ে জমজমাট মুহূর্তটি অপেক্ষা করছে ২৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার। এদিন হিট পর্ব পেরিয়ে আসা ইয়ুথ ও ওপেন এজ বিভাগের সেরা দুটি দল মুখোমুখি হবে ফাইনালে, মাইল এন্ড স্টেডিয়ামের মূল মাঠে। প্রতিটি বিভাগ থেকে চূড়ান্ত লড়াইয়ে ওঠা দলগুলোর মধ্যে থাকবে জয়ের ক্ষুধা আর শিরোপা জয়ের রোমাঞ্চ, যা দর্শকদের জন্য হয়ে উঠবে এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

শুধু মাঠের লড়াই নয়, মেয়র'স কাপ পরিণত হয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটসের সামাজিক ও ক্রীড়া সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে। বছরের পর বছর ধরে এই আয়োজন স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তুলেছে, পাশাপাশি গড়ে তুলেছে সম্প্রীতি ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের এক সুস্থ পরিবেশ।

টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের প্রত্যাশা, এবারের আসরও দর্শক উপস্থিতি ও উচ্ছ্বাসের দিক থেকে আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে। পরিবার-পরিজন কিংবা বন্ধুবান্ধব নিয়ে মাঠে হাজির হয়ে ফুটবলের এই মহোৎসবে সামিল হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল।

রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকে'র প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকে'র আসন্ন স্টুডেন্ট অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গতকাল রাতে ইলফোর্ডের একটি স্থানীয় রেস্টুরেন্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সন্ধ্যা ৬টায় ট্রাস্টের সভাপতি মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন সভার উদ্বোধন করেন এবং অহিদ উদ্দিন এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক শাহীন চৌধুরী।

সভায় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানের সকল প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এর মধ্যে ছিল তহবিল সংগ্রহ, ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য সংগ্রহ, খাবার ব্যবস্থাপনা, শিল্পী ও শাহীন চৌধুরী, এনামুল হক এনাম, ফারুক উদ্দিন, কামরুল ইসলাম দেলোয়ার, এলিন চৌধুরী, হেলাল চৌধুরী, মোহাম্মদ সুমন চৌধুরী এবং রেজাউল করিম রাজু।

একটি সফল অনুষ্ঠানের জন্য সকল সদস্যকে সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য

উপস্থিত নির্বাহী সদস্যদের স্বাগত জানান।

আসন্ন অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানটি আগামী রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ফোর্ড স্পোর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল ক্লাব, অল্ডবরো রোড সাউথ, ইলফোর্ডে অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ সাউন্ড সিস্টেম, ট্রফি, সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে গঠনমূলক আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অনুষ্ঠানটি সফলভাবে পরিচালনার জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা হলেন: অনুরোধ করা হয়েছে।

এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন মহিউদ্দিন আহমেদ আলমগীর, জয়নুল চৌধুরী, নায়েম আহমদ জয় এবং মোহাম্মদ মনির।

আপ্যায়নের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা।

বঙ্গবীর জেনারেল এম এ জি ওসমানীকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও বীরত্বগাঁথা জীবনী পাঠ্য বইয়ে অন্তরভূক্তির দাবী

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে মর্যাদা প্রদান ও তাঁর বীরত্বগাঁথা জীবনী বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও ইউনিভারসিটির পাঠ্য বইয়ে অন্তরভূক্ত করার জন্য বর্তমান সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়েছে।

বঙ্গবীর জেনারেল এম এ জি ওসমানীর ১০৮তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে গত ২রা সেপ্টেম্বর বুধবার বঙ্গবীর ওসমানী মেমোরিয়েল ফাউণ্ডেশন ইউকের উদ্যোগে পূর্ব লণ্ডনের হোয়াইট চ্যাপেল রোডস্থ এক অভিজাত রেস্তোরায় আয়েজিত এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে এ দাবী জানানো হয়। সংগঠণের সভাপতি ও বৃটেনে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আলহাজ্ব কবির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক খান জামাল নুরুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠণের সিনিয়র সহ সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব) মঈন আহমদ ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীন সাংবাদিক এম এ মান্নান, মৌলভীবাজার প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক, বিশিষ্ট সাংবাদিক বকশি ইকবাল আহমদ, বিশিষ্ট আইনজীবী ও সাবেক কাউন্সিলার ব্যারিষ্টার নাজির আহমদ। সভায় বঙ্গবীর ওসমানীর বীরগাঁথা জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন -দর্পন টিভির সিইও বিশিষ্ট সাংবাদিক রহমত আলী, ব্রিকলেন ট্রাস্টের সাধারন সম্পাদক শাহ মুনিম, সাবেক কাউন্সিলার ও কমিউনিটি নেতা ওসমান গনি, বিশিষ্ট লেখক সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, সংগঠণের সহ সভাপতি শেখ মো: মফিজুর রহমান ,সহ সভাপতি আমীর উদ্দিন আহমদ মাষ্টার, সংগঠণের ট্রেজারার সৈয়দ সুহেল আহমদ, সংগঠণের সাংগঠনিক সম্পাদক হাজী ফারুক মিয়া, ওসমানী বিমান বন্দর ক্যাম্পেইন কমিটির সদস্য সচিব এম এ রব, বৃটিশ বাংলাদেশী টিচারস এসোসিয়েশনের ট্রেজারার শিক্ষক মিসবাহ কামাল, জকিগন্‌জ এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক আবুল হোসেন, নবীগন্‌জ এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সাধারন সম্পাদক প্রভাষক আব্দুল হাই, বিশিষ্ট আইনজীবী আমিন চৌধুরী, হাজী বুলু মিয়া প্রমুখ। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওত করেন হাফেজ জিলু খান। এছাড়া বঙ্গবীর ওসমানীর রুহের প্রতি ছওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে আলোচনা ও কুরআন তেলাওত করেন মাওলানা হাসান নুরী চৌধুরী ।সংগঠণের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বকশী ইকবাল আহমদকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান - আমীর উদ্দিন আহমদ ও সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন। বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন, হাফেজ সালেহ আহমদ। বঙ্গবীর ওসমানী স্মরণে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন কবি শিহাবুজ্জামান কামাল। সভায় বক্তারা - অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানীকে স্মরণ করেন ও রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। তারা বলেন -১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদেধর সময় বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী 'কমাণ্ডার ইন চীফ 'হিসাবে দীর্ঘ নয় মাস রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধে অসাধারন নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে পাক হানাদার বাহিনীর হাত থেকে স্বাধীন করেছেন । জেনারেল ওসমানীর প্রজ্ঞা, রণকৌশল, সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার ফলে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করা সম্ভব হয়েছিল। জেনারেল ওসমানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে ছিলেন সর্ব কণিষ্ঠ মেজর। পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ও তিনি অনেক বীরত্ব দেখিয়েছেন। জেনারেল ওসমানী বাঙালী জাতির গর্ব ও একজন সুদক্ষ সমরবিদ ছিলেন। পরবর্তী জীবনে এমপি ও মন্ত্রী হয়েছেন। সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আজীবন ছিলেন সংসদীয় গণতন্ত্রের অনুসারী। তিনি আমাদের জাতির একজন রোল মডেল ও বীর সিপাহসালার। বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচিত সরকারকে বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে বঙ্গবীর ওসমানীর জীবনী লিপিবদ্ধ ও প্রতি বছর রাষ্ট্রীয়ভাবে ওসমানীর জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী পালনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সভায় বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে শিরনী বিতরন করা হয়।

সংবাদ পরিবেশক কে এম আবুতাহের চৌধুরী সিনিয়র সহ সভাপতি বঙ্গবীর ওসমানী মেমোরিয়েল ফাউণ্ডেশন ইউকে।

লন্ডনের চ্যাডওয়েল হিথে পাইগাঁওবাসীর মিলনমেলা

শেকড়ের টানে লন্ডনের চ্যাডওয়েল হিথে অনুষ্ঠিত হয়েছে পাইগাঁও গ্রামবাসীদের মিলন মেলা।

প্রবাসে বসেও গ্রামের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখতে লন্ডনের চ্যাডওয়েল হিথে আয়োজন করা হয় এই মিলন মেলার।

অপরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন গ্রামের মানুষ। এতে আনন্দঘন পরিবেশের পাশাপাশি সৃষ্টি হয় সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের আবহ।

আয়োজকদের মতে, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের সঙ্গে গ্রামের মানুষের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, পারস্পরিক শাহ মোনির উদ্দিন, মুহাম্মদ আলী, খাইরুল হক, ইমাম হোসেন আলী, হুসেন আহমেদ সুমন, আজাদ মিঞা, মুজাকিকর, হামজা, জাকারিয়া, ফয়সল, নাঈম ও হুসেন আহমেদসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠান শেষে ছিল দুপুরের খাবারের

রোববার, ১৩ সেপ্টেম্বর চ্যাডওয়েল সেন্ট্রাল মসজিদে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত পাইগাঁও গ্রামের শতাধিক নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণী ও নতুন প্রজন্মের শিশুরা অংশ নেন।

দীর্ঘদিন পর একসঙ্গে মিলিত হয়ে একে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা এবং গ্রামের উন্নয়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

মিলন মেলায় উপস্থিত ছিলেন মো. শামসুল হক, আসকর আলী, আরজ মিয়া, নজরুল হক, আব্দুল আলিম, নাজির আহমেদ, কবির আহমেদ, মো. আয়োজন।

এ ধরনের আয়োজন নিয়মিত করার আহ্বান জানান অংশগ্রহণকারীরা। পাশাপাশি, প্রবাসে থেকেও ভবিষ্যতে গ্রামের উন্নয়ন ও কল্যাণে সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা।

প্যারিসে জিডিএ-এর ঐতিহাসিক মেলবন্ধন: হাসপাতাল নির্মাণে আড়াই কোটি টাকার অঙ্গীকার

দেলওয়ার হোসেন সেলিম : ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস যেন একখণ্ড গাছবাড়িতে পরিণত হয়েছিল। গাছবাড়ি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (জিডিএ) এর হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে ফ্রান্স, পর্তুগাল, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড ও স্পেন থেকে প্রায় ৫০০ প্রবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এক আবেগঘন মেলবন্ধনে পরিণত হয় প্যারিসের মতবিনিময় সভা।

ফ্রান্সে বসবাসরত 'গাছবাড়ি কমিউনিটি ইন ফ্রান্স'-এর উদ্যোগে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, রবিবার বিকাল ৬টায় প্যারিসের ওভারভিলিয়ের একটি বিলাসবহুল হল রুমে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাত ১০টা পর্যন্ত বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম চলে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন গাছবাড়ি কমিউনিটি ইন ফ্রান্সের আহ্বায়ক এখলাছুর রহমান এখলাছ। সমগ্র অনুষ্ঠান যৌথভাবে উপস্থাপনা করেন সদস্য সচিব এডভোকেট এবাদুর রহমান, মহি উদ্দিন সোহেল, জাহাঙ্গীর জামিল ও শরীফ আহমদ। অনুষ্ঠানের সূচনালগ্নে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আব্দুস ছামাদ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফ্রান্সের তরুণ উদ্যোক্তা সাংবাদিক আবু তাহের দুলাল। তিনি বলেন, "গাছবাড়ি এলাকার মানুষ ইতিমধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সুনামের সাথে বসবাস করছেন এবং দেশের রেমিট্যান্স উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। তাদেরকে জিডিএ-এর আওতায় নিয়ে আসলে সেবামূলক কার্যক্রম আরও বেগবান হবে।"

তিনি আমন্ত্রিত অতিথি লেখক সাংবাদিক দেলওয়ার হোসেন সেলিমের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবন আলোকপাত করে করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন জানানোর আহ্বান জানালে উপস্থিত সকলে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করেন।

গাছবাড়ি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (জিডিএ) ২০১৫ সালে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার ৭ নং দক্ষিণ বাণীগ্রাম ইউনিয়ন, ৮ নং ঝিংগাবাড়ি ইউনিয়ন এবং ৯ নং রাজাগঞ্জ ইউনিয়নের কয়েকজন উদ্যমী তরুণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য জন্মভূমির সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, বিশেষ করে শিক্ষা বিস্তার ও ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

এটি যুক্তরাজ্যের চ্যারিটি কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত একটি স্বীকৃত চ্যারিটি সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তরের অনুমোদিত সংগঠন। সংগঠনের স্লোগান: সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মনে আশা জাগানো, জীবন বাঁচানো, মাতৃত্বকালীন সেবা প্রদান এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

হাসপাতাল প্রকল্পের অগ্রগতি: ১০ কোটি টাকার বাজেট :

জিডিএ-এর সবচেয়ে বড় স্বপ্নের প্রকল্প হলো গাছবাড়ি এলাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ জেনারেল হাসপাতাল। নির্মাণাধীন বহুতল ভবন বিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতালের নিজস্ব বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, দ্বিতীয় তলার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। অনুষ্ঠানে জিডিএ হাসপাতালের প্রসপেক্টাস বিতরণ করা হয়।

সভায় সভাপতি আবুল ফাতেহ এবং সেক্রেটারি সুলেমান আহমদ পাটোয়ারী প্রজেক্টরের মাধ্যমে হাসপাতালের বাজেট, প্ল্যান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তাঁরা জানান, হাসপাতাল নির্মাণে মোট ১০ কোটি টাকা বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ইতিমধ্যে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রথম তলার নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।

জিডিএ-এর পক্ষ থেকে আরও বক্তব্য রাখেন খসরুজ্জামান খসরু, শামসুজ্জামান বাহার, সালাউদ্দিন খসরু, মাওলানা দেলওয়ার হোসেন, আবুল মনসুর চৌধুরী, মুজিবুর রহমান, মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান, আহমদ ইকবাল চৌধুরী, ফারুক আহমদ চৌধুরী, সালিক আহমদ, নোমান আহমদ পাটোয়ারী, শামিম আহমদ শামিম, ইমাদ উদ্দিন রানা, সুলতান আহমদ, হাফিজ মাহফুজুর রহমান ও গুলজার হোসেন চৌধুরী।

সভার সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্ত ছিল ফান্ড ঘোষণা। জিডিএ-এর সভাপতি আবুল ফাতেহ আনন্দের সহিত অঙ্গীকারকারীদের নাম এবং অঙ্গীকারকৃত টাকার পরিমাণ পড়ে শোনান। ফ্রান্স প্রবাসীদের পক্ষ থেকে হাসপাতাল নির্মাণের জন্য প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ টাকার ফান্ডের অঙ্গীকার করা হয়। ঘোষণার পর পুরো হল করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

সেক্রেটারি সুলেমান আহমদ পাটোয়ারী বলেন, "যাঁরা সময় দিয়েছেন, পাশে থেকেছেন এবং ভালোবাসা দিয়ে আপন করে নিয়েছেন-সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা। এই হাসপাতাল আমাদের সকলের।"

সভাপতির বক্তব্যে এখলাছুর রহমান এখলাছ বলেন, "গাছবাড়ি ও কানাইঘাটের উন্নয়নে ফ্রান্স প্রবাসীরা সবসময় সচেতনভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। সমগ্র কানাইঘাটের উন্নয়নে আমরা কখনোই পিছপা হবো না।"

আমন্ত্রিত অতিথি লেখক সাংবাদিক দেলওয়ার হোসেন সেলিম বলেন, "জিডিএ-এর সেবামূলক কার্যক্রমে আমি মুগ্ধ। ২০২১ সালে আমি জিডিএ-এর ট্রাস্টি হয়েছি। আমি দেখেছি কীভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে প্রতিটি টাকা ব্যয় হয়। আসুন, আমরা এই হাসপাতালটি নির্মাণ করে গাছবাড়ির মানুষের জন্য কিছু রেখে যাই।"

প্রোগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন রাজু আহসান ও তাঁর সঙ্গীত টিম। এদিকে সভাকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়ায় শত শত স্ট্যাটাস, ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হয়, যা ইউরোপে গাছবাড়ি কমিউনিটির ঐক্যের প্রমাণ।

পরিশেষে দেশ, জাতি ও প্রবাসের কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত এবং নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো ১৩তম মুসলিম চ্যারিটি রান : ৪শ' হাজার পাউন্ড সংগ্রহের টার্গেট

লন্ডন, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬: শতশত মানুষের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো ১৩তম মুসলিম চ্যারিটি রান । ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে ১৩ সেপ্টেম্বর রোববার পূর্ব লন্ডনের ভিক্টোরিয়া পার্কে এই ৫ কিলোমিটার রান অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজনে ঘিরে সকাল থেকেই নানা বয়সী মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে ভিক্টোরিয়া পার্ক।

কেউ দৌড়েছেন, কেউ হেঁটেছেন, আবার কেউ জগিং করেছেন-তবে সবার লক্ষ্য ছিল একটাই, নিজেদের পছন্দের চ্যারিটির জন্য ফান্ড সংগ্রহ করা। ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রত্যাশা, এবারের মুসলিম চ্যারিটি রানের মাধ্যমে বিভিন্ন চ্যারিটি সংস্থা সম্মিলিতভাবে ৪ লাখ পাউন্ডেরও বেশি সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। সংগৃহীত অর্থ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অসহায় ও দুস্থ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

দৌড়ে অংশগ্রহণকারীরা সকাল ৯টা থেকেই ভিক্টোরিয়া পার্কে জড়ো হতে থাকেন। এক পর্যায়ে নীল রঙের টি-শার্ট পরিহিত অংশগ্রহণকারীদের পদচারণায় গোটা পার্ক উৎসবের রূপ নেয়।

লন্ডন ইস্ট একাডেমির ইয়ার সেভেনের ছাত্র আব্দুর রহমান আলীর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উদ্বোধনী পর্ব শুরু হয়। ইয়াহইয়া আলকাস মিয়ার সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমদ, সিনিয়র ইমাম শায়খ আনিসুল হক এবং ফান্ডরেইজিং ম্যানেজার তজম্মুল আলী।

এরপর লন্ডন ইস্ট একাডেমির পিই শিক্ষক আশরাফ আলীর পরিচালনায় প্রায় পাঁচ মিনিটের একটি ওয়ার্ম-আপ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ম-আপ শেষে অংশগ্রহণকারীরা সবাই গিয়ে দাঁড়ান স্টার্টিং পয়েন্টে। সকাল ১০টা ৫৮ মিনিটে হুইসেল বাজতেই শুরু হয় পাঁচ কিলোমিটারের মূল দৌড়।

মাত্র ১৯ মিনিট ১৩ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে প্রথম স্থান অর্জন করেন সুদানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ যুবক মাজিন আবদু। আর ২০ মিনিট ৫১ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন ২০ বছর বয়সী মাহবুব রশিদ। তিনি হিউম্যান আপিলের জন্য তহবিল সংগ্রহ করছেন।

এরপর পর্যায়ক্রমে অন্য দৌড়বিদরাও পাঁচ কিলোমিটার পথ শেষ করে ফিনিশিং লাইনে পৌঁছান। সেখানে তাঁদের স্বাগত জানান টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার ব্যারিস্টার মোশতাক আহমদ, ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ, সিইও জুনায়েদ আহমদ এবং হেড অব অ্যাসেটস অ্যান্ড অপারেশন্স আসাদ জামান। তাঁরা রানারদের মেডেল পরিয়ে অভিনন্দন জানান।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ বলেন, আজকের আবহাওয়া খুবই চমৎকার। গত বছর এই আয়োজন থেকে প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড তহবিল সংগ্রহ হয়েছিলো। এবার আমরা আশা করছি আরও বেশি অর্থ সংগ্রহ হবে। তিনি বলেন, এই রান শুধু চ্যারিটির জন্য ফান্ড সংগ্রহই নয়, আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জনাব মুর্শেদ আরো জানান, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ড স্টেডিয়ামে নারীদের জন্য আলাদা চ্যারিটি রান অনুষ্ঠিত হবে। এতে অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে নাম নিবন্ধনের আহ্বান জানান তিনি।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমদ বলেন, এটি একটি চমৎকার দিন। মুসলিম চ্যারিটি রান কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের মানুষকে এক কাতারে নিয়ে আসছে। একই সঙ্গে চ্যারিটির জন্য তহবিল সংগ্রহ এবং নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি আয়োজনে অংশ নেওয়া ও সহযোগিতা করা সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

ফান্ডরেইজিং ম্যানেজার তজম্মুল আলী বলেন, আমরা খুবই আনন্দিত। আজ কমিউনিটির মানুষ একটি অসাধারণ দিন উদযাপন করছেন। এক হাজারেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। অনেকেই পরিবার-পরিজন নিয়ে এসেছেন। বড়রা দৌঁড়েছেন, আর শিশুরা বিভিন্ন খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে। পুরো আয়োজনটি ছিল অত্যন্ত আনন্দঘন।

উল্লেখ্য, এবারের মুসলিম চ্যারিটি রানে প্রায় ৩৫টি চ্যারিটি সংগঠন অংশগ্রহণ করে। আর পার্টনার ও স্পনসর হিসেবে ছিলো আমানাহফাই, হিউম্যান আপিল, সুন্নাহ মাস্ক ফাউন্ডেশন, গ্লোবাল এহসান রিলিফ, মুসলিম হেল্প ইউকে, সালাম চ্যারিটি, আগোশ ইউকে, হিউম্যান রিলিফ ফাউন্ডেশন, মুসলিম চ্যারিটি, হেল্প ইয়াতীম, মুসলিম এইড, কাউন্সিল অব মস্ক অ্যাপ, ইসলামিক রিলিফ, রিড ফাউন্ডেশন, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, সাবা রিলিফ এবং ইফ চ্যারিটি।

মৌলভীবাজার প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক বকশী ইকবাল আহমদের সম্মানে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে মতবিনিময় সভা

লন্ডন সফররত মৌলভীবাজার প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক ও দৈনিক বাংলা দিন পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক বকশী ইকবাল আহমদের সম্মানে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক তাইসির মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট-এর হেড অব প্রোডাকশন সালেহ আহমেদ। অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট সম্পাদক ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী এবং প্রবীণ সাংবাদিক ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব কে এম আবু তাহের চৌধুরী।

আরো বক্তব্য রাখেন অনলাইন সংবাদ মাধ্যম সত্য বাণী'র সম্পাদক সৈয়দ আনাস পাশা, এলবি২৪ টিভির ম্যানেজিং এডিটর আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, এটিএন বাংলার হেড অব নিউজ দেওয়ান সাঈম চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হোসেন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের কোষাধক্ষ্য টুএ নিউজ এর সম্পাদক আব্দুল হান্নান, এটিএন বাংলার রিপোর্টার আফজাল হোসেন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ট্রেনিং এন্ড অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আলাউর রহমান খান শাহিন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সহ কোষাধক্ষ্য এখলাছুর রহমান পাক্কু, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য সানরাইজ টুডে সম্পাদক এনামুল হক চৌধুরী, বাংলা পোস্ট পত্রিকার সাব এডিটর জয়নাল আবেদীন, আইঅন টিভির রিপোর্টার আব্দুল মুমিন, সানরাইজ টুডেজ রিপোর্টার ফজলু মিয়া, এটিএন বাংলা রিপোর্টার এমডি সুয়েজ মিয়া, এলবি২৪ এর রিপোর্টার হাসনাত চৌধুরী সহ আরো অনেকে।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল গণমাধ্যমের এই সময়ে সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতা, বস্তুনিষ্ঠতা ও দায়িত্বশীলতার ওপর আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। একই সঙ্গে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা এবং সাংবাদিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তারা। বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের গণমাধ্যমের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি প্রবাসী সাংবাদিকদের ভূমিকা, দেশ ও প্রবাসের মধ্যে সংবাদ ও তথ্যের সেতুবন্ধন এবং সাংবাদিকতার পেশাগত নানা চ্যালেঞ্জ নিয়েও মতবিনিময় হয়।

এ সময় বকশী ইকবাল আহমদকে উপস্থিত সাংবাদিকরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তাঁর লন্ডন সফরের সাফল্য কামনা করে বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের পারস্পরিক মতবিনিময় দুই দেশের সাংবাদিকদের মধ্যে যোগাযোগ ও পেশাগত সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করবে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সাংবাদিক বকশী ইকবালকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। সাংবাদিক তাইসির মাহমুদ, সালেহ আহমেদ ও আহাদ চৌধুরী বাবুর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ সভায় বিলেতের বিভিন্ন প্রিন্ট, অনলাইন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিবিসিএর লন্ডন বিল্ড ফেস্টিভালে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহযোগিতার আশ্বাস

লন্ডন: বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের নির্মাণ খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং ব্রিটিশ বাংলাদেশি কনস্ট্রাকশন অ্যাসোসিয়েশন (বিবিসিএ)-এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার ড. এম নজরুল ইসলাম।

১৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে বিবিসিএর নবগঠিত

আহ্বায়ক কমিটির সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বৈঠকে তিনি এ আগ্রহের কথা জানান। একই সঙ্গে আগামী ২৯ নভেম্বর লন্ডনের রয়্যাল রিজেন্সি হলে অনুষ্ঠিতব্য 'ব্রিটিশ বাংলাদেশি বিল্ড ফেস্টিভাল ২০২৬' সফল করতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়।

বৈঠকে যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার, নির্মাণশিল্পে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, দক্ষ কর্মী তৈরি এবং দুই দেশের নির্মাণ খাতের মধ্যে সহযোগিতার সুযোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বাংলাদেশ হাইকমিশন লন্ডনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর তানভীর মাহমুদ আজিম যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে বিবিসিএর উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি নির্মাণশিল্পে দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষিত কর্মী গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশি নির্মাণ পেশাজীবীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে বিবিসিএর সঙ্গে হাইকমিশনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বিবিসিএর আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার সাদিকুল আলম বলেন, কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি ট্রেনিং বোর্ড (ঈওঞই)-এর জুন ২০২৬-এ প্রকাশিত 'কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কফোর্স আউটলুক ২০২৬-২০৩০' রিপোর্ট অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের নির্মাণ খাতে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৪১,২০০ জন নতুন কর্মীর প্রয়োজন হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে এ খাতে মোট প্রায় ২০৬,০০০ জন অতিরিক্ত দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হবে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে দক্ষ কর্মীদের যুক্তরাজ্যের নির্মাণশিল্পের শ্রমবাজারের উপযোগী করে প্রস্তুত করতে বিবিসিএ ও বাংলাদেশ হাইকমিশন যৌথভাবে কাজ করলে বাংলাদেশের দক্ষ কর্মীদের জন্য যুক্তরাজ্যে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। একই সঙ্গে দুই দেশের নির্মাণ খাতের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও বিনিয়োগের নতুন দ্বার উন্মোচিত হতে পারে।

বৈঠকে বিবিসিএর প্রতিনিধিরা যুক্তরাজ্যের নির্মাণ খাতে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের অবদান এবং এ খাতে বিদ্যমান বিভিন্ন সম্ভাবনা তুলে ধরেন। পাশাপাশি যুক্তরাজ্যে দক্ষ নির্মাণকর্মীর চাহিদা, বাংলাদেশ থেকে দক্ষ কর্মী তৈরির সম্ভাবনা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের বিষয়েও আলোচনা করেন।

ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার ড. এম নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর করার ক্ষেত্রে নির্মাণ খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশি প্রবাসীদের নির্মাণ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং যুক্তরাজ্যে দক্ষ বাংলাদেশি নির্মাণ পেশাজীবীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে বিবিসিএর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি

বৈঠকে আগামী ২৯ নভেম্বর লন্ডনের রয়্যাল রিজেন্সি হলে অনুষ্ঠিতব্য 'ব্রিটিশ বাংলাদেশি বিল্ড ফেস্টিভাল ২০২৬'-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য বিবিসিএর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার ড. এম নজরুল ইসলাম এবং তিনি উক্ত বিল্ড উৎসবের সফলতা কামনা করেছেন।

বিবিসিএর বিল্ড ফেস্টিভালের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার সাদিকুল আলম, সভাপতি সালেহ আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক সুমন আহমেদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাংলাদেশী বিল্ড ফেস্টিভ্যাল উদযাপন কমিটির সদস্য হিসেবে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন লুৎফুর রহমান, আনোয়ারুল ইসলাম, সাকিল আহমেদ, বদরুল রশিদ এবং পাবলিক রিলেশন অফিসার চৌধুরী মো. নাঈমুল ইসলাম।

ইউরোপীয়ান জাতীয়তাবাদী পরিবারের আয়োজনে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

খালেদ মাসুদ রনিঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ইউরোপীয়ান জাতীয়তাবাদী পরিবার ইউকে-এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রবিবার রাতে পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্ট হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা তাজুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউরোপীয়ান জাতীয়তাবাদী পরিবারের সভাপতি শফিকুল ইসলাম তুহিন এবং সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শেখ খালেদ আহমেদ মিনহাজ। দিলোয়ার আহমদের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্য আ ন ম অহিদ আহমদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম মামুন, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক সম্পাদক (সহ-সভাপতি পদমর্যাদা) নাসির আহমদ শাহীন, পর্তুগাল বিএনপির আহ্বায়ক আবু ইউসুফ তালুকদার, সদস্য সচিব ছায়েফ আহমেদ সুইট, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান, ইতালি বিএনপির এনামুল হোসেন অশ্রু, কেন্দ্রীয় কৃষক দলের ইউরোপ সমন্বয়ক জহিরুল ইসলাম মিলন এবং পর্তুগালের পোর্তো বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ মিয়া।

বক্তারা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর দেশ ও জাতির প্রতি অবদানের কথা স্মরণ করেন। তাঁরা বলেন, তাঁর নেতৃত্বে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ সুগম হয়েছিল। একই সঙ্গে বেগম খালেদা জিয়ার আপসহীন নেতৃত্ব ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার কথাও স্মরণ করেন।

প্রধান অতিথি আ ন ম অহিদ আহমদ তাঁর বক্তব্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্র গঠন ও দেশ পরিচালনায় অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি শহীদ জিয়ার আদর্শ ও দেশপ্রেমের কথা স্মরণ করে সুন্দর আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

বিশেষ অতিথি শহীদুল ইসলাম মামুন ও নাসির আহমদ শাহীন ইউরোপে জাতীয়তাবাদী নেতাকর্মীদের ভূমিকার প্রশংসা করেন। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ইউরোপীয়ান জাতীয়তাবাদী পরিবার আগামী দিনে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত হবে।

পর্তুগাল বিএনপির আহ্বায়ক আবু ইউসুফ তালুকদার ও সদস্যসচিব ছায়েফ আহমেদ সুইট আগত অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, সবার সহযোগিতা, পরামর্শ ও সমর্থন নিয়ে তাঁরা আগামী দিনেও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে চান। তাঁরা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন আলী হোসেন লিটন মোড়ল, ওয়েছ আহমদ, মাসুদ সর্দার, ফারুক ব্যাপারী, মির্জা নোমান, সামাদ আহমদ, ইব্রাহীম আইন উদ্দীন, খলিলুর রহমান সাগর, মোবারক হোসেন, মনির হোসেন, কাজী উজ্জ্বল এবং মিহানুর রহমান সাকের।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন রুবেল, নাহিদ গেরাপী, আলমগীর হোসেন, আবুল হোসেন, সারোয়ার হোসেন, মো. লিটু ময়না (খোকন খান), এনাম আহমদ, আইয়ুব মোহাম্মদ, দিলোয়ার, কামাল ও মিজান, আব্দুল ওয়াদুদ জাহেদ, এনাম আহমদ

জিল্লুর রহমান, নজরুল ইসলাম, তাছবির আহম্মেদ ফাহিম দুদু মিয়া, কামাল আহমদ, খালেদ হুসাইন

হাছান মাহমুদ সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

শেষে সভাপতি শফিকুল ইসলাম তুহিন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ খালেদ আহমেদ মিনহাজ উপস্থিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, নেতৃবৃন্দ ও সকল অংশগ্রহণকারীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রবিবার ব্রিক লেন কারি ফেস্টিভ্যাল, সপরিবারে যোগ দিন

আগামী ২০ সেপ্টেম্বর রোববার পূর্ব লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী সড়ক ব্রিক লেনে আসছে বহুল প্রতীক্ষিত ব্রিক লেন কারি ফেস্টিভ্যাল। খাবার, সংগীত, নৃত্য, বর্ণিল পোশাক আর পারিবারিক বিনোদনে মেতে উঠবে বাংলাটাউন খ্যাত এই এলাকা। বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলবে এই আয়োজন, যেখানে প্রবেশ ও অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে। গত বছর ব্যাপক সাড়া ফেলে ফিরে আসা এই উৎসব এবার আরও বড় পরিসরে, আরও বর্ণাঢ্য আয়োজনে ফিরছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা।

উৎসবের লক্ষ্য বাংলাদেশি ও দক্ষিণ এশীয় ঐতিহ্যকে উদ্যাপন করা, যে ঐতিহ্য ব্রিক লেন ও বৃহত্তর পূর্ব লন্ডনকে আজকের রূপ দিতে বড় ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি এলাকার স্থানীয় রেস্টুরেন্ট ও ছোট ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোও এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

উৎসবের সূচনা হবে এক জমকালো শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে, যা ব্রিক লেন ধরে এগিয়ে যাবে। শোভাযাত্রায় থাকবে ঢোলবাদক, নৃত্যশিল্পী, ঐতিহ্যবাহী চীনা সিংহনৃত্য এবং খ্যাতনামা শিল্প সংগঠন ইমার্জেন্সি এক্সিট আর্টসের বিশেষভাবে তৈরি করা তিনটি বিশালাকার পুতুল।

মূল মঞ্চে সারা দিন ধরে চলবে গান বাজনা ও নৃত্য পরিবেশনা। পরিবেশন করবেন ব্রিটিশ-বাংলাদেশি শিল্পী খিয়ো, নিশ ও মামজি স্ট্রেঞ্জার, পাশাপাশি থাকবে আইএমডি লিজিয়ন, ডিজে নাজ ফিচারিং বলি ফ্লেক্স, তাল তরঙ্গ, সৌমি দাস ড্যান্স কোম্পানি, বলিউড ব্রাস ব্যান্ডসহ আরও অনেকের পরিবেশনা। এ ছাড়া পুরো ব্রিক লেনজুড়ে থাকবে ঘুরে ঘুরে পরিবেশনাকারী শিল্পী, ডিজে এবং নানা বিনোদন পরিবেশনা, যার মধ্যে থাকবে অ্যাকসেস ক্রিয়েটিভ কলেজের মেধাবী শিক্ষার্থীদের পরিবেশনাও।

পরিবার নিয়ে আসা দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে বিশেষ আয়োজন। উৎসবের পারিবারিক জোন 'দ্য ঘাট'-এ থাকবে বিনা মূল্যের নানা কর্মসূচি - শাড়ি পরানো ও লুঙ্গি বাঁধার প্রদর্শনী, আইএমডি লিজিয়ন ও বলি ফ্লেক্সের সঙ্গে নাচের কর্মশালা, খেলাধুলা, নানা গেম এবং শিশুদের জন্য বাউন্সি ক্যাসল।

খাবার ছাড়া অবশ্য ব্রিক লেন কারি ফেস্টিভ্যাল অসম্পূর্ণ। উৎসবে অংশ নেওয়া রেস্তোরাঁগুলো পরিবেশন করবে আঞ্চলিক ও বিশেষ পদের খাবার, সঙ্গে থাকবে স্ট্রিট-ফুড স্টল ও শেফদের রান্নার প্রদর্শনী, যা পূর্ব লন্ডনের বাংলাদেশি কমিউনিটির সমৃদ্ধ রন্ধনশৈলীকে তুলে ধরবে।

ইভেন্টব্রাইটের মাধ্যমে বিনা মূল্যে নিবন্ধন করলে অংশগ্রহণকারীরা একটি বিশেষ কোড পাবেন, যা দিয়ে উৎসব সপ্তাহান্তে ব্রিক লেনের অংশগ্রহণকারী রেস্তোরাঁগুলোতে বিলের ওপর ২০ শতাংশ ছাড় মিলবে।

ব্রিক লেন কারি ফেস্টিভ্যালের আয়োজক টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, বাংলাটাউন বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিবিএ) এবং ব্রিক লেন কমিউনিটি ফোরাম (বিএলসিএফ)। এটি 'লাভ টাওয়ার হ্যামলেটস' প্রচারাভিযানেরও একটি অংশ।

রোববার বন্ধু ও পরিবার নিয়ে চলে আসুন এবং পূর্ব লন্ডনকে বিশেষ করে তোলা খাবার, সংস্কৃতি ও কমিউনিটির এই উৎসবে শামিল হোন।

অনুষ্ঠানসূচিঃ

তারিখঃ রোববার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

সময়ঃ দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা

স্থানঃ ব্রিক লেন, ই১, লন্ডন

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ফাসির রায় ঘোষণার প্রতিবাদে যুক্তরাজ্য যুবলীগের তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ

যুক্তরাজ্য যুবলীগের সভাপতি ফখরুল ইসলাম মধুর সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জামাল আহমদ খানের পরিচালনায় অনুস্টিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তৃতা করেন কেল্দ্রীয় আওয়ামীলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জননেতা আব্দুর রহমান, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সভাপতি জালাল উদ্দিন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ফারুক, যুবলীগের সহ সভাপতি নাজমূল ইসলাম, মাহবুব হোসেন. মোহাম্মদ ফিরোজ, যুগ্ম সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন লিটন, ফয়জুর রহমান ফয়েজ, মোদাব্বির হোসেন চুন্নু, জুবায়ের আহমদ, বাবুল খান দিলাম আহমেদ মাহমুদ আলী সাইফুল ইসলাম আবুল লেইসপ্রমূখ॥

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর মিডিয়া ব্রিফিং : বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাসিন্দাদের ব্যয় সহায়তা বৃদ্ধির যুগান্তকারী ঘোষণা

গত কাল ৪ঠা সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকাল দুইটায় টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান হোয়াইট চ্যাপেল রোডস্থ টাউন হলে বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে এক প্রেস ব্রিফিং করেন। তিনি স্টুডেন্টদের স্কুল ইউনিফর্ম গ্রান্ট ও কাউন্সিল ট্যাক্স রিলিফের জন্য পারিবারিক আয় সীমা ৫০হাজার ৩৫০ পাউণ্ডের পরিবর্তে ৬০ হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত নির্ধারণের ঘোষণা দেন। আগে শুধু ইয়ার ওয়ান ও ইয়ার সেভেন এর শিক্ষার্থীদের ফ্রি স্কুল ইউনিফর্ম গ্রান্ট দেওয়া হতো। এ বছর থেকে আরো দুই ক্লাস বৃদ্ধি করে ইয়ার থ্রি ও ইয়ার টেনে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ফ্রি স্কুল ইউনিফর্ম দেওয়া হবে। পারিবারিক আয় সীমা বৃদ্ধির ফলে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী স্কুল ইউনিফর্ম ও শত শত পরিবার কাউন্সিল ট্যাক্স রিলিফ পাবে। নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো ২.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধির চাপ সামলাতে সহায়তা হবে। কাউন্সিল ট্যাক্স রিডাকশন স্কীমের আওতায় ১০০% কাউন্সিল ট্যাক্স অনেকে মাফ পেতে পারেন। মেয়র তাঁর ব্রিফিং আরো বলেন -প্রাইমারী ও সেকেন্ডারি স্কুলে ফ্রি স্কুল মিল অব্যাহত থাকবে। এ লেভেল শিক্ষার্থীদের ৬০০ পাউণ্ড ও ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের ১৫০০ পাউণ্ড গ্রান্ট চলবে। তিনি জানান -শীঘ্রই শুরু হচ্ছে প্রেগন্যান্সি পেমেন্ট ও ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের এক বছরের জন্য ফ্রি ট্রেভেল পাস। এছাড়া ফুড হাব তহবিল বা ফুড ব্যাংকে সহযোগিতা ৮ লাখ ৮৫ হাজার পাউণ্ডে উন্নীত করা হয়েছে। ইয়ং টাওয়ার হ্যামলেটস নামে কাউন্সিলের ইয়ুথ সার্ভিস ২০২৩ সালে পুনরায় কাউন্সিলের সরাসরি তত্বাবধানে আনার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৩.৭ মিলিয়ন পাউণ্ড বিনিয়োগ করা হয়েছে। ডেপুটি মেয়র মাইউম মিয়া তালুকদার বলেন -প্রতি বছর কাউন্সিল কমিউনিটি সংগঠণকে ৬ মিলিয়ন পাউণ্ড গ্রান্ট প্রদান করে। তিনি সবাইকে আবেদনের আহ্বান জানান। তিনি ফস্টার কেয়ারার হিসাবে অন্তর্ভুক্তি হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন -স্কুল ইউনিফর্ম গ্রান্টের জন্য আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে আবেদন করতে হবে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন যে-হাউজিং সমস্যার সমাধানে কাউন্সিল কাজ করছে। বিগত চার বছরে ৬ হাজার ৪০০শ বাড়ি ডেলিভারী দিয়েছে। এই চার বছরে আরো ৬হাজার বাড়ি নির্মাণের জন্য সাইড সিলেক্ট করা হয়েছে। জনাকীর্ণ এই সাংবাদিক সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন ডেপুটি মেয়র মাইউম মিয়া তালুকদার, ফাইন্যান্স ও রিসোর্সের কেবিনেট মেম্বার আবু তালহা চৌধুরী, কাউন্সিল কর্মকতা এ্যামি জেকসন, কর্পোরেট ডাইরেক্টর স্টিভ রেডি। এ সময় সকল কেবিনেট মেম্বার ও অন্যান্য অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। মেয়র তাঁর সমাপনী বক্তব্যে -উপস্থিত সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তা মিডিয়ায় তুলে ধরার অনুরোধ জানান। সংবাদ পরিবেশক কে এম আবু তাহের চৌধুরী

লন্ডনে পবিত্র জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী সাঃ অনুষ্ঠিত

গাউসিয়া কমিটি ইউকে ও নূরে মদিনা ফাউন্ডেশন (লন্ডন) ইউকের যৌথ উদ্যোগে লন্ডনের একটি স্থানীয় হল আইভি কনভেনশন হলে পবিত্র জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালিত হয়েছে।

উক্ত পবিত্র মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন নূরে মদিনা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট টিভি ভাষ্যকার মাওলানা শফিকুর রহমান বিপ্লবী সাহেব প্রধান অতিথি হিসেবে কোরআন সুন্নাহর আলোকে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটি ইউকের সভাপতি ও বৃষ্টল সেন্ট্রাল মসজিদের খতিব মুফতি মাওলানা হাফিজ ইকরাম উদ্দিন সাহেব, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পীরজাদা মাওলানা অলিউর রহমান চৌধুরী দূবাগী।

আরও বক্তব্য রাখেন মাওলানা সানাউল্লাহ ছেটি খতিব আল হিরা জামে মসজিদ, মাওলানা শের আহমদ বরকতী খতিব মহিউল ইসলাম জামে মসজিদ, মাওলানা কারী মাহমুদুল হাসান সাহেব, খতিব আল জান্নাত জামে মসজিদ, মওলানা আমিনুল ইসলাম জলঢুপী, মাওলানা কারী কাজী বাকী বিল্লাহ, আরো অনেক প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা ফখরুল মোস্তফা ও পীরজাদা মাওলানা সাকিবুর রহমান চিস্তী।

সার্বিক সহযোগিতায় মোঃ হোসাইন, রাসেল আহমেদ, পীরজাদা মামনুনুর রহমান, ইমরান আহমেদ হাজী রেদওয়ান চৌধুরী হাজী আব্দুস সালাম লিটন প্রমুখ।

উক্ত মাহফিলে ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম ও গন্যমান্য ব্যক্তিগন নবীজি সাঃ এর মিলাদুন্নবী সাঃ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে নবীজি সাঃ এর পবিত্র জীবন আদর্শ নিয়ে কোরআন সুন্নাহর আলোকে মহা মূল্যবান আলোচনা করেন উক্ত মাহফিলে বহু সংখ্যক নবীপ্রেমীক মানুষ অংশগ্রহণ করেন সর্বশেষে মিলাদ মাহফিল ও তাবারক বিতরণ করা হয় ।

আখেরী মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা শফিকুর রহমান বিপ্লবী।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations. Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

মোবাইলের গোপন তথ্য বাজারে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে

মানুষের ডিজিটাল তথ্য প্রচার বিনা অনুমতিতে প্রচার বন্ধ করতে হবে. বাংলাদেশের সংবিধান 'চিঠিপত্র ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার'কে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে হাল জমানার যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম মুঠোফোনের সব তথ্যই অনলাইনের খোলাবাজারে পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি একটি নাগরিকের মুঠোফোনের তথ্যের অবাধ বেচাকেনা নিয়ে যে তথ্য উঠে এসেছে, তা ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগজনক বলে মনে করি।

সাধারণ নাগরিক তো বটেই, স্বয়ং দেশের মন্ত্রী ও দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের গোপন তথ্যও অনলাইনে প্রকাশ্য পণ্যে পরিণত হয়েছে। টাকা দিলেই দেশের যেকোনো মুঠোফোন ব্যবহারকারীর কল ডিটেইলস রেকর্ড (সিডিআর), অবস্থান কিংবা জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) সংবেদনশীল তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এর অর্থ যে কেউই জানতে পারবে নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিমুহূর্তের গতিবিধি। দীর্ঘদিন ধরে একশ্রেণির অসাধু চক্র ওয়েবসাইট, ফেসবুক ও টেলিগ্রামের মতো সামাজিক যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এই বাণিজ্য চালিয়ে আসছে বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

তথ্য ফাঁসের এই চিত্র হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা নয়; বরং দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা এক চরম অব্যবস্থাপনার ফলাফল বলেই আমরা মনে করি। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে অন্তত ৬৮টি তথ্য ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩৬টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩২টি। এমনকি ২০২৩ সালে এবং গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) তথ্যভান্ডারের তথ্য ফাঁসের ঘটনা ঘটেছিল। এই তথ্যগুলোই প্রমাণ করে, আমাদের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য নিলেও সেগুলোর সুরক্ষার প্রতি তাদের কোনো মনোযোগ ও দায়বদ্ধতা নেই। মোবাইল অপারেটরদের তথ্যভান্ডারে প্রবেশের সুযোগ পায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থাসহ ১২টি সংস্থা। কিন্তু প্রতিবেদনসূত্রে আমরা জানতে পারছি যে কিছু সরকারি সংস্থার কাছে অপারেটরদের অনুমোদিত প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে সরাসরি তথ্যভান্ডারে প্রবেশের সুযোগ রয়েছে। এমনকি এ ক্ষেত্রে অপারেটরের কাছে আলাদাভাবে তথ্য চাওয়ারও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কারা কীভাবে মানুষের তথ্য নিয়ে যাচ্ছে, তা বের করাও সম্ভব বলে মোবাইল অপারেটররা জানিয়েছেন।

সবচেয়ে হতাশাজনক অংশ হলো ধারাবাহিক তথ্য ফাঁসের ঘটনায় রাষ্ট্র ও তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিষ্ক্রিয়তা। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভান্ডার থেকে কোটি কোটি নাগরিকের তথ্য ফাঁসের ঘটনা ঘটলেও কোনো কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, এমনকি নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য রাখার দায়িত্ব যেসব প্রতিষ্ঠানের, তারা ফাঁসের ঘটনা জানত না। যারা তথ্য ফাঁসের সঙ্গে জড়িত, তারা জানে যে সরকার তাদের কিছু করবে না। ফলে কেবল তথ্য ফাঁস করেই ক্ষান্ত দিচ্ছে না, খোলাবাজারে নাগরিকের গোপন তথ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছে।

আমরা মনে করি, নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সবার আগে তথ্য বিক্রির সঙ্গে জড়িত অসাধু চক্র ও প্ল্যাটফর্ম দ্রুত চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। এখন পর্যন্ত যেসব প্রতিষ্ঠানে তথ্য ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির মুখোমুখি করতে হবে। মোবাইল অপারেটর ও সরকারি সংস্থাগুলোর তথ্যভান্ডারে কার কার প্রবেশের সুযোগ রয়েছে, তা অবিলম্বে পুনর্মূল্যায়ন ও কঠোর আইনি নজরদারির আওতায় আনতে হবে। মনে রাখতে হবে, নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত না হলে নাগরিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা যেভাবে হুমকির মুখে পড়ে, তেমনি রাষ্ট্রের নিরাপত্তাও ঝুঁকির মুখে পড়ে।

নেপালের দুর্যোগ থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা

ড. মো. আসাদুজ্জামান সরকার

নেপালের সাম্প্রতিক আকস্মিক বন্যা, পাহাড়ধস ও ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকির ভয়াবহতা আবারও আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কখনো একক কোনো বিপদ হিসাবে আসে না। একটি দুর্যোগ, আরেকটি দুর্যোগকে তীব্রতর করতে পারে এবং একাধিক ঝুঁকি একসঙ্গে মিলে অল্প সময়ের মধ্যে একটি মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। প্রাণহানি, ঘরবাড়ি ও অবকাঠামো ধ্বংস, যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং মানুষের জীবিকা হারানোর মতো ঘটনা আমাদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন ও ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দুর্যোগের যুগে আমরা কতটা প্রস্তুত। নেপালের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ বাংলাদেশ সরাসরি হিমালয় অঞ্চলে না থাকলেও গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিম্নাঞ্চলীয় দেশ। ফলে হিমালয় অঞ্চলের অতিবৃষ্টি, ভূমিধস, হিমবাহের পরিবর্তন কিংবা আকস্মিক জলপ্রবাহের সরাসরি প্রভাব আমাদের নদী, কৃষি ও জনজীবনে পড়তে পারে। এর সঙ্গে দেশের নিজস্ব ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙন, জলাবদ্ধতা, খরা, লবণাক্ততা ও ভূমিকম্পের ঝুঁকি যোগ করলে বাংলাদেশের দুর্যোগের বাস্তবতা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জলবায়ু পরিবর্তন দুর্যোগের প্রকৃতি ও ঝুঁকির ধরন বদলে দিচ্ছে। ভূমিকম্পের মতো ভূতাত্ত্বিক দুর্যোগ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্টি হয় না, কিন্তু উষ্ণতা বৃদ্ধি, অতিবৃষ্টি, হিমবাহ গলে যাওয়া, পাহাড়ি ঢলের অস্থিতিশীলতা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। ফলে ভবিষ্যতের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে শুধু দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার পর মোকাবিলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, এটিকে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও সহনশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে প্রথমেই জানতে হবে কোথায় কী ধরনের ঝুঁকি রয়েছে, কারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে, কীভাবে সেই ঝুঁকি কমানো যায় এবং দুর্যোগের আগে কী ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ কাঠামোটি হওয়া উচিত ঝুঁকি শনাক্তকরণ, ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি, আগাম সতর্কবার্তা, আগাম পদক্ষেপ, উদ্ধার ও বিজ্ঞানসম্মত পুনর্বাসন।

এখানে একটি মৌলিক তাত্ত্বিক ধারণা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, দুর্যোগের ক্ষতি শুধু প্রাকৃতিক বিপদের মাত্রার ওপর নির্ভর করে না। একই মাত্রার বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় একটি সুশৃঙ্খল ও প্রস্তুত সমাজে যে ক্ষতি করে, অপ্রস্তুত ও ঝুঁকিপূর্ণ সমাজে তার ক্ষতির পরিমাণ হয় বহুগুণ বেশি। ঝুঁকির সঙ্গে মানুষের বসবাসের স্থান, দারিদ্র্য, দুর্বল অবকাঠামো, সঠিক তথ্যের অভাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সরাসরি সম্পর্কিত। বাংলাদেশের জন্য তাই সবচেয়ে জরুরি হলো, একটি কার্যকর বহুমুখী আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। শুধু বিপৎসীমার ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হতে পারে কিংবা নিুচাপ তৈরি হয়েছে, এ ধরনের তথ্যের সাধারণ মানুষের কাছে কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই। তাদের জানতে হবে কোন এলাকায় কখন পানি উঠতে পারে, কোন রাস্তাটি নিরাপদ, কোথায় আশ্রয় নিতে হবে এবং গবাদি পশু বা ফসল কীভাবে রক্ষা করতে হবে।

আমাদের সতর্কবার্তা ব্যবস্থাকে হতে হবে প্রভাবভিত্তিক ও মানুষকেন্দ্রিক। আবহাওয়ার তথ্য থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক ও সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত এবং সহজে বোধগম্য ভাষায় তথ্য পৌঁছাতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সতর্কবার্তার পর দ্রুত পদক্ষেপ নিশ্চিত করা। সতর্কবার্তা যদি আসে, কিন্তু মানুষ কোথায় যাবে বা কী করবে তা না জানে, তাহলে সবচেয়ে উন্নত পূর্বাভাসও কাঙ্ক্ষিত ফল দেবে না। এ ক্ষেত্রে প্রান্তিক পর্যায়ে বার্তা পৌঁছানোর বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় পর্যায়ে সঠিক তথ্য তৈরি হচ্ছে, কিন্তু সেই তথ্য ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, গ্রাম এবং শেষ পর্যন্ত একটি পরিবারের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা, সেটিই আসল প্রশ্ন। স্থানীয় মসজিদ, মন্দির, স্কুল, কমিউনিটি ক্লিনিক, মোবাইল নেটওয়ার্ক, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্ককে এ ব্যবস্থার মূল অংশ করা যেতে পারে।

দুর্যোগ মোকাবিলায় শুধু সরকারের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে রাখলে

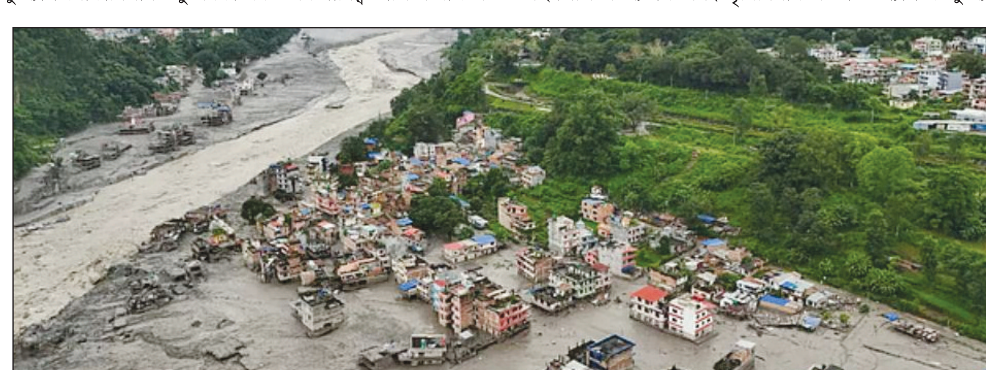

হবে না, প্রয়োজন সমাজভিত্তিক সমন্বিত পদক্ষেপ। সরকার, স্থানীয় সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত, গণমাধ্যম, এনজিও এবং নাগরিক সমাজকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। প্রতিটি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় প্রশিক্ষিত কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা প্রয়োজন; কারণ দুর্যোগের প্রথম কয়েক ঘণ্টায় জাতীয় পর্যায়ের সহায়তা পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় মানুষই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি সরকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো, ঝুঁকি-সচেতন উন্নয়ন নিশ্চিত করা। কোথায় হাসপাতাল, স্কুল, সেতু, রাস্তা, বিদ্যুৎকেন্দ্র কিংবা আবাসিক এলাকা নির্মাণ করা হবে, সেই সিদ্ধান্তে ভবিষ্যৎ জলবায়ু ঝুঁকি বিবেচনায় নিতে হবে। আজকের জলবায়ু বিবেচনা করে আগামী ৩০ বা ৫০ বছরের অবকাঠামো পরিকল্পনা করা যাবে না। প্রশ্ন হওয়া উচিত ভবিষ্যতের অতিবৃষ্টি, বন্যা, তাপপ্রবাহ বা ঘূর্ণিঝড়ের পরিস্থিতিতে এ অবকাঠামো টিকে থাকবে কিনা।

দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ধ্বংস হওয়া ঘর বা সেতু আগের মতো করেই বানিয়ে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না, বরং প্রশ্ন হওয়া উচিত একই ধরনের দুর্যোগ আবার হলে এ অবকাঠামো কীভাবে আরও নিরাপদ থাকবে। আমাদের নীতি হওয়া উচিত শুধু ক্ষতিপূরণ নয়, বরং আগের চেয়ে আরও উন্নত ও নিরাপদ অবকাঠামো তৈরি করা। কৃষির ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, নদীভাঙন ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কৃষকের ক্ষতি শুধু একটি মৌসুমের উৎপাদন কমিয়ে দেয় না, বরং একটি পরিবারকে দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়। তাই জলবায়ু-সহনশীল জাত, স্বল্পমেয়াদি ফসল, লবণাক্ততা ও খরা সহনশীল প্রযুক্তি, ফসল বহুমুখীকরণ, ভাসমান কৃষি, নিরাপদ পশু আশ্রয়, জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ এবং কৃষিবিমার মতো উদ্যোগকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল অংশ হিসাবে দেখতে হবে।

সবশেষে মনে রাখা দরকার, প্রাকৃতিক দুর্যোগকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু দুর্যোগকে মানবিক বিপর্যয়ে পরিণত হওয়া থেকে অনেকাংশে রক্ষা করা সম্ভব। আর সেই সক্ষমতা তৈরি হয় বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা, আগাম সতর্কতা, স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার সমন্বয়ে। নেপালের সাম্প্রতিক ঘটনা আমাদের সামনে সেই সুযোগই তৈরি করে দিয়েছে। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নয়, সামগ্রিক দুর্যোগ সহনশীলতাই হোক আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন দর্শনের প্রধান অংশ।

সৌদি আরবে রুমমেটের হামলায় প্রবাসীর মৃত্যু

সিলেট অফিস : সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে রুমমেটের সঙ্গে রান্না নিয়ে বিরোধের জেরে ছুরিকাঘাতে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার মোহাম্মদ মতিউর রহমান (২৫) নামে এক প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সৌদি আরব সময় রাত আনুমানিক ১১ টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত মতিউর রহমান উপজেলার পশ্চিম ইসলামপুর ইউনিয়নের বাঘারপাড় গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে। তিনি তিন মাস বয়সী এক পুত্রসন্তানের জনক।

নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে জীবিকার তাগিদে সৌদি আরব যান মতিউর রহমান। সেখানে রিয়াদের হারা এলাকায় একটি বাসায় তিনি সহ তারা ৪ জন একসঙ্গে থাকতেন। গত ২/৩ দিন আগে রুমে ঘুমানো ও রান্না নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। পরে সোমবার রাতে সবাই কাজ থেকে রুমে ফিরলে আবারও কথা কাটাকাটি হয়। তখন তার এক রুমমেট তরকারি কাটার ছুরি দিয়ে আঘাত করলে সেখানে সে রক্তাক্ত হয়ে মারা যায়। তখন রুমে থাকা অপর ৩ যুবক পালিয়ে যান।

নিহতের ফুফাতো ভাই আশরাফুল ইসলাম খোকন বলেন, মতিউর রহমান খুবই শান্তশিষ্ট একটি ছেলে। ২/৩ দিন আগে তার সাথে হওয়া ঝামেলার কথা

সে পরিবারকে জানিয়েছে। আর গতকাল থেকে তাকে ফোন দিলেও পাওয়া যায়নি। তার রুমে থাকা তার গ্রামের একজনের সাথে যোগাযোগ করা হলে সে এই হত্যাকাণ্ডের কথা জানায়। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এবিষয়ে কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উছমান গণি জানান, এবিষয়ে আমরা সংবাদ পেয়েছি। আমরা খোঁজ নিচ্ছি।

সাগরের ইলিশ মিলছে হাকালুকি হাওরে

মৌলভীবাজার সংবাদদাতা : মিঠাপানির জলাভূমি নামে খ্যাত এশিয়ার বৃহত্তম হাওর হাকালুকি হাওরে জেলেদের জালে এবারও ধরা পড়ছে রুপালি ইলিশ। আগেও এই হাওরে ইলিশ মাছ ধরা পড়লেও অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার কয়েকগুণ বেশি ইলিশ ধরা পড়েছে বলে মনে করছেন মৎস্য বিভাগ ও স্থানীয় জেলেরা।

এতে হাকালুকি হাওর পারের জেলেদের মধ্যে আনন্দ উল্লাস বিরাজ করছে। প্রায় পাঁচ বছর আগে হাকালুকি হাওরে বেশ ইলিশ ধরা পড়েছিল। মাঝখানে আর তেমন দেখা মেলেনি। তবে এবার আবারও জেলেদের জালে অনেক ইলিশ ধরা পড়ায় তা স্থানীয় বিভিন্ন হাটবাজারে বিক্রি হচ্ছে।

মৎস্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও হাওরে মিঠাপানিতে ইলিশের আবাসস্থল গড়ে উঠেছে। হাকালুকি হাওর কুশিয়ারা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় নদীতে অবস্থানরত ইলিশ অন্যান্য বছরের চেয়ে এ বছর বেশি পরিমাণ হাকালুকিতে প্রবেশ করায় ইলিশের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। Aquaculture

সম্প্রতি কুলাউড়া-বড়লেখা-চান্দগ্রাম সড়কের আছুরিঘাট এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, স্থানীয় কয়েকজন জেলে হাওর থেকে ধরা বিভিন্ন প্রজাতির দেশি মাছ নিয়ে বসে আছেন। সেখানে দেশি প্রজাতির বিভিন্ন মাছের সঙ্গে কয়েকটি ইলিশের দেখা মেলে।

কুলাউড়া উপজেলার ভূকশিমইল ইউনিয়নের জেলে রাহুল মিয়া, মো. উমর আলী, সুফিয়ান আহমদ জমির মিয়া, আহাদ মিয়া বলেন, গত ৯ সেপ্টেম্বর রাতে হাওরে কয়েকজন মিলে বেড়জাল টেনে মাছ ধরছিলেন। এক টানে সব মাছ ওঠেনি। ৪-৫ বার জাল টেনে কয়েকটি ইলিশের দেখা মেলে। কয়েক দিন ধরে অনেকের জালেই ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ মাছ ধরা পড়ছে।

হঠাৎ জেলেদের জালে ইলিশ ধরা পড়ায় তারা মহাখুশি। তাদের প্রত্যাশা, ইলিশের মতো এবছর দেশীয় প্রজাতির মাছেরও উৎপাদন বাড়বে।গধঢ়ং

শিক্ষার্থী ফারদিন কাওসার তানিম ও ফাহমিদুর রহমান আবির বলেন, লোকেমুখে শুনি কুলাউড়ার বিভিন্ন বাজারে দেশীয় মাছের সঙ্গে ইলিশ মাছ পাওয়া যাচ্ছে। লোভ সামলাতে না পেরে স্বচক্ষে ইলিশ মাছ দেখতে কয়েকটি বাজার ঘুরেছি।

কুলাউড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবু মাসুদ জানান, মেঘনা ও কুশিয়ার নদীর সঙ্গে হাকালুকি হাওরের সংযোগ থাকায় প্রতি বছর হাওরে ছোট ছোট ২-৪টি ইলিশ ধরা পড়লেও এবার ২৫০ থেকে ৩০০ গ্রাম ওজনের ব্যাপক ইলিশ ধরা পড়ছে। এতে জেলেদের মুখে হাসি ফুটেছে।

তিনি আরো বলেন, আগাম বন্যা ও পাহাড়ি ঢল যখন নামে তখন হাকালুকি হাওরের পানি মূলত কুশিয়ারা নদী দিয়ে পদ্মায় গিয়ে মিলিত হয়। ফলে ইলিশ মাছ প্রজননের জন্য স্রোতের বিপরীতে আসতে থাকে। আসতে আসতে তাদের শেষ স্থান হয় হাকালুকি হাওর। ফলে আগাম বন্যা হলেই হাকালুকি হাওরে ইলিশের দেখা মেলে। কয়েক বছরের মধ্যে হাকালুকিতে ইলিশ মাছের উৎপাদন রেকর্ড সৃষ্টি করবে বলে আশা প্রকাশ করেন এই সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা।

গণতন্ত্রকে রক্ষা করা সবচেয়ে বড় কাজ, বড় দায়িত্ব- রাষ্ট্রপতি

সিলেট অফিস : রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে এসেছে। গণতন্ত্রকে রক্ষা করা হবে আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ, সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। সরকারি ও বিরোধী দল উভয়েরই দায়িত্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা এবং সংসদকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করা। অন্যান্য বিষয়েও দ্বিমত থাকতে পারে, সেই দ্বিমতগুলো আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। মঙ্গলবার বিকেলে সিলেট নগর ভবন প্রাঙ্গণে সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমরা বারবার হোঁচট খেয়েছি। এ দেশের মানুষ বারবার রক্ত দিয়ে গণতন্ত্র অর্জন করেছে, বারবার বাঁধা এসেছে। আজকে সেই সুযোগটি এসেছে, সেই সুযোগটি আমরা কখনো অবহেলায় যেন না হারাই, এ কথা সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সিলেট আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় একটি জায়গা। আমি যখনই সুযোগ পাই, আমি সিলেটে আসি। আর সিলেটের মানুষ অত্যন্ত হৃদ্যপূর্ণ। চরম দুর্দিনের সময়েও আপনারা আমাদের পাশে ছিলেন, আমার পাশে ছিলেন সেজন্য আমি অত্যন্ত আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনাদের এই সিলেটে আমি বহুবার এসেছি। আমার বারবার করে মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা, যখন আমরা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে এখানে সমাবেশ করেছি।

মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, আমি ঠিক আগেই যেভাবে কথা বলতাম আপনাদের সঙ্গে একজন রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে, কর্মী হিসেবে, এখন তো সেভাবে কথা বলতে পারি না। কারণ আমি তো শপথ নিয়েছি যে আমি অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে আমি কাজ করব এবং কথা বলব। আমি বিশ্বাস করি যে, এই কাজটি কঠিন হলেও তা আমি করার চেষ্টা করব। কারণ বাংলাদেশের সকল মানুষকে নিয়েই তো আমাদের কাজ। দল, মত, নির্বিশেষে এবং বর্ণ, গোষ্ঠী সকলের উর্ধ্বে উঠে কাজ করতে আমি মূল কাজ মনে করি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আমরা এই সিলেটে এসেছি। এই সিলেট নিজেই অত্যন্ত গর্বিত একটি জায়গা। কারণ এখানে যাদের জন্ম হয়েছে, তারা বিভিন্ন সময়ে দেশের নেতৃত্ব দিয়েছেন, জাতির নেতৃত্ব দিয়েছেন, তারা অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। সিলেটের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। যে সংস্কৃতিটা সম্পূর্ণ আলাদা, একটা আইডেন্টিটি আছে তাদের। যে সংস্কৃতির মধ্যে আমরা দেখছি মনিপুরীসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ছাড়াও আপনাদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। সিলেটের চা বাগান শুধু আমাদের বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বেই খ্যাতি। সেজন্য সিলেটের অনেক বেশি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। গতকালই পাকিস্তানের হাই কমিশনারের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন যে, তিনি ৩-৪ দিন আগেই সিলেটে এসেছিলেন, চা এখান থেকে নিয়ে যাবেন, অর্থাৎ তারা আমদানি করবেন আমাদের এখান থেকে চা অত্যন্ত ভালোবাসেন। তো এটার কো-অর্ডিনেট করা দরকার। আমাদের মন্ত্রী মহোদয় আছেন, যিনি দায়িত্বে আছেন। তারা ব্যবস্থা নিবেন।

তিনি বলেন, আর একটি বিষয় যদি না বলি একেবারেই অন্যায় করা হবে, সিলেটের প্রবাসী সমাজ। এই প্রবাসী সমাজ শুধু যে সিলেটের অর্থনীতি নয়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। আমরা সিলেটকে সবসময় মূল্যায়ন করব এইজন্য যে, সিলেটের মানুষ তারা ঐতিহ্যগতভাবে শান্তিকামী, অন্যদিকে তারা একইসঙ্গে যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সব সময়। অতীতে আমরা তা দেখেছি, গণতন্ত্রের জন্য তারা অনেক অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আজকে একটি কথা আপনাদেরকে বলতে চাই, একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন, আমাদের নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে না পারলে, আমরা যে নিজেরা নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে না পারি, কেউ এসে কিন্তু আমাদের তা করে দিয়ে যাবে না। আমরা সেজন্যই আজকে বারবার করে বলছি যে, আসুন এখন অন্তত আমাদের কমন যে জিনিসগুলো আছে, সেই জিনিসগুলোর সামনে আমরা একমত হই, একমত হয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই। এখানে বিরোধী দল থাকবে, সরকারি দল থাকবে, সবকিছু নিয়েই এগিয়ে যাব। আমাদের বিভিন্ন বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান আমরা এখানে অনেকগুলো জাতি একসঙ্গে বসবাস করি। এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে সৌন্দর্য হচ্ছে, যে বাংলাদেশে আমরা বিভাজন না নিয়ে আর কোথাও আমরা যাব না। বাংলাদেশ আমাদের এক, এখানে সবাই সব সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। কারণ আমরা এখানে সেভাবেই বড় হয়েছি, আমরা এখানে গড়ে উঠেছি।

সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন ফার্স্ট লেডি রাহাত আরা বেগম, বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, প্রবাসী কল্যাণ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী, জাতীয় সংসদের হুইপ মো. জি কে গউছ, সাবেক রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী, স্থানীয় সংসদ সদস্যগণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

এর আগে মঙ্গলবার সকালে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ঢাকা থেকে রওনা হয়ে বেলা সাড়ে এগারোটায় সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সেখান থেকে সার্কিট হাউজে গেলে তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। পরে তিনি সেখান থেকে হজরত শাহজালাল (র.) ও হজরত শাহ পরান (র.) এর মাজার জিয়ারত করেন।

সিলেটে আ.লীগ-ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতার মামলা

সিলেট অফিস :
সিলেটের বিশ্বনাথে পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল মজিদ বকুলকে তার নিজ বসতঘরে ঢুকে মারধর এবং ঘরের মালামাল লুট ও ভাংচুরের অভিযোগে আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ'সহ অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের ৭০ নেতাকর্মীকে অভিযুক্ত করে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল মজিদ বকুল বাদী হয়ে বিশ্বনাথ থানায় মামলাটি দায়ের করেন।

ঘটনার ৫ দিন পর নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের বিশ্বনাথ উপজেলা শাখার সিনিয়র সহ সভাপতি শামীম আহমদ ওরফে চাক্কু শামীমকে প্রধান অভিযুক্ত করে থানায় দায়ের করার মামলায় ২০ জনকে এজাহারনামীয় অভিযুক্ত ও আরোও ৪০-৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা অভিযুক্ত করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় মঙ্গলবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন গ্রেপ্তার নেই বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ছাত্রদল নেতার দায়ের করা মামলার অন্যান্য অভিযুক্তরা হলেন- উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বদরুল আলম, উপজেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব ওরফে হাবিব মিয়া, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ বিশ্বনাথ উপজেলা শাখার সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রুকন, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন মামুন, সহ সভাপতি কয়েছ আহমদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমরান আহমদ, রেজাউল ইসলাম রেজা, সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ সালমান আহমেদ, প্রচার সম্পাদক পারভেজ আহমদ, যুবলীগ নেতা রাজন আহমদ অপু, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ বিশ্বনাথ উপজেলার খাজাঞ্চী ইউনিয়ন শাখার সভাপতি এনামুল হক বিজয়, কার্যক্রম নিষিদ্ধ বিশ্বনাথ উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য আশিক আলী, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা রফিক আলী, এবং ওয়াজিবুল মিয়া, হেলাল, আইদিদ আহমেদ, আবু আহমেদ তালহা, নাইম আহমদ, আব্দুল হক কুতুব।

থানায় ছাত্রদল নেতা বকুলের দায়ের করা লিখিত এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত ৯ সেপ্টেম্বর (বুধবার) সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাদী পৌর শহরের টিএনটি রোডস্থ নিজ বাসায় অবস্থানকালে মামলার প্রধান অভিযুক্ত নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা শামীম আহমদ ওরফে চাক্কু শামীমের নেতৃত্বে সমূহ অভিযুক্তরা রামদা, দা, চাইনিজ কুড়াল, লোহাড় রড়, জিআই পাইপ, লাঠি-সোঠা'সহ দেশীং অস্ত্রে-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাদীর বসতঘরে অনাধিকার প্রবেশ করে তার (বাদী)'র উপর হামলা করেন। হামলায় তিনি গুরুত্বর আহত হন। হামলার সময় অভিযুক্তরা বাদীর বসতঘরে থাকা আলমিরা ভেঙে প্রায় ১০ লাখ টাকা মূল্যের প্রায় ৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ ৫০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায় এবং প্রায় ২ লাখ টাকা মূল্যের আসবাবপত্র ভাংচুর করেছে বলে মামলার বাদী পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল মজিদ বকুল তার লিখিত অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন।

মামলা দায়েরের সত্যতা স্বীকার করে বিশ্বনাথ থানার অফিসার ইন-চার্জ (ওসি) গাজী মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, তদন্ত সাপেক্ষে আসামীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেলেন চুনারুঘাটের তরুণী

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের কৃতী শিক্ষার্থী দীপ্তিতা দাশ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে পড়ার সুযোগ অর্জন করেছেন। তার এ অসাধারণ সাফল্যে গর্বিত পরিবার ও এলাকাবাসী।

যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ বিশ্বের অন্যতম সেরা আইন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, সাবেক ফার্স্ট লেডি ও আইনজীবী মিশেল ওবামা, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রাদারফোর্ড বি. হেইসসহ অনেকে।

গোলাপগঞ্জে নিখোঁজের পর ক্ষেতের জমি থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

সিলেট অফিস :
সিলেটের গোলাপগঞ্জে নিখোঁজের একদিন পর বাড়ির পাশের ক্ষেতের জমি থেকে আসিদ আলী (৭৫) নামে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার বাগিরঘাট গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত আসিদ আলী বাগিরঘাট গ্রামের আব্দুল হকের ছেলে। তিনি ৩ ছেলে ও ৩ মেয়ের জনক ছিলেন।

পারিবারিক সূত্র জানায়, সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার বুধবারীবাজারে যাওয়ার পর থেকে আসিদ আলী নিখোঁজ হন। পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান না পেয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার চালান। মঙ্গলবার বিকেলে বাড়ির পাশের ক্ষেতের জমিতে ঘাস দিয়ে ঢাকা অবস্থায় মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে গোলাপগঞ্জ মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বৃদ্ধকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে ক্ষেতের জমিতে ফেলে রাখা হয়েছে। মরদেহের অবস্থা দেখে এটি হত্যাকাণ্ড বলেই ধারণা করছেন তারা। এ ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দ্রুত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গোলাপগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ছবেদ আলী বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল রিপোর্ট তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। সেই অনুযায়ী পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

তিনি আরও জানান, এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি, তবে ঘটনার রহস্য উন্মোচনে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

সুনামগঞ্জে কৃষকের কান্না দেখার কেউ নেই!

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা :
বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্যের মূল্য যেখানে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা অন্যতম পণ্য ধানের মূল্য প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের হানি, অন্যদিকে কৃষকরা তাদের শ্রম ঘাম বিকিয়ে ধানের উৎপাদন খরচ পাওয়াতো দূরের কথা, ফসল ঘরে তুলতে গিয়ে লোকসানের বোঝা দিন দিন ভারী হচ্ছে।

হাওরাঞ্চলে প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ একমাত্র বোরো ফসল আবাদ করে ধান উৎপাদনের মাধ্যমে নিজেদের চাহিদা পূরণ করে উদ্বৃত অর্থ সঞ্চয় করেন। কিন্তু এইবার সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলায় দ্রব্যমূল্যের ন্যায় ধানের মূল্য পর্যাপ্ত না থাকায় চরম সংকটে পড়েছেন প্রান্তিক কৃষকরা।

জানা যায়, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বোরো ধান সংগ্রহের মূল্য প্রতি মণ ১,৪৪০ টাকা হলেও, শাল্লার খোলা বাজারে তা বিক্রি হচ্ছে মাত্র ৭০০ থেকে ৮০০ টাকায়। আবার কালচে ধানের মূল্য ৫০০ টাকার বেশি দিতে রাজি নয় খরিদদাররা। এদিকে কৃষকের নিজস্ব প্রতি কেয়ার জমিতে ধান রোপন থেকে কাটা পর্যন্ত প্রায় ৮ থেকে ৯ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। আবার ইজারা নিয়ে জমি চাষ করে ধান উৎপাদনে ১৪ থেকে ১৫ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। এই জমি থেকে ধান পাওয়া যায় ১৫-২০ মণ। এই হিসেবে উৎপাদিত ধানের মূল্য কম হওয়ায় কৃষকদের উৎপাদন খরচ তুলতেও হিমশিম খাচ্ছে। ফলস্বরূপ জমি আবাদের প্রতি অনীহা জন্ম নিচ্ছে কৃষকদের।

ধানের চেয়ে চালের মূল্য চড়া

বাজারে ধানের মূল্য কম হলেও কিন্তু চালের মূল্য চড়া। প্রতি মন চাল কিনতে হয় ২৮০০-৩০০০ টাকায়। শুধু তাই নয়, একজন শ্রমিককে প্রতিদিন কাজের পারিশ্রমিক দিতে হচ্ছে দেড় মন ধানের দামে। যা বর্তমান সময়ে আকাশচুম্বী।

কৃষকের বক্তব্য

প্রবীণ কৃষক নিকুঞ্জ সরকার বলেন, একদিকে ফসলের ক্ষতি অন্যদিকে ধানের দাম কমে সাধারণ মানুষের চোখ প্রায় অন্ধকার। সরকার মোটামুটি ধানের দাম ভালই দিছিল এই হিসাবে গোদামে ধান দেওয়ার লাগি কৃষি কার্ড জমা দিছলাম। কিন্তু ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ধান দেওয়ার কথা থাকলেও আগস্টের পয়লা সপ্তাহে সিরিয়াল জানতে গিয়া শুনি গোদামে ধান আর নিত না। কাল ধান এমনি সমস্যা ফ্রেশ ধান নিয়াও বিপদে আছি। এখন পাইকারে ভালা ধান কয় ৮০০ টেকা আর কালা ধান ৫০০ টেকা। বাজারে সব জিনিসের দাম বাড়তি, ধানের দাম এমন থাকলে মানুষ কেমনে বাঁচবে?

কৃষক সুমন জানান, গতবারের ৫০০ মন ধানই এখনও ঘরে আছে। এবারের কথা আপনে বুঝইন না? পাইন্নে জমিনের ক্ষতি বতিতো অইছেই! এরপরেও আশা করছিলাম সরকার ধানের দাম বাড়াইবো কিন্তু গতবাবের তুলনায় এবার আরও কম। ১২ জন মানুষের পরিবারে চাকরি বাকরি নাই, ক্ষেতের (জমি) উপর নির্ভরশীল। আমরাতো ধান ছাড়া অন্যকোনো আয়ের পথ নাই। সরকারের উচিত অন্যান্য জিনিসের তুলনায় ধানের দাম বাড়াইত। না অয় জিনিসের দাম কামাইত এছাড়া মানুষের কোনো উপায় থাকত না। আমরার কান্দা (কান্না) কেডায় (কে) হুনব (শুনব) কেডায় দেখব।

এখানেই শেষ নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে হাওরের ফসল হানি হয় এটা যেমন সত্যি, আবার হাওরে অপরিকল্পিত সিস্টেমে কাজ করার কারণে কৃত্রিম দুর্যোগে ক্ষতি হচ্ছে কৃষকরা। গত মৌসুমে অতিবৃষ্টির কারনে জলাবদ্ধতায় বহু জমি তলিয়ে গিয়ে ধান ও খড় (গোখাদ্য) পঁচে নষ্ট হয়েছিল। এতে ধানের সাথে গোখাদ্যের তীব্র সংকট দেখা দেয়। ফলে অনেক কৃষক তাদের গরু বাছুর কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। পূর্বের ঋণ পরিশোধ করাতো দূরের কথা আগামী মৌসুমে বোরো ফসল ফলাতে নতুন করে ধার দেনা বা ঋণ করা ব্যতীত কোনো বিকল্প উপায় নেই।

উত্তোরনের উপায়

হাওরাঞ্চল বিশেষ করে শাল্লার মতো এলাকায় কৃষকদের বাঁচানোর একমাত্র উপায় তাদের উৎপাদিত ধানের পর্যাপ্ত মূল্য দিতে হবে, নতুবা সরকারি গোদামে প্রত্যেক কৃষকের ধান সংগ্রহ করতে হবে। পাশাপাশি জমির ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত সব পণ্যের দাম অবশ্যই হ্রাস করতে হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সঠিক পরিকল্পনা করে হাওরের ফসলকে রক্ষায় কাজ করতে হবে। অন্যতায় কৃষি ফসল উৎপাদনে কৃষকদের মাঝে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। এতে করে দারিদ্র্যতা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে জানান প্রান্তিক কৃষক ও হাওর বাঁচাও আন্দোলনের শাল্লা শাখার সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত সেন।

এদিকে শাল্লা উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব হাবিবুর রহমান বলেন, গত বৈশাখে দুর্যোগে ফসলের যে ক্ষতি হয়েছে এই সংকট এখনো কাটে নি। অন্যদিকে খোলা বাজারে ধানের দাম মন প্রতি ৫০০ টাকা, এতো অল্প ধানের মূল্য থাকায় কৃষক এখন দিশেহারা। সরকারের কাছে অনুরোধ কৃষকদের বাঁচাতে অতি দ্রুত সব দিক বিবেচনায় নিয়ে ধানের মূল্য বৃদ্ধি করা।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পিয়াস চন্দ্র দাস বলেন, সরকার কর্তৃক ধানের মূল্য নির্ধারণ করে গোদামে ধান সংগ্রহ করা হয়েছিল। তবে গোদামের চেয়ে খোলা বাজারে ধানের মূল্য কিছুটা কম। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকদের ফসলের ক্ষতি হওয়ায় সরকারের পক্ষ থেকে সহায়তাও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কৃষকদের সুবিধার্থে কৃষি কার্ডের কাজ চলমান রয়েছে।

ডেনমার্কে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপিত

শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর রাসুলের আদর্শ দেশে দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে- আলহাজ হাফিজ সাব্বির আহমদ

কোপেনহেগেন প্রতিনিধিঃ আলোচনা সভা, ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিবেশনাও পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে ডেনমার্কে মহাসমারোহে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপিত হয়েছে। আহলে সুন্নাহ যুব সাংস্কৃতিক ফোরাম, ডেনমার্ক আয়োজিত বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানে দেশটিতে বসবাসরত মুসলিম পরিবারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন বার্মিংহাম সিরাজাম মুনিরা জামে মসজিদ অ্যান্ড অ্যাডুকেশন সেন্টার, ইউকের পরিচালক ও বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ আলহাজ হাফিজ সাব্বির আহমদ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আল্লাহর রাসুল হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা.) কে আল্লাহ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হিসাবে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। রাসুলের আজিম শান ও মান পবিত্র কোরআনে বারবার উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে রাসুলের ইত্তেবা করা, রাসুলের সামনে আওয়াজ নিচু করে কথা বলা ও তাঁর উপর দুরুদ ও সালাম পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আলহাজ হাফিজ সাব্বির আহমদ আরো বলেন, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা, মানবকল্যাণ ও আখেরাতের মুক্তি নিশ্চিত করতে হলে আল্লাহর রাসুলের জীবন অনুসরণ ও তাঁর মহান আদর্শ পৃথিবীর সকল প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে হবে।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর ডেনমার্কে আয়োজিত পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আহলে সুন্নাহ যুব সাংস্কৃতিক ফোরাম, ডেনমার্কের সভাপতি মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম। উদ্বোধন করেন কোপেনহেগেন বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদের খতিব শায়েখ ওয়াজি উল্লাহ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দোহা ইয়াকিন।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন প্রফেসর হাফেজ মোহাম্মদ সাইদ আহমেদ চিশতী, ইমাম ও খতিব, আলবার্টস্লুন্ড ভেস্ট মসজিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মাহবুব হক, সাব্বির আহমেদ, বেলায়েত বাবুল, আরিফ খালেক, ওমর ফারুক, জাহিদুল ইসলাম কামরুলসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর জীবনাদর্শ, মানবতার প্রতি তাঁর শিক্ষা এবং ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন।

পরে শিশুদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগীত পরিবেশনকারী আল-কুদস গ্রুপ মনোমুগ্ধকর ইসলামী নাশিদ পরিবেশন করে।

অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন উপদেষ্টা আহসানুজ্জামান নয়ন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য রফিক মোল্লা, ফারদিন সরকার, নুরুল আমিন, রাশেদ আলম, মোহাম্মদ আলকামা, তৌহিদুর রশিদ রিয়াদ, কুতুব উদ্দিন, হাসান পিনুসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

দীর্ঘ এক যুগ পর দেশে ফিরে বিমানবন্দরে সংবর্ধিত সাবেক যুবদল নেতা আশিক

কেন্দ্রিয় যুবদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি, ছাতকের কালারুকা ইউনিয়নের গড়গাঁও গ্রামের আশিকুর রহমান আশিক দীর্ঘ এক যুগ পর দেশে ফিরেছেন। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে দেখা যায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা।

রোববার সকালে যুক্তরাজ্য থেকে ফ্লাইটে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তিনি পৌঁছেন। এ সময় বিমানবন্দরের ভিআইপি গেটে তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ছাতক-দোয়ারাবাজার আসনের সংসদ সদস্য ও সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কলিম উদ্দিন আহমেদ মিলন, সুনামগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য কামরুজ্জামান কামরুল, সিলেট মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি বদরুজ্জামান সেলিম, সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সদস্য ফারুক আহমদ ও নজরুল ইসলাম, ছাতক উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ফরিদ আহমদ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ফজলুল করিম বকুল, গোবিন্দগঞ্জ আবদুল হক স্মৃতি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শাহ শফিউল আলম মতি, অ্যাডভোকেট আবদুল জলিল, বিএনপি নেতা ছাদিকুর রহমান, ছাতক পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক জয়নাল আবেদীন মুহি, যুগ্ম আহ্বায়ক শামছুর রহমান বাবুল ও সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম।

এ ছাড়া উপজেলা কৃষকদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইব্রাহিম আলী রাসেল, সুনামগঞ্জ জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক জহির আহমদ, যুবদল নেতা মাসুক আহমদ, সিলেট সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক নুরেছ আলী, ইতালি উত্তর মহানগরী স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক সৈয়দ শাহরিয়া হাসান মাহি, সিলেট মহানগর যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জাহেদ আহমদ রিমন, নজির আহমদ, কামাল উদ্দিন, আবদুল মুমিন, রেদ্বওয়ান আহমদ সুমন, সুয়েব আহমদ, ব্যবসায়ী আশরাফুর রহমান চৌধুরীসহ সুনামগঞ্জ জেলা, ছাতক উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

পরে বিশাল গাড়িবহর নিয়ে আশিকুর রহমান আশিক তাঁর নিজ এলাকা ছাতকের কালারুকা ইউনিয়নের গড়গাঁও গ্রামের বাড়িতে পৌঁছান। সেখানে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে কর্মী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ওই কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন আশিকুর রহমান আশিক। এ সময় দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং দীর্ঘ এক যুগ পর দেশে ফেরায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। কর্মী সমাবেশ শেষে দুপুরে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়।

দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরে দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা তাঁকে সংবর্ধনা ও ভালোবাসা জানানোর জন্য উপস্থিত সকল নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শিক্ষার পথে সহায়তা: ২৫০ হাজার পাউন্ড অনুদান প্রদান

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ও ক্যানারি ওয়ার্ফ গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণে এগিয়ে যাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা টাওয়ার হ্যামলেটস অ্যান্ড ক্যানারি ওয়ার্ফ ফারদার এডুকেশন ট্রাস্টের (টিএইচসিডব্লিউএফইটি) মাধ্যমে বাসিন্দাদের উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের খরচ মেটাতে সহায়তা করতে ২৫০ হাজার পাউন্ড অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

মোট ৭৫ জন বাসিন্দাকে বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করার জন্য এই অনুদান দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া ও উচ্চশিক্ষা কোর্স, স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন এবং পেশাগত ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।

এই অনুদানগুলো টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এবং ক্যানরি ওয়ার্ফ গ্রুপ (সিডব্লিউ)-এর মধ্যে দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়, যা ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এপর্যন্ত ৪,৫০০-এরও বেশি স্থানীয় বাসিন্দাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পেতে সহায়তা করেছে।

গত সপ্তাহে টাউন হলে আয়োজিত বিশেষ উদযাপন অনুষ্ঠানে সফল আবেদনকারীদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রাপকরা, তাদের অতিথিরা, টিএইচসিডব্লিউএফইটি-এর ট্রাস্টিরা এবং টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ও সিডব্লিউজি-এর প্রতিনিধিরা।

অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান এবং সিডব্লিউজি-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শোবি খান। অনুষ্ঠানে ডেপুটি মেয়র ও ট্রাস্টের ট্রাস্টি কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার এবং ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নীল গ্রিফিথসও বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "জীবনের সুযোগ-সুবিধা উন্নত করার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় গুলোর একটি হলো শিক্ষা। এই অনুদান গুলো বাসিন্দাদের আর্থিক বাধা অতিক্রম করতে এবং এমন সুযোগ গ্রহণ করতে সহায়তা করছে যা তাদের ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারে।"

তিনি বলেন, "আমি এ বছরের প্রাপকদের অভিনন্দন জানাতে পেরে আনন্দিত এবং টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের আকাঙ্ক্ষাকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে অবিচল প্রতিশ্রুতির জন্য আমাদের অংশীদার সিডব্লিউজি-কে ধন্যবাদ জানাতে চাই।"

টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেপুটি মেয়র এবং টিএইচসিডব্লিউএফইটি-এর ট্রাস্টি, কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার বলেন, "আমরা জানি যে আর্থিক চাপ প্রতিভাবান মানুষদের শিক্ষা চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে। এই অনুদানগুলো এমন বাস্তব সহায়তা প্রদান করে যা বাসিন্দাদের দক্ষতা বিকাশ করতে, তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে এবং সম্ভাবনা পূরণ করতে সক্ষম করে। এ বছরের সকল সফল আবেদনকারীদের অভিনন্দন। আমি তাদের পড়াশোনায় সব ধরনের সাফল্য কামনা করি।"

ক্যানরি ওয়ার্ফ গ্রুপ-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, শোবি খান বলেন, "শিক্ষা জীবন বদলে দেয়, এবং লন্ডন বরো অফ টাওয়ার হ্যামলেটসের সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্ব সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহযোগিতার শক্তি প্রদর্শন করে। টিএইচসিডব্লিউএফইটি অনুদানের মাধ্যমে, আমরা আজ ৭৫ জন শিক্ষার্থীকে এবং কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর থেকে ৪ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি জনকে সহায়তা করছি, যা স্থানীয় বাসিন্দাদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করছে।"

তিনি বলেন, "শিক্ষা ও দক্ষতায় বিনিয়োগ করার মাধ্যমে, আমরা কর্মক্ষেত্রে টেকসই পথ তৈরি করতে সহায়তা করছি এবং ক্যানারি ওয়ার্ফের বাইরেও বিস্তৃত একটি ইতিবাচক প্রভাব সমর্থন করছি।"

এই অনুদানগুলো শিশু ও তরুণদের জন্য কাউন্সিলের বৃহত্তর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির পরিপূরক, যা তাদের জীবনে সর্বোত্তম সম্ভাব্য সুযোগ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

গত বছর, কাউন্সিল প্রাইমারী ও সেকেন্ডারি স্কুলে ভর্তি হওয়া শিশুদের পরিবারের জন্য সর্বজনীন স্কুল ইউনিফর্ম অনুদান চালু করেছিল, এবং এ বছর এই কর্মসূচিটি সম্প্রসারিত করে ইয়ার ৩ এবং ইয়ার ১০-এ যাওয়া শিশুদেরও এর আওতায় আনা হয়েছে।

থামছে না সাইবার অপরাধ আট বছরে চারবার আইন সংশোধন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা ।। ব্যক্তির চরিত্র হনন, গালাগাল করা, ছবি বা বক্তব্য বিকৃত করাসহ নানা ধরনের অপরাধের ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটছে সাইবার স্পেসে। এ ছাড়া বিনা অনুমতিতে কারো ইলেকট্রনিক ডিভাইসে (কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট, পিসি ইত্যাদি) ঢুকে পড়া, সত্যকে বিকৃত করে মিথ্যা বানিয়ে প্রচার করার মতোও ঘটনা ঘটছে অহরহ।

এসব অপরাধ রুখতে হিমশিম খাচ্ছে সরকার। এই পরিস্থিতিতে এসব অপরাধ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬' করতে যাচ্ছে। এরই মধ্যে আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। খসড়া আইনে সাইবার স্পেস ব্যবহার করে কেউ গুজব ছড়ালে ১০ বছরের কারাদণ্ড ও ৪০ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হচ্ছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে জানান, সাইবার স্পেসে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তি, রাজনৈতিক দলের নেতাসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের বিরুদ্ধে গুজব ও অপতথ্য ছড়ানো হচ্ছে, যা সরকার ও দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে। এ বাস্তবতায় বিদ্যমান আইন সংশোধন করে নতুন কিছু ধারা যুক্ত করা হচ্ছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সাইবার নিরাপত্তা (সংশোধনী) আইন, ২০২৬-এর খসড়া পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণের জন্য গত ৮ জুলাই পাঁচ সদস্যের একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করে সরকার। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনামকে এই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়।

কমিটি খসড়া আইনটি পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ দেবে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী এবং আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী। কমিটি সাংবাদিকসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে বৈঠক করছে। গত ১৫ জুলাই ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সভাকক্ষে কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে তথ্য মন্ত্রণালয়ে বৈঠক করে কমিটি।

গত রবিবার আন্তর্জাতিক রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা আইনটির মূল লক্ষ্য হবে ডিজিটাল স্পেসে শালীনতা ফিরিয়ে আনা, নারী ও তরুণদের সাইবার বুলিং থেকে রক্ষা করা এবং একই সঙ্গে সাংবাদিকদের পেশাগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাইবার আইনের মতো এত অল্প সময়ে এত সংশোধনী অন্য কোনো আইনে আনা হয়নি। তাঁরা সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কঠোর শাস্তির বিধান রেখে জনবান্ধব আইন করার পরামর্শ দিচ্ছেন। এর আগে ২০১৮ সালে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' করা হয়। কিন্তু এই আইনের অপব্যবহার হওয়ায় সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অনেক মানুষকে কারাভোগসহ নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়। এতে জনমনে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ব্যাপক বিরোধিতার মুখে ২০১৮ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কার্যকর হয়। এরপর ভিন্নমত দমনে আইনটির অপব্যবহার শুরু হলে ব্যাপক সমালোচনার মুখে ২০২৩ সালে সংশোধন করে 'সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ ' করা হয়। ২০২৪ সালে গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে আবারও সেই আইন সংশোধন করে ২০২৫ সালের ২১ মে 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ' জারি করা হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ৩০ এপ্রিল অধ্যাদেশ রহিত করে 'সাইবার সুরক্ষা বিল-২০২৬' সংসদে পাস করা হয়। বিলটি পাস হওয়ার মাত্র তিন মাস পর আবারও সংশোধন করা হচ্ছে। এরই মধ্যে আইনটির নতুন খসড়া তৈরি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্পেশাল জজ আদালত ঢাকা-৩-এর পাবলিক প্রসিকিউটর মো. জামাল উদ্দিন খন্দকার বলেন, 'সাইবার আইনটি যতবার সংশোধন করা হয়েছে, অন্য কোনো আইন অল্প সময়ে এত সংশোধন হয়েছে কি না আমার জানা নেই। এখন সাইবার অপরাধ মারাত্মক আকার ধারণ করছে। এই অপরাধ রোধে কঠোর আইন হওয়া দরকার। ২০১৮ সালের আইনটির অপব্যবহার হয়েছে। নিরাপরাধ মানুষকে জেলে যেতে হয়েছে। এসব কারণে সমালোচনার মুখে আইনটি সংশোধন করা হয়।' তিনি আরো বলেন, 'আমি আশা করব, বর্তমান সরকার এই আইনের যে সংশোধন করতে যাচ্ছে, তা যেন জনবান্ধব হয়।'

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম সম্প্রতি বলেন, সাইবার সুরক্ষা আইনের মাধ্যমে বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। মেটা, টিকটক ও ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট নিয়ে এরই মধ্যে নানা অভিজ্ঞতা হয়েছে। এসব কনটেন্টের ক্ষতিকর দিক কিভাবে বন্ধ করা যায়, সেটিই মূল বিষয়। বিভিন্ন কনটেন্টকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের ঘটনা ঘটছে ও আলোচনা হচ্ছে। এসব কনটেন্টে অনেক পরিবারে অশান্তি তৈরি হচ্ছে এবং অনেক পরিবারে আত্মহত্যার প্রবণতার কথাও শোনা যাচ্ছে। সে কারণে বিষয়টি সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সংশোধিত আইনে নতুন একটি ধারা (২৬/ক) যুক্ত করে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি সাইবার পরিসরে গুজব ও অপতথ্য প্রকাশ বা প্রচার করলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে। কেউ এ ধরনের অপরাধ করলে তিনি অনধিক ১০ বছর কারাদণ্ড ভোগ করবেন বা অনধিক ৪০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। সংশোধিত আইনের খসড়ায় গুজবের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাতে উল্লেখ থাকছে, গুজব অর্থ এমন কোনো অসমর্থিত বা অযাচাইকৃত তথ্য, সংবাদ বা দাবি, যা জনমনে বিভ্রান্তি, আতঙ্ক, উত্তেজনা বা সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করে অথবা অস্থিরতা তৈরি করার ঝুঁকি থাকে। অপতথ্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, এমন কোনো মিথ্যা, বিকৃত বা বিভ্রান্তিকর তথ্য যা ব্যক্তি, জনসাধারণ, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রকে বিভ্রান্ত, প্রতারিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ বা প্রচার করা হয়। সংশোধিত আইনের ২৫ নম্বর ধারায় নতুন দুটি শব্দ যোগ করা হচ্ছে। মানহানি ও হেয়প্রতিপন্ন-সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড নিয়ে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি কারো মানহানি বা হেয়প্রতিপন্ন করতে কোনো তথ্য অডিও, ভিডিও চিত্র, অডিও-ভিজ্যুয়াল চিত্র, স্থিরচিত্র, গ্রাফিকস বা অন্য উপায়ে ধারণ বা সম্পাদিত, এআই দিয়ে নির্মিত কোনো তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করেন, তবে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে। এ অপরাধে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অনধিক ২০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এ ছাড়া কোনো নারী বা ১৮ বছরের কম বয়সীদের বিরুদ্ধে মানহানি বা হেয়প্রতিপন্ন করে কিছু প্রচার করলে অনধিক ১০ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৪০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

টিআইবির শঙ্কা : এদিকে খসড়া সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন ২০২৬-এ এমন কিছু বিধান রাখা হয়েছে, যা জনগণের মৌলিক মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতা ও স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করবে বলে মনে করছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের মতামত এবং আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে খসড়াটি ঢেলে সাজানোর দাবি জানিয়েছে সংস্থাটি।

গত ১১ সেপ্টেম্বর গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, খসড়ায় সাইবার অপরাধ, সাইবার সুরক্ষা ও মত প্রকাশের অধিকারসংক্রান্ত তিনটি ভিন্ন বিষয় এক আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা রয়েছে।

কুমিল্লায় 'সিরিয়াল কিলার'খ্যাত মানিক গ্রেপ্তার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা ।। কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ ও নাঙ্গলকোটে পৃথক তিনটি হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনের পাশাপাশি 'সিরিয়াল কিলার' হিসেবে পরিচিত আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে মানিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, অটোরিকশাচালকদের টার্গেট করে হত্যা ও অটোরিকশা ছিনতাই করতেন মানিক। গ্রেপ্তার আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে মানিক মনোহরগঞ্জ উপজেলার গনিপুর গ্রামের দুলাল হোসেনের ছেলে।

মঙ্গলবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় কুমিল্লা জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লুৎফুর রহমান।

পুলিশ জানায়, গত ১২ আগস্ট নাঙ্গলকোট থানার আটিয়াবাড়ি এলাকায় একটি অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে মরদেহের পরিচয় শনাক্ত করে জানা যায়, নিহত ব্যক্তি মো. মেহেদী (১৮)।

তিনি অটোরিকশাচালক ছিলেন। এ ঘটনায় নাঙ্গলকোট থানা পুলিশ ও জেলা গোয়েন্দা শাখা তদন্ত শুরু করে।

তদন্তে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে মানিক, শাহেদ, ফাহিম ও সেলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে তারা মেহেদীকে হত্যা ও তার অটোরিকশা ছিনতাইয়ের কথা স্বীকার করেন। এ ঘটনায় মানিক আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।

এরপর গত ২৪ আগস্ট নাঙ্গলকোটে অটোরিকশাচালক মো. আরমান হোসেন (১৫) নিখোঁজ হন। তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পরে একটি কাটা অবস্থায় অটোরিকশা উদ্ধার এবং মো. জোবায়ের হোসেন সুজন, নূর আলম ও মো.

গিয়াস উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের দাবি, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদে আরমানকে অপহরণ করে হত্যার তথ্য পাওয়া যায়।

পরে মানিককে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনিও আরমানকে হত্যার কথা স্বীকার করেন। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মনোহরগঞ্জ উপজেলার বিনয়ঘর এলাকার একটি পুকুর থেকে আরমানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, দুই হত্যাকাণ্ডের পেছনেই অটোরিকশা ছিনতাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

তদন্তে উঠে এসেছে, মানিক অটোরিকশাচালকদের টার্গেট করে হত্যা এবং অটোরিকশা ছিনতাই করতেন।

এ ছাড়া ২০২৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে শাহজাহান ওরফে সাইমন (১৭) নামের এক কিশোরকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগও রয়েছে মানিকের বিরুদ্ধে। ওই হত্যা মামলাটিও বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন।

দেশে মাদকে আশক্ত হচ্ছে পুলিশ সাত বছরে দেড় শতাধিক সদস্যের শরীরে মাদক শনাক্ত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা ।।

পুলিশের ডোপ টেস্টে এবারই প্রথম এসপি পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তার শরীরে মাদকের উপস্থিতি শনাক্ত হয়েছে। পুলিশ সুপার (টিআর) আ ফ ম নিজাম উদ্দিনের মূত্রের নমুনায় বিষয়টি শনাক্ত হওয়ার পর তাঁকে সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গত ১০ সেপ্টেম্বর জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখা থেকে এসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানায়, ২০২০ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেড় শতাধিক পুলিশ সদস্যের ডোপ টেস্টে মাদকের উপস্থিতি শনাক্ত হয়েছে। তবে এত দিন শনাক্ত হওয়া সদস্যরা কনস্টেবল থেকে পরিদর্শক পর্যায়ের। আ ফ ম নিজাম উদ্দিনই প্রথম এসপি পর্যায়ের কর্মকর্তা, যাঁর ডোপ টেস্টে মাদকের উপস্থিতি পাওয়া গেল।

মাঠ পর্যায়ের পুলিশ সদস্যরা বলছেন, ডোপ টেস্ট নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। তবে এত দিন সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) থেকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ পরীক্ষার আওতায় আসেননি। এতে বাহিনীর ভেতর থেকেই সবার জন্য সমান নিয়মের দাবি উঠেছিল। এখন সব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ডোপ টেস্টের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

তবে ২০২৪ সালের পর পুলিশের ডোপ টেস্ট নিয়ে তেমন তৎপরতা নেই বলেও সূত্রটি জানিয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডিএসসিএসসি-২০২৬ কোর্সে অংশ নিতে গত ৮ জানুয়ারি পুলিশ অধিদপ্তর থেকে মিরপুর সেনানিবাসে যান এসপি (টিআর) আ ফ ম নিজাম উদ্দিন। কোর্স চলাকালে গত ৭ জুন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) নেওয়া হয়।

সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার অংশ হিসেবে তাঁর ডোপ টেস্ট করা হয়। এতে তাঁর মূত্রের নমুনায় বেনজোডায়াজেপিন (বিজেডও) এবং অ্যামফিটামিন/মেথঅ্যামফিটামিন পজিটিভ পাওয়া যায়।

সরকারি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, পরীক্ষার ফলাফল সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের (ডিএসসিএসসি) চলমান কোর্সের শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

উল্লেখ্য, মাদক ইয়াবায় নেশার রাসায়নিক উপাদান অ্যামফিটামিন থাকে। আবার আরেক মাদক ক্রিস্টাল মেথে যে রাসায়নিক উপাদান থাকে সেটির নাম মেথঅ্যামফিটামিন। নিজাম উদ্দিনের ডোপ টেস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী তিনি ইয়াবা ও ক্রিস্টাল মেথ এই দুটি মাদকে আসক্ত।

প্রজ্ঞাপনে আরো বলা হয়, এ ঘটনা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে একই বিধিমালার ১২(১) অনুযায়ী আ ফ ম নিজাম উদ্দিনকে সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তবে এ আদেশের কার্যকারিতা ৩১ আগস্ট ২০২৬ থেকে ধরা হয়েছে। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা পাবেন। আদেশটি জনস্বার্থে জারি করা হয়েছে এবং অবিলম্বে কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে।

দেড় শতাধিক পুলিশ ডোপ টেস্টে শনাক্ত

ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) সূত্র জানায়, সদস্যদের মাদকমুক্ত রাখতে ২০২০ সালে ডোপ টেস্টের মাধ্যমে মাদক শনাক্তকরণ কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত ১২০ পুলিশ সদস্যের শরীরে মাদকের উপস্থিতি পাওয়া যায়। ২০২৪ সাল পর্যন্ত এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩৪ জনে। তাঁদের মধ্যে ৯৮ জনই কনস্টেবল। অন্যদের মধ্যে রয়েছেন এসএসআই, নায়েক, এসআই, ট্রাফিক সার্জেন্ট ও পরিদর্শক।

পুলিশ সদর দপ্তরের হিসাবে, ২০২০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ডোপ টেস্টে মাদক শনাক্ত হওয়া পুলিশ সদস্যের সংখ্যা দেড় শতাধিক। তবে এত দিন এ তালিকায় এএসপি বা তার ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তা ছিলেন না।

ঢাকার দুই সিটিতে জামায়াতের মেয়র প্রার্থীর নাম ঘোষণা

সিলেট অফিস : আসন্ন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনের মেয়র প্রার্থীর নাম অনানুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দলটির পক্ষ থেকে ঢাকার দুই সিটিতে মেয়র প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে জামায়াতের মেয়র প্রার্থী দলের ঢাকা মহানগর আমির মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন। আর ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে মেয়র প্রার্থী ডাকসু ভিপি মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়েম)।

মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য। তিনি গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-৬ আসনে (বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জ) জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলের প্রার্থী হিসেবে অংশ নিয়ে পরাজিত হন।

ইয়েমেনে এক লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত

পোস্ট ডেস্ক :
ইয়েমেনে নতুন করে শুরু হওয়া সংঘাতে এক লাখের বেশি মানুষ দেশের ভেতরেই বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এ ছাড়া আরো কয়েক হাজার মানুষ সমুদ্রপথে পালিয়ে জিবুতিতে আশ্রয় নিয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর।
মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ইউএনএইচসিআর জানায়, ইয়েমেনে মানবিক সহায়তা পৌঁছানো এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। নিরাপত্তাহীনতা, ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, টেলিযোগাযোগব্যবস্থায় বিঘ্ন এবং চলাচলে বিধিনিষেধের কারণে ত্রাণ ও মানবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
ইরান-সমর্থিত হুতিরা সৌদি আরবের বিভিন্ন শহর ও জ্বালানি অবকাঠামোয় হামলা জোরদার করার পাশাপাশি ইয়েমেনের লোহিত সাগর উপকূল ধরে বাব আল-মান্দেব প্রণালির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাহাজ চলাচলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মদিনায় বিশাল ইউরেনিয়াম ও বিরল খনিজের মজুদের সন্ধান পেল সৌদি আরব

পোস্ট ডেস্ক : সৌদি আরবের মদিনা এলাকায় বিপুল পরিমাণ বিরল খনিজ ও ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, সেখানে ১১০ মিলিয়ন টন (প্রায় ১১ কোটি টন) খনিজ আকরিক রয়েছে।
মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) সম্মেলনে এ তথ্য জানান সৌদি আরবের জ্বালানিমন্ত্রী প্রিন্স আবদুলআজিজ বিন সালমান।
তিনি বলেন, জাবাল সাইয়িদ এলাকায় গবেষণা চালিয়ে সেখানে প্রচুর বিরল খনিজ পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ইউরেনিয়ামের সন্ধানও মিলেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যে পরমাণু সহযোগিতার চুক্তি হওয়ার কয়েক মাস পর এই তথ্য সামনে এলো।
গত ২২ জুলাই দুই দেশ এই চুক্তি করে। চুক্তির ফলে সৌদি আরবের বেসামরিক পরমাণু কর্মসূচিতে যুক্তরাষ্ট্রের কম্পানিগুলো কাজ করার আরো সুযোগ পাবে। পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরমাণু সহযোগিতাও বাড়বে।
সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ২০২৫ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র সফর করার পর দেশটির গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও ইউরেনিয়াম নিয়ে কাজ আরো গতি পায় বলে জানিয়েছেন জ্বালানিমন্ত্রী প্রিন্স আবদুলআজিজ।
ওই সফরের সময় সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও সরবরাহব্যবস্থা নিয়ে সহযোগিতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এর অংশ হিসেবে সৌদি আরবের সরকারি খনি কম্পানি মাদেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কম্পানি এমপি ম্যাটারিয়ালস যৌথভাবে কাজ করার উদ্যোগ নেয়।
দুই দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, ধাতু ও ইউরেনিয়াম নিয়ে একটি সহযোগিতা কাঠামোও তৈরি হয়। এর আওতায় সৌদি আরবে একটি নতুন বিরল খনিজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। কারখানাটির ৪৯ শতাংশ অর্থায়ন করবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ।
বাকি ৫১ শতাংশ মালিকানা থাকবে মাদেনের হাতে। এমপি ম্যাটারিয়ালসও এই প্রকল্পের অংশীদার হবে। এমপি ম্যাটারিয়ালস বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র বিরল খনিজের খনি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা পরিচালনা করছে।
সৌদি আরবের মদিনা অঞ্চলে অবস্থিত জাবাল সাইয়িদ এলাকায় বিপুল পরিমাণ

বিরল খনিজের মজুদ রয়েছে। এলাকাটি জেদ্দার প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে। যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের (সিএসআইএস) এক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বিশ্বের বিরল খনিজের বড় মজুদের মধ্যে জাবাল সাইয়িদের অবস্থান চতুর্থ।
সৌদি সরকারের তথ্য অনুযায়ী, সেখানে প্রায় ৫ লাখ ৫২ হাজার টন ভারী বিরল খনিজ রয়েছে। এর মধ্যে ডিসপ্রোসিয়াম ও টার্বিয়ামের মতো খনিজ রয়েছে। এ ছাড়া প্রায় ৩ লাখ ৫৫ হাজার টন হালকা বিরল খনিজ রয়েছে, যার মধ্যে নিওডিমিয়াম ও প্রাসিওডিমিয়াম রয়েছে। এলাকাটিতে প্রায় ৩১ হাজার টন ইউরেনিয়াম থাকারও ধারণা করা হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব খনিজ ও ইউরেনিয়ামের মজুদ কাজে লাগাতে পারলে সৌদি আরব নিজস্ব পরমাণু জ্বালানি তৈরির সক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রেও এসব খনিজ রপ্তানির সুযোগ তৈরি হতে পারে।
সৌদি প্রেস এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের নভেম্বরে সৌদি আরবে আবিষ্কৃত বিরল খনিজের মোট মূল্য প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ২০১৮ সালের তুলনায় এই মূল্য ৯০ শতাংশ বেড়েছে। সৌদি ভূতাত্ত্বিক জরিপের গবেষণায় আরও দুটি বড় খনিজ অনুসন্ধান এলাকার সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব এলাকায় মোট প্রায় ৬৪ কোটি ৪০ লাখ টন খনিজ সম্পদ থাকার ধারণা করা হচ্ছে।

মক্কাসহ সৌদির ৩ শহরে জরুরি সতর্কতা

পোস্ট ডেস্ক :
সৌদি আরব মঙ্গলবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দেশটির পশ্চিমাঞ্চলের জেদ্দা, মক্কা ও তাইফে 'সম্ভাব্য বিপদ' সম্পর্কে জরুরি সতর্কতা জারি করেছে। বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে এবং সরকারি নিরাপত্তা নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। সৌদি সিভিল ডিফেন্স জানিয়েছে, ন্যাশনাল আর্লি ওয়ার্নিং প্ল্যাটফর্ম ফর ইমার্জেন্সিজের মাধ্যমে এসব সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
তবে কী ধরনের সম্ভাব্য বিপদ তৈরি হয়েছে, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করে কিছু জানায়নি।
বাসিন্দাদের শান্ত থাকার এবং দ্রুত নিকটবর্তী নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। সম্ভব হলে কোনো ভবনের ভেতরে অথবা জানালা থেকে দূরে অভ্যন্তরীণ কোনো কক্ষে অবস্থান করতে বলা হয়েছে। বিপদ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
দেশটির সিভিল ডিফেন্স খোলা জায়গা, জানালা, বারান্দা ও ছাদ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে। বাইরে থাকা ব্যক্তিদের নিকটবর্তী কোনো ভবনে প্রবেশ করতে অথবা শক্ত কোনো স্থাপনার আড়ালে আশ্রয় নিতে বলা হয়েছে।
জরুরি সতর্কতা পাওয়া গাড়িচালকদের সেতু ও বহুতল ভবন থেকে দূরে গাড়ি থামানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে জনসাধারণকে জমায়েত এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এড়িয়ে চলতে এবং সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে দেয়া নির্দেশনা অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।
এদিকে, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইরান সমর্থিত ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুতিদের অগ্রযাত্রা সৌদির তেল রপ্তানির ওপর আরও চাপ তৈরি করেছে। এর মধ্যে লোহিত সাগরের প্রবেশমুখে অবস্থিত পেরিম দ্বীপ দখলের ঘটনাও রয়েছে।

হাসিনার সঙ্গে পুতিনের ফোনালাপ নিয়ে কূটনৈতিক মহলে আলোচনা

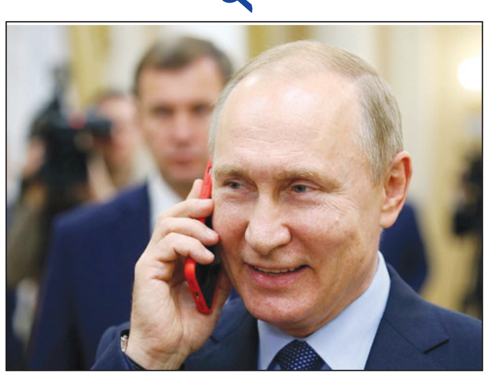

পোস্ট ডেস্ক :
নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনের আবহে ভারতের আশ্রয়ে থাকা বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রনেতার ফোনে কথা হয়েছে বলে বিভিন্ন মহলে দাবি করা হয়েছে। দিল্লির একটি সাংবাদিক সূত্র এই দাবির সত্যতা নিশ্চিত না করলেও জানিয়েছে, বিষয়টি অসম্ভব নয়। কেননা, এই সব রাষ্ট্র নেতাদের অধিকাংশের সঙ্গে হাসিনা তার শাসনামলে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও ছিল তার। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলার সঙ্গেও শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠতার কথা সর্বজনবিদিত।
তবে বিশেষ করে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে শেখ হাসিনার ফোনালাপ নিয়ে সমাজমাধ্যম এবং কূটনৈতিক মহলে প্রবল আলোচনা চলছে। নয়াদিল্লিতে থাকার সময় পুতিন নাকি শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। অনলাইনে প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে, ব্রিকস সম্মেলনের সময় প্রায় ২০ মিনিট হাসিনার সঙ্গে কথা বলেছেন পুতিন। সেই সময় সেখানে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালও উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। তবে এই ফোনালাপের খবর এখনও সরকারিভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। ভারত সরকার, রাশিয়া বা শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে কোনও বিবৃতিও দেয়া হয়নি। কথোপকথনের কোনও বিবরণও প্রকাশ্যে আসেনি।
হাসিনার শাসনামল থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিশেষ করে রাশিয়ার সহায়তায় তৈরি হওয়া বাংলাদেশের প্রথম পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র রূপপুর প্রকল্প দুই দেশের সম্পর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলারের এই প্রকল্পে রাশিয়ার পরমাণু শক্তি সংস্থা রোসাটমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রূপপুর প্রকল্প শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, দক্ষিণ এশিয়ায় রাশিয়ার দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উপস্থিতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে পুতিন-হাসিনা ফোনালাপের খবর সত্যি হলে রাশিয়ার বাংলাদেশ নীতি এবং হাসিনার রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে নতুন করে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে।
ভারতের আরএসএস সমর্থিত সংবাদপত্র অর্গানাইজারে বলা হয়েছে, পুতিন ও হাসিনার মধ্যে যে ফোনালাপের খবর পাওয়া গেছে, তা রাশিয়ার স্বার্থের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মেলবন্ধন তৈরি করে-যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশে তাদের বিশাল বিনিয়োগ সুরক্ষা এবং দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার মতো বিষয়টি।
অর্গানাইজারে আরও লেখা হয়েছে, নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে অংশগ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার ঠিক পরপরই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক 'নতুন করে সাজানোর' বিষয়ে বাংলাদেশের আকস্মিক পদক্ষেপটি পরিবর্তনশীল কূটনৈতিক সমীকরণের দিকে নতুন করে দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া এবং কূটনৈতিক মহলে ছড়িয়ে পড়া এমন খবরের মধ্যেই এই ঘটনাটি সামনে এলো যে, নয়াদিল্লিতে অবস্থানকালে ভ্লাদিমির পুতিন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলেছেন।

আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে ১৬৯ ইহুদির 'তাণ্ডব'

পোস্ট ডেস্ক :
আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে ১৬৯ জন ইসরাইলি বসতিস্থাপনকারী হানা দিয়েছেন বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফা। জেরুজালেম গভর্নরেটের বরাত দিয়ে সংস্থাটি জানিয়েছে, ইসরাইলি বাহিনীর কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে বসতিস্থাপনকারীরা মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন।
ওয়াফার প্রতিবেদনে বলা হয়, বাব আল-মাগারিবা গেট দিয়ে প্রবেশের পর বসতিস্থাপনকারীরা মসজিদের আঙিনায় তালমুদিক প্রার্থনার বিভিন্ন আচার পালন করেছেন।
আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে অমুসলিমদের প্রবেশের অনুমতি রয়েছে। তবে ১৯৬৭ সালে এই পবিত্র স্থানের জন্য প্রতিষ্ঠিত 'স্ট্যাটাস কো' বা প্রচলিত ব্যবস্থার অধীনে সেখানে অমুসলিমদের প্রার্থনা করার অনুমতি নেই।

ওয়াফা জানিয়েছে, উগ্রপন্থী বসতিস্থাপনকারী গোষ্ঠীগুলো ইহুদি নববর্ষ উদযাপনের অজুহাতে আল-আকসা মসজিদে ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়ার জন্য তাদের সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইহুদি ধর্মীয় উৎসবগুলোকে কেন্দ্র করে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ অধিকৃত পশ্চিম তীর, জেরুজালেমসহ বিভিন্ন এলাকায় সড়ক বন্ধ করে দেয় এবং ফিলিস্তিনিদের চলাচলের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

ভাঙ্গনের পথে ৩১৯ বছরের ব্রিটিশ

সম্পর্ক পুনর্বাসনের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করাই এখন তাদের মূল লক্ষ্য। তিন নেতাই একবাক্যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, ওয়েস্টমিনস্টারের কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিন এখন শেষের পথে।

এই যৌথ ঘোষণার ঠিক আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক 'ঐক্যবদ্ধ আয়ারল্যান্ড' গঠনের পক্ষে দেওয়া বক্তব্য নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। আয়ারল্যান্ড সফরকালে ট্রাম্প মন্তব্য করেন যে, উত্তর আয়ারল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের একত্রিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক এক প্রক্রিয়া এবং এই ঐতিহাসিক বিভাজনের অবসান হওয়া উচিত। উত্তর আয়ারল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার মিশেল ও'নিল একে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আইরিশ একত্রীকরণ প্রক্রিয়া এখন বাস্তবায়নের একদম দোড়গোড়ায়।

স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার জন সুইনি সামাজিক মাধ্যমে জানান, গুরুত্বপূর্ণ এই সাংবিধানিক পরিবর্তনের মুহূর্তে তিন দেশের যৌথ অংশীদারিত্ব ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও গভীর হবে। ফলে জ্বালানি, অর্থনীতি এবং ইউরোপের সঙ্গে কূটনৈতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এক নতুন আঞ্চলিক ঐক্য গড়ে উঠতে যাচ্ছে, যা যুক্তরাজ্যের অখণ্ডতার ওপর বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করল।

সম্প্রতি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহাম এমপিদের জানিয়েছেন, স্কটল্যান্ডে স্বাধীনতার আরেকটি গণভোটের পক্ষে যদি 'স্পষ্ট ঐকমত্য' তৈরি হয়, তাহলে তিনি সেই গণভোটের অনুমোদন দেবেন।

প্রধানমন্ত্রী বার্নহ্যাম ইংল্যান্ডের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণকে তার রাজনৈতিক কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অংশ করেছেন। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির (এসএনপি) নেতা ও স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার জন সোয়িনি দাবি করেছেন, বার্নহাম এখন হয়তো এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছেন, যার অর্থ তিনি ইতিহাসে 'যুক্তরাজ্যের শেষ প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে স্থান পেতে পারেন।

গত মে মাসে ওয়েলসের নির্বাচনে লেবার পার্টির দুর্বল ফলাফলের পর স্বশাসিত অঞ্চলগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্যে বড় পরিবর্তন এসেছে। প্রথমবারের মতো স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ড- তিন অঞ্চলেই স্বাধীনতাপন্থী দলগুলোর নেতৃত্বাধীন সরকার রয়েছে।

কার্ডিফের সেনেডে সবচেয়ে বেশি আসন পেয়ে বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে প্লেইড কামরু। এর ফলে দলটির নেতা রুন আপ আইওরওয়ার্থ ওয়েলসের ফার্স্ট মিনিস্টার হওয়ার পথ তৈরি হয়। স্কটল্যান্ডে ছয়টি হলিরুড আসন হারালেও এসএনপি এখনো প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে। তবে রিফর্ম ও গ্রিনস দল সেখানে আসন বাড়িয়েছে।

উত্তর আয়ারল্যান্ডেও ২০২৪ সাল থেকে সিন ফেইনের নেতৃত্বে সরকার চলছে। ওই বছর মিশেল ও'নিল ফার্স্ট মিনিস্টার হন। এর আগে ২০২২ সালের স্টর্মন্ট নির্বাচনে সিন ফেইন সবচেয়ে বড় দল হিসেবে উঠে এসেছিল। তবে ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নিস্ট পার্টি (ডিইউপি) সরকারে অংশ নেয়া থেকে সরে দাঁড়ানোয় নির্বাহী পরিষদ গঠনে বিলম্ব হয়।

আগামী বছর উত্তর আয়ারল্যান্ডে আবার নির্বাচন হওয়ার কথা। সেখানে সিন ফেইনই ক্ষমতা ধরে রাখবে বলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

যেভাবে গঠিত হয়েছিল যুক্তরাজ্য

ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত প্রায় ৬ হাজারের বেশি দ্বীপ নিয়ে গঠিত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ। যার মধ্যে দুটি প্রধান দ্বীপ হলো গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলস নিয়ে 'গ্রেট ব্রিটেন' এবং আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র ও নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড নিয়ে আয়ারল্যান্ড দ্বীপ গঠিত।

হুথিদের মোকাবিলায় সৌদি আরবের পাশে দাঁড়াচ্ছে যুক্তরাজ্যহুথিদের মোকাবিলায় সৌদি আরবের পাশে দাঁড়াচ্ছে যুক্তরাজ্য

১২০০ সালের শেষভাগে ইংল্যান্ড ওয়েলস জয় করলেও ১৫৩৬ সালের অ্যাক্ট অব ইউনিয়ন-এর মাধ্যমে এটি বাণিজ্যিকভাবে ইংল্যান্ডের অংশ হয়। এরপর ১৭০৭ সালে অ্যাক্ট অব ইউনিয়ন-এর মাধ্যমে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড রাজ্য দুটি একত্রিত হয়ে জন্ম নেয় 'যুক্তরাজ্য' (ইউনাইটেড কিংডম)। পরবর্তীতে ১৮০১ সালে পুরো আয়ারল্যান্ড দ্বীপ এতে যোগ দিলে এর নাম হয় 'ইউনাইটেড কিংডম অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড'। তবে ১৯১৯-২১ সালের যুদ্ধের পর ১৯২২ সালে আয়ারল্যান্ডের প্রধান অংশ স্বাধীন হয়ে গেলে কেবল উত্তর অংশটি যুক্তরাজ্যের সঙ্গে থেকে যায়। তখন থেকে রাষ্ট্রটির নাম হয় 'ইউনাইটেড কিংডম অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড'।

স্বাধীনতার দাবি ও আইনি জটিলতা

স্কটল্যান্ডে ২০১৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর আয়োজিত এক স্বাধীনতার গণভোটে ৫৫.৩ শতাংশ ভোটার যুক্তরাজ্যের সঙ্গে থাকার পক্ষে এবং ৪৪.৭ শতাংশ পৃথক হওয়ার পক্ষে রায় দেন। পরবর্তীতে ২০২২ সালে যুক্তরাজ্যের সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে লন্ডন পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া এককভাবে স্বাধীনতার গণভোট ডাকার কোনও আইনি ক্ষমতা স্কটিশ পার্লামেন্টের নেই। সম্প্রতি এসএনপি নেতা জন সুইনি ২০৩১ সালের মধ্যে পুনরায় গণভোট আয়োজনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও এই আইনি বাধা ও কনজারভেটিভ-লেবার পার্টিগুলোর বিরোধিতার কারণে তা অনিশ্চিত।

মান্দেব বন্ধ হলে বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটবে: কাতারের হুঁশিয়ারিমান্দেব বন্ধ হলে বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটবে: কাতারের হুঁশিয়ারি

অন্যদিকে, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে ১৯৭৩ সালে একটি সীমান্ত ভোটাভুটি হলেও তৎকালীন জাতীয়তাবাদীদের বয়কটের মুখে ৯৮.৯ শতাংশ ভোট যুক্তরাজ্যের পক্ষে যায়। ওয়েলসে এ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনও গণভোট হয়নি।

দ্য গার্ডিয়ানের সাম্প্রতিক এক জরিপ অনুযায়ী, এখন গণভোট হলে স্কটল্যান্ডের ৪৭ শতাংশ, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ৩৬ শতাংশ এবং ওয়েলসের ৩২ শতাংশ ভোটার স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেবেন।

বর্তমানে ব্রিটেনের আইনি কাঠামো অনুযায়ী কেবল লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার পার্লামেন্টেই এমন কোনও গণভোটের অনুমতি দেওয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা রাখে। ফলে কার্ডিফ চুক্তির মাধ্যমে তিন অঞ্চলের নেতারা মূলত ব্রিটিশ সরকারকে যেকোনও ধরনের সাংবিধানিক পরিবর্তনের প্রস্তুতি ও রূপরেখা তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন।

অল্পের জন্য বাঁচলেন বরিস জনসন

ইয়াহোদিন স্টেশন থেকে নির্ধারিত সময়ের আগেই ছেড়ে যায়। রাশিয়ার হামলার হুমকির কারণে ট্রেনের সময়সূচি তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তন করা হয়েছিল। হামলার কয়েক মিনিট পর সেখানে থাকা আরেকটি ট্রেনের ইঞ্জিনে ড্রোনটি আঘাত করে।

ইউক্রেনীয় রেলওয়ে বলেছে, 'খুবই সম্ভব' যে রুশ ড্রোনের লক্ষ্য ওই কূটনৈতিক ট্রেনটিও ছিল। তবে হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ এখনো প্রকাশ করা হয়নি। একই সময়ে সাবেক সিআইএ প্রধান ডেভিড পেট্রিয়াস ইয়াহোদিন স্টেশনে থাকা অন্য একটি ট্রেনে ছিলেন বলে রেলওয়ে জানিয়েছে। ওই ট্রেনটিও হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

হামলার সময় ঘটনাস্থলে থাকা সাবেক সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী কার্ল বিল্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জানান, ড্রোনের সতর্কতা পাওয়ার পর তাদের ট্রেন থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। তিনি পরে জানান, হামলার শিকার ট্রেনটি তাদের ট্রেনের কয়েক মিনিট পর সীমান্তের দিকে গিয়েছিল এবং ড্রোন এগিয়ে আসার সময় সেটি খালি করে দেওয়া হয়।

হামলার প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন ক্যাটেরিনা সেরগাতস্কোভা জানান, গভীর রাতে যাত্রীদের প্রায় দুই ঘণ্টার জন্য ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে সকালে পোলিশ সীমান্তের কাছে পৌঁছানোর সময় তাদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলা হয়। এরপর তিনি প্রথম ড্রোনের শব্দ শুনতে পান। তার ভাষায়, সীমান্ত থেকে কয়েকশ মিটার দূরে শাহেদ ড্রোন দেখা ও সেগুলোর শব্দ শোনা অত্যন্ত অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা।

কিয়েভ থেকে পোল্যান্ডের হেলমগামী রাতের ট্রেনে থাকা এক ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদও হামলার সাক্ষী হন। তিনি জানান, সীমান্ত এলাকায় তাদের প্রায় ১০ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় এবং তিনবার নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়। তৃতীয়বার সরিয়ে নেওয়ার সময় একটি ক্ষেপণাস্ত্র ট্রেনের সামনে থাকা ইঞ্জিনে আঘাত করে সেটি পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। তিনি ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষের দ্রুত ও সুশৃঙ্খলভাবে যাত্রীদের সরিয়ে নেওয়ার প্রশংসা করেন।

এদিকে রাতারাতি ইউক্রেনজুড়ে ৪৫০টিরও বেশি রুশ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। এতে অন্তত ছয়জন নিহত এবং ৪০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী জানিয়েছে, তারা ৪০৫টি ড্রোন ও চারটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে। পশ্চিম ইউক্রেনের বিভিন্ন এলাকাতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

পোল্যান্ড-ইউক্রেন সীমান্তের দোরোহুস্ক-ইয়াহোদিন সীমান্ত ক্রসিং থেকে এক কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে একটি লরিতেও হামলা হয়েছে। এর জেরে পোল্যান্ডে বিমান হামলার সতর্কতা জারি করা হয় এবং সীমান্ত ক্রসিংটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়।

ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহা এই হামলাকে 'পুতিনের সন্ত্রাস' আখ্যা দিয়ে বলেন, এটি সরাসরি ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর দরজায় কড়া নাড়ছে। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, ইউক্রেনীয়রা প্রতিদিন লড়াই করছে, যাতে রুশ হামলা ইউরোপের আরও গভীরে ছড়িয়ে না পড়ে।

পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক সতর্ক করে বলেছেন, আগামী সপ্তাহ ও মাসগুলোতে রাশিয়ার পক্ষ থেকে আরও তীব্র তৎপরতা দেখা যেতে পারে। পরিস্থিতির তীব্রতা বাড়লে এর প্রভাব পোল্যান্ডের ভূখণ্ডেও পড়তে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তবে রাশিয়া দাবি করেছে, তারা পশ্চিম ইউক্রেনের এমন রেল অবকাঠামোয় হামলা চালিয়েছে, যেগুলো ইউরোপ থেকে সামরিক সরঞ্জাম পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। মস্কোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পশ্চিম ইউক্রেনের রেল অবকাঠামোয় হামলা অব্যাহত রয়েছে।

অন্যদিকে বরিস জনসন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এই হামলার নিন্দা করে বলেন, পোল্যান্ড সীমান্তে ইউক্রেনের একটি স্থির লোকোমোটিভ ধ্বংস করার পেছনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে কী যুক্তি পরিচালিত করেছে, তা তিনি জানেন না। তবে ইউক্রেনীয়রা প্রতিদিন এ ধরনের 'নির্বিচার ও অর্থহীন' হামলার শিকার হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসে ড্রোন সদৃশ কিছু দেখার সন্দেহে বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। সতর্কবার্তা পেয়ে ন্যাটো অন্তত একটি যুদ্ধবিমান আকাশে পাঠায়। পরে দেখা যায়, সেটি আসলে একঝাঁক পাখি ছিল। প্রায় ৪০ মিনিট পর বিমানবন্দরটি আবার চালু করা হয়।

যুক্তরাজ্যে বেকারত্বের হার বেড়ে ৪.৯

কর্মসংস্থানের হার দাঁড়িয়েছে ৭৫.১ শতাংশে।

তবে কর্মসংস্থানের হার কমলেও মোট কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। ১৬ বছর ও তার বেশি বয়সিকর্মরত মানুষের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ২ লাখ ৪৩ হাজার বেড়ে ৩ কোটি ৪৫ লাখে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে, ১৬ থেকে ৬৪ বছর বয়সিদের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় মানুষের হার বছরে এবং আগের প্রান্তিকজুড়ই হিসাবেই ০.১ শতাংশ পয়েন্ট কমে ২০.৯ শতাংশে নেমেছে।

তবে অর্থনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় মানুষের মোট সংখ্যা সামান্য বেড়ে ৯১ লাখে পৌঁছেছে। এক বছরের তুলনায় এই সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১২ হাজার। এদিকে, চাকরি হারানোর ঘটনাও বেড়েছে। সর্বশেষ সময়ে যুক্তরাজ্যে ১ লাখ ১৪ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের তথ্য পাওয়া গেছে, যা এক বছরের তুলনায় ১০ হাজার বেশি।

দেশে তিন মাসে কোটিপতি বেড়েছে

একাধিক অ্যাকাউন্টও রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কোটি টাকার হিসাবও রয়েছে।

এ বিষয়ে কথা বললে অর্থনীতি বিশ্লেষক মো. মাজেদুল হক বলেন, 'পৃথিবীতে অন্যতম সম্পদ ও আয়বৈষম্যের দেশ হলো বাংলাদেশ। আমরা বহুবার পরামর্শ দিয়েছি যে এই বৈষম্য দূর করার জন্য একটা প্রগ্রেসিভ করনীতি প্রণয়ন করতে, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। এই কোটিপতি বাড়ার পেছনেও একটা অন্যতম কারণ হল চলমান করনীতি।

কর আর ভ্যাট ফাঁকি বাড়ার কারণেই দিন দিন কোটিপতির সংখ্যা বাড়ছে। দেশে পরোক্ষ কর আদায় বাড়লেও সেই তুলনায় প্রত্যক্ষ কর আদায় বাড়েনি।'

তিনি বলেন, দেশে এই কোটিপতি সংখ্যা বাড়ার আরেকটা কারণ হলো রাজনৈতি প্রশ্রয়। বর্তমানে রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়েও অনেকে দ্রুত আঙুল ফুলে কলাগাছ বনে যায়। এদের তো সম্পদের হিসাবও দিতে হয় না। এমনকি দুর্নীতিবাজ ও ঋণখেলাপিদের কোনো জবাবদিহির আওতায় আনা হয় না। উল্টো আরো পুরস্কার দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের মার্চ শেষে ব্যাংক খাতে কোটিপতি গ্রাহকের সংখ্যা ছিল এক লাখ ৩৬ হাজার ৪৮৫। আর চলতি বছরের জুন শেষে ব্যাংক খাতে কোটিপতি গ্রাহকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৪১ হাজার ৫৬২। সেই হিসাবে তিন মাসে দেশের ব্যাংক খাতে কোটিপতি গ্রাহকের সংখ্যা বেড়েছে পাঁচ হাজার ৭৭। এর আগে গত বছরের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক খাতে কোটিপতি গ্রাহকের সংখ্যা ছিল এক লাখ ৩৪ হাজার ৪৪।

এদিকে কোটি টাকার অ্যাকাউন্টধারীর সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি এসব অ্যাকাউন্টে জমা টাকার পরিমাণও বেড়েছে। চলতি বছরের মার্চ শেষে কোটি টাকার হিসাবে জমানো টাকার স্থিতি ছিল আট লাখ ৫৯ হাজার ১৬২ কোটি। আর চলতি বছরের জুন শেষে এসব হিসাবে জমানো টাকার স্থিতি দাঁড়িয়েছে আট লাখ ৭৫ হাজার ৬৬০ কোটি। সেই হিসাবে তিন মাসে কোটি টাকার হিসাবে জমানো টাকা বেড়েছে ১৬ হাজার ৪৯৮ কোটি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের মার্চ শেষে দেশের ব্যাংক খাতে মোট হিসাবের সংখ্যা ছিল ১৮ কোটি ২৬ লাখ ১২ হাজার ১৫। আর চলতি বছরের জুন শেষে ব্যাংক খাতে মোট হিসাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮ কোটি ৬৩ লাখ ৮৪ হাজার ৫৮৮। সেই হিসাবে তিন মাসে ব্যাংক খাতে মোট হিসাবের সংখ্যা বেড়েছে ৩৭ লাখ ৭২ হাজার ৫৭৩টি।

তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের মার্চ শেষে ব্যাংক খাতের উল্লিখিত হিসাবে মোট আমানতের স্থিতি ছিল ২১ লাখ ৫৮ হাজার ২৪ কোটি টাকা। আর চলতি বছরের জুন শেষে মোট আমানতের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২২ লাখ ১০ হাজার ৪৪৪ কোটি টাকা। সেই হিসাবে তিন মাসে আমানত বেড়েছে ৫২ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা।

দেশে ৭ ধাপে স্থানীয় সরকার নির্বাচন,

করেছি এবং সভায় কতগুলো প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলো চূড়ান্ত নয়।

তবে আপনারা এগুলোকে খসড়া সিদ্ধান্ত হিসেবে নিতে পারেন। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর আমাদের ইন্টার-ডিপার্টমেন্টাল (আন্ত বিভাগীয়) একটি সভা রয়েছে, সেখানে এটি চূড়ান্ত হবে।'

আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, 'বাংলাদেশে মোট ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা চার হাজার ৫৮০। এর মধ্যে প্রায় চার হাজার ২৭২টি ইউনিয়ন পরিষদ আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনী তফসিলের মধ্যে ঢুকে যাবে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন অনুযায়ী, মেয়াদ শেষের আগের ১৮০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

বিভিন্ন বাস্তবতার কারণে এর মধ্যে কিছু ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ এরই মধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সে কারণে আমরা (নির্বাচনের) প্রক্রিয়াটি শুরু করতে চাচ্ছি।'

এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'আমরা বাৎসরিক বিভিন্ন সময়সূচি বিবেচনায় নিয়েছি; যেমনস্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা, জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা, টেস্ট পরীক্ষা, এসএসসি পরীক্ষা, এইচএসসি পরীক্ষা, দুর্গাপূজা, রোজা, ঈদ এবং সব শেষে ঈদুল আজহা। এগুলো বিবেচনায় নিয়ে যে সময়টুকু পেয়েছি, তা থেকে আশা করছি, সাতটি ধাপে এই নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারব। আমাদের চেষ্টা থাকবে প্রথম পাঁচটি ধাপের মধ্যেই বেশির ভাগ নির্বাচন সম্পন্ন করে ফেলা। আর শেষ দুটি ধাপ (ষষ্ঠ ও সপ্তম ধাপ) অপেক্ষাকৃত হালকা রাখা হবে। এতে প্রথম ধাপগুলোতে কোনো কারণে কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে তা যেন শেষ ধাপে করা যায়; পাশাপাশি আইনি জটিলতা বা চলমান মামলার কারণে যে ৫৬টি ইউনিয়নে এখন নির্বাচন সম্ভব হচ্ছে না, সেগুলো যেন শেষ ধাপগুলোতে সম্পন্ন করা যায়।'

তিনি আরো বলেন, 'আমরা আশা করছি, ১২ নভেম্বর আমরা প্রথম ধাপের নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারব। এরপর দ্বিতীয় ধাপে ১৩ ডিসেম্বর, তৃতীয় ধাপে ৩০ ডিসেম্বর, চতুর্থ ধাপে ২০২৭ সালের ১৭ জানুয়ারি, পঞ্চম ধাপে ৪ ফেব্রুয়ারি, ষষ্ঠ ধাপে ২২ এপ্রিল এবং সপ্তম ধাপে ২৭ মে ভোট গ্রহণ হতে পারে।'

প্রথম ধাপে যেসব ইউপিতে নির্বাচন : আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, 'কোন কোন ইউনিয়নে নির্বাচন হবে তা পরবর্তী সময়ে নির্ধারণ করা হবে। তবে কমিশন থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক গাইডলাইন অনুযায়ী প্রথম ধাপে আমরা আশা করছি, আনুমানিক ৮০টি উপজেলার সব ইউপিতে (আইনি জটিলতায় থাকা ইউপি বাদে) নির্বাচন সম্পন্ন করা যাবে। যেসব ইউনিয়নের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রথম ধাপে শেষ করা। আমরা চেষ্টা করব ৬৩টি জেলায়ই একসঙ্গে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করতে। প্রথম ধাপে শুধু ঠাকুরগাঁও জেলা বাদ থাকবে। কারণ সেখানে জাতীয় সংসদের একটি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা চাই না একসঙ্গে দুটি নির্বাচনের প্রচার চলুক। ঠাকুরগাঁও জেলার ইউপির প্রথম ধাপের নির্বাচনটি দ্বিতীয় ধাপে স্থানান্তর করা হবে। আমরা চেষ্টা করছি, যেসব জেলায় সদর উপজেলা রয়েছে, সেগুলোর সদর উপজেলার ইউপিগুলোকে প্রথম ধাপে রাখতে। আর যেসব জেলায় সদর উপজেলা নেই (সিটি করপোরেশন এলাকা) সেগুলোতে সদর উপজেলার সংলগ্ন সহজ ব্যবস্থাপনাযোগ্য উপজেলার ইউপিগুলো প্রথম ধাপে থাকবে। এ ছাড়া আদালতের আদেশের কারণে দুটি ইউপিতে আগেই নির্বাচন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই দুই ইউপি অন্তর্ভুক্ত করেই ৮০টি উপজেলার সব ইউনিয়ন দিয়ে নির্বাচন শুরু হবে।'

'তবে যেসব জেলায় উপজেলার সংখ্যা অনেক বেশি, যেমনচট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় তিনটি করে উপজেলা প্রথম ধাপে থাকবে। আর যেসব জেলায় ১০টি বা তার বেশি উপজেলা রয়েছে, সেখানে দুটি করে উপজেলা প্রথম ধাপে অন্তর্ভুক্ত হবে। হিসাবটি হলো ৬৩টি জেলা এবং আদালতের আদেশের কারণে দুটি ইউনিয়নের নির্বাচন করতে হবে এবং বড় জেলাগুলোতে আনুপাতিক সমতা আনার জন্য অতিরিক্ত উপজেলা যুক্ত করে মোট ৮০টি উপজেলা নির্ধারণ করা হয়েছে।'

পরবর্তী সভা ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা : ইসি সানাউল্লাহ আরো বলেন, 'আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর আন্ত বিভাগীয় একটি বৈঠক আহবান করা হয়েছে। সেখানে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। এ জন্য ১৭ তারিখে নির্ধারিত আইন-শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বৈঠকটি পিছিয়ে ২১ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া আমরা নিবন্ধিত সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আগামী ২৩, ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর ইসির নিবন্ধন ক্রম অনুযায়ী প্রতিটি দল থেকে দুজন করে প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচনও যেন আমরা সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পারি। সে জন্য দলগুলোর সহযোগিতা কামনা করা।'

হাউস অব লর্ডসের সদস্য হলেন মেয়র

প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউনের সরকারের পরিবহন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন। ২০১৬ সালে প্রথমবার লন্ডনের মেয়র নির্বাচিত হন সাদিক খান। ২০০০ সালে বর্তমান মেয়র ব্যবস্থা চালুর পর থেকে তিনিই এই পদে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালনকারী মেয়র। তাঁর বর্তমান মেয়াদ ২০২৮ সালে শেষ হবে।

সাদিক খান লন্ডনের প্রথম মুসলিম মেয়র। মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বিনামূল্যে স্কুল খাবার, গণপরিবহন উন্নয়ন, বায়ুদূষণ কমানো এবং তরুণদের জন্য সুযোগ তৈরির মতো বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তিনি তুলে ধরেছেন।

হাউস অব লর্ডসের সদস্য হওয়া সাদিক খানকে লন্ডনের মেয়রের পদ ছাড়তে হচ্ছে না। তিনি একই সঙ্গে মেয়র ও লাইফ পিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। লর্ড হিসেবে তিনি লন্ডনের স্বার্থে কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন।

তবে অতীতে হাউস অব লর্ডসের বর্তমান কাঠামো বিলুপ্ত করার পক্ষে মত দেওয়ায় তাঁর নতুন এই ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। লর্ড হওয়ার পর তিনি নিজেই এখন উচ্চকক্ষের সদস্য হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কার্যক্রমে অংশ নেবেন।

নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন

এলাকায় নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক উভয় দলের নিয়ন্ত্রিত এলাকা আছে। এগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে, নভেম্বরের নির্বাচনে সবচেয়ে বড় হুমকি বিদেশি হস্তক্ষেপ বা প্রযুক্তিগত ত্রুটি নয়, বরং খোদ ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে থেকে আসতে পারে বলে কর্মকর্তাদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে অঙ্গরাজ্যগুলোই নির্বাচনী কার্যক্রম তত্ত্ববধান করে আসছে। তবে বর্তমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা বাড়ানোর চেষ্টা করছেন।

হোয়াইট হাউস ফেডারেল সরকারের হস্তক্ষেপের উদ্বেগ নাকচ করে দিয়েছে। তারা অভিযোগ করেছে, মার্কিন নাগরিক নয় এমন ব্যক্তিরাও ভোট দেয়। এর জন্য ডেমোক্র্যাটরা দায়ী। তবে এমন অভিযোগের পক্ষে খুব বেশি প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গত জুলাইয়ে এ নিয়ে রয়টার্স একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। একই বিষয়ে স্বাধীন গবেষণাও আছে। সেগুলোতে দেখা গেছে, অ-নাগরিকদের ভোট দেওয়ার ঘটনা অত্যন্ত বিরল। নির্বাচনের ফলাফলেও প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কম।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র লরেন বিস বলেন, 'কট্টর ডেমোক্র্যাটপন্থিরাই নির্বাচনের ওপর আমাদের অবিশ্বাসের কারণ।' তিনি আরও বলেন, কয়েক দশক ধরে গণমাধ্যম ও ডেমোক্র্যাটরা বিষয়টি অস্বীকার করলেও ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে অভিযোগ তোলার যথেষ্ট কারণ আছে।

নির্বাচনের আগে ট্রাম্প প্রকাশ্যে রিপাবলিকানদের জয়ের সহায়ক কিছু উপায় তুলে ধরেছেন। তিনি অন্তত ১৫টি এলাকার ভোট ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করতে রিপাবলিকানদের আহ্বান জানিয়েছেন। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী, নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের নয়, অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় সরকারের। তবুও ট্রাম্প জাতীয়করণের ওই আহ্বান জানান।

খারিজ হয়ে যাওয়া ভোট জালিয়াতির কিছু অভিযোগ তদন্ত করতেও ফেডারেল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর প্রশাসন ইতোমধ্যে উইসকনসিন, জর্জিয়া ও অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের নির্বাচনী কর্মকর্তা ও দপ্তরগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে।

কংগ্রেসের নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনঃনির্ধারণের জন্যও ট্রাম্প চাপ দিয়েছেন। এতে প্রতিনিধি পরিষদের আসনগুলোতে রিপাবলিকানরা সুবিধা পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়া, যেসব অঙ্গরাজ্য ফেডারেল সংস্থাগুলোকে ভোটারদের জন্ম তারিখ, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বরের তথ্য দিতে রাজি হয়নি সেগুলোর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

নির্বাচন উপলক্ষে গত সপ্তাহে ডালাসে একটি সম্মেলন করে রিপাবলিকান পার্টি। সেখানে সমর্থকদের উদ্দেশে ট্রাম্প 'যতটা সম্ভব প্রতারণা করতে' এবং 'নিবন্ধিত হোক বা না হোক' ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

দেশজুড়ে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন অ্যারিজোনার মারিকোপা কাউন্টির রিপাবলিকান আইনজীবী ও সাবেক কর্মকর্তা বিল গেটস। তিনি বলেন, ফেডারেল সরকার কী ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে, তা নিয়ে নির্বাচনী কর্মকর্তারা উদ্বিগ্ন। একসময় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা দেখা যেত, এখন আর তা নেই।

বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের নির্বাচনী কর্মকর্তা জানিয়েছেন, প্রশাসন সংবেদনশীল তথ্য বা নির্বাচনী সরঞ্জামে প্রবেশাধিকার চাইতে পারে। সে পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসেবে তারা বাইরের আইনজীবী নিয়োগ করছেন অথবা নিজ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। অপতথ্য মোকাবিলায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও প্রচার বাড়ানো হয়েছে।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট

মধ্য দিয়ে শুরু হয় টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রয়াত সদস্য কায়সারুল ইসলাম সুমনের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

দিনভর মাঠে চলে টানটান উত্তেজনার ম্যাচ। সাংবাদিক ও মিডিয়া কমিউনিটির সদস্যদের নিয়ে গঠিত দলগুলোর প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে টুর্নামেন্টের প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে ওঠে উপভোগ্য। শেষ পর্যন্ত সেরা দল হিসেবে শিরোপা নিজেদের করে নেয় বাংলা কাগজ এবং দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে ওয়ান বাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড।

টুর্নামেন্ট আয়োজনে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সহযোগিতা করে সিডিসি (ক্রিয়েটিভ ডিজাইন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন)। এছাড়া পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সহযোগিতা করে কার প্ল্যানেট, ভ্যানটেজ অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, মেল্যান্ডস গলফ ক্লাব, শাপলা ইভেন্টস, ফিস্ট অ্যান্ড মিষ্টি, প্রিন্ট ল্যাব, ইস্টএন্ড প্রপার্টিজ এবং কিলার উইলিয়ামস। লন্ডন স্পোর্টিফ পুরো টুর্নামেন্টের লজিস্টিক ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ম্যাচ পরিচালনা, রেফারি সরবরাহসহ বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্ব তারা পেশাদারিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করে।

বিকেলে টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তারেক চৌধুরী উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জুবায়ের, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তাইছির মাহমুদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট আহাদ চৌধুরী বাবু, ট্রেজারার মোহাম্মাদ আব্দুল হান্নান ও ইভেন্টস অ্যান্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারি রূপী আমিন এবং লন্ডন স্পোর্টিফের কর্মকর্তা আতীকুর রহমান।

অনুষ্ঠানে টুর্নামেন্টের সফল আয়োজনে সহযোগিতার জন্য পৃষ্ঠপোষকদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। প্রধান পৃষ্ঠপোষক সিডিসি (ক্রিয়েটিভ ডিজাইন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন)-কে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সিডিসির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সাদেকুল আলম। তিনি টুর্নামেন্টের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের আগামী আয়োজনে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন ।

টুর্নামেন্টের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান শাপলা ইভেন্টসের মালিক জাফর মিয়া বলেন,খেলাধুলার মাধ্যমে মিডিয়া কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্ব, ঐক্য আরও শক্তিশালী হয় তাই শুধু বিনোদন নয় কমিউনিটি জন ্য এরকম আয়োজন করতে প্রেস ক্লাব নেতৃত্ববৃন্দকে আহ্বান জানান ।

টুর্নামেন্টের ফাইনালে বাংলা কাগজের অধিনায়ক জয়নাল ইসলাম ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন। বাংলা কাগজের আহমেদ সোহেল সেরা গোলরক্ষক এবং বাংলা কাগজের রিয়াদ আহাদ সেরা গোলদাতা হিসেবে নির্বাচিত হন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তারেক চৌধুরী ফুটবল টুর্নামেন্টকে প্রেস ক্লাবের অন্যতম প্রধান আয়োজন হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,"টুর্নামেন্টের সফল সমাপ্তি প্রেস ক্লাবের সদস্যদের পেশাদারিত্ব, দলগত কাজ ও সাংগঠনিক দক্ষতারই প্রতিফলন। সাংবাদিকতা পেশায় যে শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ ও দলগত সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ, খেলাধুলার এই আয়োজনের মাধ্যমেও সদস্যরা তার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন"।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের এসিসটেন্ট ট্রেজারার এখলাসুর রহমান পাক্কু, ট্রেনিং ও অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আলাউর রহমান খান,মিডিয়া অ্যান্ড আইটি সেক্রেটারি ফয়সল মাহমুদ,এক্সিকিউটিভ মেম্বার সারওয়ার হোসাইন, এনাম চৌধুরী, শাহিদুর রহমান সুহেল এবং লোকমান হোসেন কাজীসহ অন্যান্যরা ।

ডাকসুর সংগ্রহশালায় জিন্নাহর স্থলে

আপত্তি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও।

ডাকসু সংগ্রহশালায় বাংলাদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন-সংগ্রামের আলোকচিত্র ও নিদর্শনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৌরবোজ্জ্বল কিছু ছবি ছিল। গত রোববার সংগ্রহশালা উন্মুক্ত করার পর দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর একক ছবি বাদ দেওয়া হয়েছে। আর পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর তিনটি ছবি যুক্ত করা হয়েছে।

সংগ্রহশালায় জিন্নাহর ছবি রাখার ঘটনায় গতকাল দুপুরে প্রতিবাদ সমাবেশ করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। এর কিছুক্ষণ পর ডাকসুর সংগ্রহশালায় গিয়ে জিন্নাহর ছবিগুলোর ফ্রেম ভেঙে ছিঁড়ে ফেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী আবু তৈয়ব হাবিলদার।

জিন্নাহর ছবি রাখার প্রতিবাদে জামায়াতের সাবেক আমির, মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আমৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত (পরে প্রয়াত) গোলাম আযমকে জুতাপেটা করার ছবি সংগ্রহশালায় টানিয়ে দেন ছাত্র ফেডারেশনের নেতাকর্মীরা।

আবু তৈয়ব বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জিন্নাহ যখন বলেছিলেন্ 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'; তখনই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার জিন্নাহকে পুনর্বাসনের চেষ্টা বড় চক্রান্ত।

গোলাম আযমকে জুতাপেটা করার ছবি টানিয়ে প্রতিবাদ

গতকাল বিকেল ৩টায় ছাত্র ফেডারেশনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অর্ক বড়ুয়ার নেতৃত্বে এক দল শিক্ষার্থী ডাকসুর সংগ্রহশালায় গোলাম আযমকে জুতাপেটা করার ছবি স্থাপন করেন। সংগ্রহশালায় গিয়ে দেখা যায়, যে স্থানে জিন্নাহর ছবি লাগানো হয়েছিল, তার ওপরে আশির দশকে বায়তুল মোকাররমে গোলাম আযমকে জুতাপেটা করার ছবি লাগানো হয়েছে।

ছাত্র ফেডারেশনের নেতা অর্ক বড়ুয়া বলেন, 'ইতিহাসের একপক্ষীয় উপস্থাপন কেউ মেনে নেবে না। আর গোলাম আযমরা একাত্তরে যা করেছেন, তার ফলে আশিতে তাঁকে মানুষ জুতাপেটা করেছে। আমরা এ দেশের আপামর মানুষ সেই ইতিহাস সংরক্ষণ করেছি।'

হুইপ গউছ'র কঠোর হুশিয়ারী

সবক'টির নেপথ্যে মাদকসেবনকারী চিহ্নিত অপরাধীদের সম্পৃক্ততা মিলেছে। নগরের কীনব্রিজের কাছে র‍্যাব সদস্য হত্যা, মিতালী আবাসিক এলাকায় তিন খুন, শাহপরান এলাকায় ব্যবসায়ী খুনসহ নানা ঘটনার ঘটনাকারীরা মাদকের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। একইসঙ্গে নগর জুড়ে যারা ছিনতাই, রাহাজানি ও চাঁদাবাজি করে বেড়ায় তাদের বেশির ভাগই চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। হুইপ জিকে গউছ মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণের জন্য প্রশাসনকে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন। হুইপ জানান- মাদক বিক্রির পাইকারি ব্যবসার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন। একইসঙ্গে তাদের তালিকা প্রস্তুত করে অ্যাকশনে যাওয়ার কথা বলেছেন বলে জানান। তিনি জানিয়েছেন- বর্তমান সরকার মাদকের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড করেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যথাযথভাবে এই আইনের প্রয়োগ ঘটাতে হবে। অপরাধের নেপথ্যে যখন মাদক সুতরাং মাদকের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে জানান তিনি।

সিলেটের জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত ওই বৈঠকে সিলেট-২ আসনের এমপি তাহসিনা রুশদীর লুনা, সিলেট-৩ আসনের এমপি এমএ মালিক, সিলেট-৫ আসনের এমপি আবুল হাসান, সিলেট-৬ আসনের এমপি এমরান আহমদ চৌধুরী, সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী, ওয়াসার চেয়ারম্যান মিফতাহ সিদ্দিকী, সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রেজাউল হাসান কয়েস লোদীসহ বিএনপি'র সিনিয়র নেতারা ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী জানিয়েছেন- আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনাসহ সমন্বয় সভা হয়েছে এটি।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন-নগরের শৃঙ্খলা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। নগরের মানুষের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় ও নগর ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার বিষয়েও আলোচনা হয়। যেসব বিষয় উঠে এসেছে সেগুলোর বিষয়ে আরও সতর্কতার সঙ্গে কাজ করা হবে বলে জানান তিনি। এদিকে বৈঠকে সিলেটের সার ব্যবস্থাপনা, ফ্যামেলি কার্ডের তালিকা প্রণয়ন, আসন্ন দুর্গাপূজায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বিদ্যুতের লোডশেডিং কমিয়ে আনা, উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রধান হুইপ জিকে গউছ জানিয়েছেন- সিলেটে সারের কোনো সংকট নেই। তবে পাচার, মজুত ও কালোবাজারিদের লাগাম টেনে ধরতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

২২০ সাংবাদিক ছাঁটাই করলো মিরর

মূলধারার প্রিন্ট ও অনলাইন সংবাদমাধ্যমগুলো তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছে।

প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাছে পাঠানো এক আনুষ্ঠানিক বার্তায় রিচ পিএলসি কর্তৃপক্ষ জানায়, বর্তমান ডিজিটাল বাস্তবতায় টিকে থাকার জন্য এ ব্যয় সংকোচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাঠকদের তথ্য খোঁজার ধরনে বিশাল পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক সার্চ ইঞ্জিনগুলো সরাসরি ফলাফল পাতায় এআইয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন সংক্ষেপে তুলে ধরছে।

ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ৩৩ বিলিয়ন

বিলিয়ন ডলার।

প্রতিবেদনে বলা হয়, 'অপারেশন এপিক ফিউরিতে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ব্যবহারের ফলে কৌশলগত মজুদে ঘাটতি তৈরি হয়েছে এবং পুনরায় সরবরাহ ব্যবস্থায় শিল্প খাতের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতাও সামনে এসেছে।'

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) ভাষ্য অনুযায়ী, ইসরাইলের সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালিত এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল 'ইরানের সামরিক শক্তি প্রদর্শনের সক্ষমতা ধ্বংস করা'।

গোলাবারুদের ঘাটতি মোকাবিলায় পেন্টাগন অস্ত্র ক্রয় প্রক্রিয়া সহজ করা, উৎপাদনের সময় কমানো এবং গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ ও নির্বাচিত গোলাবারুদের মজুদ বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। তবে প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে, উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে উল্লেখযোগ্য সময় প্রয়োজন।

বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিস্থিতি ইউক্রেন ও তাইওয়ানের মতো যুক্তরাষ্ট্রনির্ভর দেশগুলোর জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনের জরুরি ভিত্তিতে প্যাট্রিয়ট আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োজন, অন্যদিকে চীনের চাপ মোকাবিলায় তাইওয়ান মার্কিন অস্ত্র সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল।

যদিও ট্রাম্প বারবার অস্ত্রের মজুদ ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে 'প্রায় সীমাহীন' গোলাবারুদ রয়েছে। সোমবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লেখেন, যুক্তরাষ্ট্র ইতিহাসের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি উন্নত ও আধুনিক অস্ত্র উৎপাদন করছে।

ফুরিয়ে আসছে সৌদি আরবের তেলের

প্রায় ১ হাজার ২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পাইপলাইনের একটি পাম্পিং স্টেশন আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল রপ্তানিকারক দেশ সৌদি আরব থেকে তেল সরবরাহ কমে যাওয়ায় বিশ্বজুড়ে জ্বালানির ঘাটতি আরও প্রকট আকার ধারণ করবে।

এমনিতেই জ্বালানির চড়া দামের কারণে বিশ্বব্যাপী জিনিসপত্রের দাম বা মূল্যস্ফীতি আকাশচুম্বী হয়েছে। এর মধ্যে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা সৌদি আরবে নতুন করে হামলা চালানোর পাশাপাশি লোহিত সাগরের কৌশলগত দ্বীপ দখল করে নিজেদের আধিপত্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই অস্থিরতার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড বা তেলের দাম সাড়ে তিন

নিলামে উঠছে প্রিন্সেস ডায়ানার

সার্পেন্টাইন গ্যালারির তহবিল সংগ্রহের নৈশভোজের দিনই আইটিভিতে একটি তথ্যচিত্র প্রচারিত হয়। সেখানে প্রিন্স চার্লস স্বীকার করেন, তিনি ডায়ানার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন না। যদিও এ নিয়ে বহু বছর ধরে গুঞ্জন ও সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছিল। সাক্ষাৎকারটির বিষয়বস্তু সম্প্রচারের কয়েক দিন আগেই ফাঁস হয়ে যায়। ফলে ওই রাতের অনুষ্ঠানে ডায়ানার উপস্থিতিকে অনেকেই তার স্বামীর বক্তব্যের জবাব হিসেবে দেখেছিলেন।

ডায়ানার তৎকালীন স্টাইলিস্ট অ্যানা হার্ভে জানিয়েছিলেন, রাজকুমারী সেদিন অসাধারণ ও আকর্ষণীয় দেখাতে চেয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে যাওয়ার ঠিক আগে পোশাকের সিদ্ধান্তও বদলে ফেলেন তিনি। ভ্যালেন্টিনোর একটি সাধারণ গাউন বাদ দিয়ে গ্রিক ডিজাইনার ক্রিস্টিনা স্ট্যামবোলিয়ানের তৈরি কাঁধখোলা পোশাকটি বেছে নেন। পোশাকটির নিচের অংশ ছিল অসম এবং পেছনে ছিল শিফনের দীর্ঘ ট্রেন। এর সঙ্গে তিনি পরেছিলেন রাজকীয় নেকলেস, কালো ক্লাচ ব্যাগ ও কালো হিল।

নিলামে ওঠার আগে 'রিভেঞ্জ ড্রেস'টি বিশ্বজুড়ে প্রদর্শন করা হবে। ১৮ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর লন্ডনে সোথবিসের শোরুমে এটি প্রদর্শিত হবে। এরপর অক্টোবরের শুরুতে হংকং ও নভেম্বরের শুরুতে জেনেভায় প্রদর্শনের পর পোশাকটি নিউইয়র্কে নেওয়া হবে। সেখানেই নিলামে এটি বিক্রি করা হবে।

একনেকে ১২ প্রকল্প অনুমোদন, ব্যয় ১

চেয়ারপারসন তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এসব প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।

অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে ৭টি নতুন এবং ৫টি সংশোধিত প্রকল্প রয়েছে। প্রকল্পগুলোর মোট ব্যয়ের মধ্যে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ৪৮ হাজার ২৫৬ কোটি ৩০ লাখ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার ৪৬৬ কোটি ৩৯ লাখ টাকার সংস্থান করা হবে।

সভায় অনুমোদিত ১২টি প্রকল্পের মধ্যে সর্বোচ্চ পাঁচটি প্রকল্প সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের। এগুলো হলোঢ়াকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বা মেট্রোরেলের লাইন-৫ (সাউদার্ন রুট), রাজশাহী ও চট্টগ্রাম সড়ক জোনের আওতায় জেলা মহাসড়কসমূহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প এবং মেট্রোরেলের লাইন-৫ (নর্দান রুট) ও লাইন-১-এর প্রথম সংশোধিত প্রকল্প।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দুটি প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-জয়দেবপুর সেকশনে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন বাস্তবায়ন এবং বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেলপথ নির্মাণ (১ম সংশোধন) প্রকল্প।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বরিশাল সেনানিবাস স্থাপন (২য় পর্যায়) এবং খুলনা নৌ অঞ্চলে নৌ সদস্যদের আবাসন সুবিধাসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে।

এছাড়া, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে খুলনা পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন (১ম সংশোধন) প্রকল্প, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে টেক্সটাইল ও চামড়া খাতের শ্রমিকদের কাজের উন্নত পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের অধীনে মনপুরা দ্বীপাঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার আপগ্রেডেশন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এর পাশাপাশি, সভায় পরিকল্পনামন্ত্রী কর্তৃক ইতিপূর্বে অনুমোদিত ৫০ কোটি টাকার কম ব্যয়সংবলিত ১৫টি প্রকল্প সম্পর্কে একনেককে অবহিত করা হয়। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছেড়ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির জাতীয় সদর দপ্তর নির্মাণ, ভাসানচরে গ্রিন বেল্ট স্থাপন ও কক্সবাজারে বনায়ন, অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন, রংপুর জোনে ঝুঁকিপূর্ণ বেইলি সেতু প্রতিস্থাপন, আরডিএ ভবনের সম্প্রসারণ, সিলেট বিভাগের বন্যা পূর্বাভাসের জন্য ডিজিটাল এলিভেশন (থ্রি-ডি) মডেল তৈরি এবং সিলেট-১০ নম্বর কূপ খনন প্রকল্প।

সভায় অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান, পানিসম্পদমন্ত্রী মো. শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান, সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সরদার এম এ মুহিত এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকিসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

সুদানে সোনার খনি ধসে নিহত ৬০

করা হচ্ছে।

বেঁচে যাওয়া শ্রমিক খায়ের আল-সাইয়েদ জাবারা এএফপিকে বলেন, রাতভর সহকর্মী শ্রমিকদের সঙ্গে তারা উদ্ধারকাজ চালিয়েছেন। খনি থেকে সোনা উত্তোলনে যে সাধারণ সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়, সেগুলো দিয়েই তারা উদ্ধারকাজ চালান।

উদ্ধারকাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা ধ্বংসস্তূপ থেকে মরদেহ বা জীবিত কাউকে উদ্ধারের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। তবে পাথর ও মাটি সরানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

এ জন্য ভারী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন উদ্ধারকারীরা। ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সুদানে সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) মধ্যে যুদ্ধ চলছে। এই সংঘাতে দুই পক্ষের যুদ্ধ পরিচালনার অর্থের একটি বড় অংশ সোনা শিল্প থেকে আসে। পাশাপাশি তারা বিদেশি সহায়তাও পেয়ে থাকে।

দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ নারী সাহাবি

পোস্ট ডেস্ক : ইসলামের প্রচার-প্রসারে, দ্বীনের সুরক্ষা ও অনন্য আত্মত্যাগের ইতিহাসে পুরুষ সাহাবিদের পাশাপাশি নারী সাহাবিদের ভূমিকা ছিল স্বর্ণোজ্জ্বল। সাহসিকতা ও ইমানের শক্তিতে অনেক ক্ষেত্রে তারা ছিলেন অগ্রগামী, যার উজ্জ্বল প্রমাণ ইসলামের ইতিহাসের প্রথম শহীদ একজন নারী। হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনায় প্রায় ২০ জন নারী সাহাবির জীবদ্দশাতেই জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ পাওয়ার ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে থেকে ১০ জন বিশিষ্ট মহীয়সী নারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো-

১. হজরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.)

তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রথম সহধর্মিণী এবং সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী মহীয়সী নারী। কঠিন বিপদসঙ্কুল দিনগুলোতে তিনি নিজের জীবন, ভালোবাসা ও অঢেল সম্পদ দিয়ে মহানবী (সা.)-এর পাশে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'জিবরিল (আ.) নবীজি (সা.)-এর কাছে এসে খাদিজা (রা.)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে ও নিজের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং জান্নাতে মুক্তার তৈরি এক অনন্য প্রাসাদের সুসংবাদ দেন, যেখানে কোনো শোরগোল বা দুঃখ-ক্লেশ থাকবে না।' (সহিহ বুখারি: ৩৮২০)

২. হজরত ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (রা.)

তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদরের কনিষ্ঠ কন্যা, হজরত আলী (রা.)-এর সহধর্মিণী এবং জান্নাতি যুবকদের সর্দার হাসান-হুসাইনের (রা.) সম্মানিত মা। মৃত্যুর পূর্বে নবীজি (সা.) তার কানে কানে ফিসফিস করে জানান যে, পরিবারে তিনিই প্রথম তার সঙ্গে মিলিত হবেন এবং তিনি জান্নাতবাসী সকল ইমানদার নারীর সর্দার হবেন। এই পরম সুসংবাদ শুনে তিনি তৃপ্তির হাসি হেসেছিলেন। (বুখারি ৩৬২৩)

৩. হজরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.)

তিনি ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর প্রজ্ঞাবান কন্যা ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী। নবীজির (সা.) ইন্তেকালের পর ইসলামি জ্ঞানচর্চা, ফিকহ ও হাদিস বর্ণনায় তার অবদান ছিল অতুলনীয়। হাদিসে এসেছে, 'জিবরিল (আ.) সবুজ রেশমি কাপড়ে মোড়ানো আয়েশা (রা.)-এর প্রতিচ্ছবি নিয়ে এসে নবীজি (সা.)-কে জানান, ইনি দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার জীবনসঙ্গিনী।' (তিরমিজি ৩৮৮০)

৪. হজরত হাফসা বিনতে ওমর (রা.)

তিনি ছিলেন খলিফা হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের (রা.) কন্যা এবং মহানবী (সা.)-এর অন্যতম স্ত্রী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতগুজার, অধিক নফল রোজা ও তাহাজ্জুদ আদায়কারী। একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে সাময়িকভাবে তালাক দিলে জিবরিল (আ.) এসে বলেন-

رَاجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ

'আপনি হাফসাকে ফিরিয়ে নিন। কারণ, তিনি অত্যন্ত ইবাদতগুজার (অধিক নফল রোজা ও তাহাজ্জুদ আদায়কারী) এবং জান্নাতেও তিনি আপনার স্ত্রী।' (মুস্তাদরাকে হাকিম ৬৭৯০)

৫. হজরত সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত (রা.)

তিনি ইসলামের ইতিহাসে সর্ব প্রথম শহীদ। ইমান গ্রহণের অপরাধে মক্কার মুশরিকরা তার পুরো পরিবারকে অকথ্য ও অমানুষিক নির্যাতন করে। চরম অত্যাচার সহ্য করেও ইমানের ওপর পাহাড়ের মতো অবিচল থাকায় আবু জাহেলের বর্শার আঘাতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। নবীজি (সা.) তাদের এই ধৈর্যের কথা শুনে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন-

صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ

'হে ইয়াসার পরিবার, তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হলো জান্নাত।' (মুস্তাদরাকে হাকিম ৫৬২০)

৬. হজরত উম্মে জুফার (রা.)

তিনি ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ ও দীর্ঘদেহের এক নারী সাহাবি, যিনি মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এই নারী রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে আরোগ্যের জন্য দোয়ার আরজ করলে নবীজি (সা.) তাকে বলেন-

إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ

'তুমি যদি (এই রোগ নিয়ে) ধৈর্য ধারণ কর, তবে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। তিনি দুনিয়ায় জান্নাতের বিনিময়ে হাসিমুখে এই কঠিন ব্যাধি সহ্য করে নেওয়ার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।' (বুখারি ৫৬৫২)

৭. হজরত উম্মে সুলাইম রুমাইসা বিনতে মিলহান (রা.)

তিনি হলেন বিখ্যাত সাহাবি হজরত আনাস (রা.)-এর রত্নগর্ভা মা, যিনি 'গুমাইসা' নামেও পরিচিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি হাদিসে ইরশাদ করেন-

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ

'আমি (মে'রাজের রাতে) জান্নাতে প্রবেশ করে কার যেন পায়ের মৃদু শব্দ শুনতে পেলাম। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, তিনি গুমাইসা বিনতে মিলহান।' (মুসলিম ৬০৯৮)

৮. হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা.)

তিনি ছিলেন উম্মে সুলাইম (রা.)-এর আপন বোন ও উবাদা বিন সামিত (রা.)-এর স্ত্রী। নবীজি (সা.) তার জন্য শাহাদাতের দোয়া করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সমুদ্র অভিযানে অংশ নিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তিনি শাহাদাতবরণ করেন এবং জান্নাতি কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হন।' (বুখারি ৬২৮২)

৯. হজরত ফাতেমা বিনতে আসাদ (রা.)

তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্নেহময়ী চাচি ও আলী (রা.)-এর সম্মানিত মা। নবীজি (সা.) তাকে নিজের মায়ের মতো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসতেন। তার ইন্তেকালের পর নবীজি (সা.) নিজ মোবারক জামা দিয়ে তাকে কাফন পরান এবং জানান যে জিবরিল (আ.) তাকে সুসংবাদ দিয়েছেন- 'ফাতেমা (রা.) জান্নাতবাসী।' (আল মুস্তাদরাক ৪৬৩১)

১০. হজরত উম্মে রোমান বিনতে আমের (রা.)

তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.)-এর মা এবং হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সহধর্মিণী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী, মার্জিত ও দ্বীনের পথে অগ্রগামী সাহাবি। তার দাফনের সময় নবীজি (সা.) তার শানে স্পষ্ট ঘোষণা দেন-

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أُمِّ رُومَانَ

'যে ব্যক্তি জান্নাতি হুর দেখে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন উম্মে রোমানকে দেখে।' (তাবাকাতুল কুবরা ১০৭১৩)

ইসলামের সূচনালগ্নে এই প্রাতঃস্মরণীয় মহীয়সী নারীদের ত্যাগ, ইমান ও আনুগত্য কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুমিন নারীর জন্য সুদৃঢ় ইমানি দিকনির্দেশনা ও অনুকরণীয় আদর্শ। মহান আল্লাহ আমাদের তাদের পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

যেসব কারণে দোয়া কবুল হয় না

পোস্ট ডেস্ক : দোয়া হলো ইবাদতের মূল এবং বান্দার সঙ্গে রবের যোগাযোগের সবচেয়ে সুন্দর মাধ্যম। পরম করুণাময় বান্দার প্রার্থনা শুনতে ভালোবাসেন। তবুও অনেকের মনে প্রায়ই আক্ষেপ থাকে, 'এত দোয়া করি, কিন্তু কবুল হয় না কেন?' মূলত দোয়া কবুল হওয়ার নির্দিষ্ট কিছু আদব, শর্ত ও নিয়মনীতি রয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা বান্দাকে আশ্বস্ত করে ইরশাদ করেছেন-

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।' (সুরা মুমিন: আয়াত ৬০)

দোয়া করার সময় কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ব্যত্যয় ঘটলে তা আর কবুল হয় না। নিচে দোয়া কবুল না হওয়ার প্রধান ৬টি কারণ ও তার প্রতিকার তুলে ধরা হলো-

নিষ্ঠা ও একনিষ্ঠতার অভাব: আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং আন্তরিকতা না রেখে, অন্য কারো ওপর ভরসা রেখে কিংবা লোকদেখানোর জন্য দোয়া করলে তা কবুল হয় না। নিজের অপারগতা ও দুর্বলতা স্বীকার করে খাঁটি মনে একমাত্র তার কাছেই চাইতে হবে। এ বিষয়ে কুরআনে কারিমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

'অতএব, তোমরা একনিষ্ঠচিত্তে আল্লাহর ইবাদত বা দোয়া করো।' (সুরা গাফির: আয়াত ১৪)

তওবা ও ইস্তিগফারের অভাব: মানুষের জীবনে অহরহ পাপ হয়ে থাকে। অন্যায় স্বীকার না করে এবং তা থেকে তওবা বা অনুতপ্ত না হয়ে দোয়া করলে তা কবুল হওয়া বাধাগ্রস্ত হয়। আল্লাহর দরবারে পাপের জন্য লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাওয়া দোয়া কবুল হওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন-

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'হে আমার রব, নিশ্চয় আমি আমার নফসের প্রতি জুলুম করেছি, সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সুরা কাসাস: আয়াত ১৬)

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

'আর বলেছি, তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল'। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা।' (সুরা নুহ: আয়াত ১০-১২)

আল্লাহর আনুগত্যে ঘাটতি: জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা এবং তাঁর আনুগত্যে বড় ধরনের ত্রুটি রেখে শুধু বিপদের সময় দোয়া করা ফলপ্রসূ হয় না। সবসময় তার আদেশ মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

'আর স্মরণ কর যাকারিয়্যার কথা, যখন সে তার রবকে আহবান করে বলেছিল, হে আমার রব! আমাকে একা রেখো না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী। অতঃপর আমি তার আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া। আর তার জন্য তার স্ত্রীকে উপযোগী করেছিলাম। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী।' (সুরা আম্বিয়া: আয়াত ৮৯-৯০)

মনোযোগহীন বা উদাসীনভাবে দোয়া করা: দোয়ার সময় মন অন্য কোথাও পড়ে থাকা বা বিক্ষিপ্ত চিত্তে অবহেলায় প্রার্থনা করা অনুচিত। বিনম্র চিত্তে ও পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে মহান রবের দরবারে হাত তুলতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ উদাসীন ও বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে করা দোয়া কবুল করেন না।' (মুসলিম ২৭২২)

অভাব ও অক্ষমতা প্রকাশ না করা: অহংকার বা ঔদ্ধত্য নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া করলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে নিজের সম্পূর্ণ অক্ষমতা, চরম অভাব ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে মিনতিভরে নিচু স্বরে দোয়া করতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে-

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো বিনীতভাবে ও গোপনে।' (সুরা আরাফ: আয়াত ৫৫)

হারাম খাদ্য, পানীয় ও পোশাক: দোয়া কবুল না হওয়ার অন্যতম একটি বড় অন্তরায় হলো হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করা।

মসজিদে গমনে প্রতি কদমেই মেলে সাওয়াব

বিশিষ্ট সাহাবি হজরত জাবের (রা.)- থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার বনু সালামার লোকেরা মসজিদের কাছাকাছি স্থানে নিজেদের বসবাসস্থল স্থানান্তর করার ইচ্ছা করে। এ সংবাদ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি, তোমরা স্থান পরিবর্তন করে মসজিদের কাছাকাছি আসার ইচ্ছা করছ? তারা বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, জি-হ্যাঁ।

আমরা তো এটা করার ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, হে বনু সালামাহ, তোমাদের বাড়ি যেখানে আছে, সেখানে রাখো। কেননা, তোমাদের পায়ের কদমের সাওয়াব লিখে রাখা হয়। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৫১৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৪৫৬৬)

শিক্ষা ও বিধান

১. বনু সালামার লোকেরা মসজিদের কাছে বসতি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, যাতে মসজিদে সহজে আসা-যাওয়া করতে পারেন।

এতে বোঝা যায়, মসজিদের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক রাখা এবং সেখানে বেশি বেশি যাওয়ার আগ্রহ প্রশংসনীয়।

২. নেক কাজের জন্য কষ্ট স্বীকার করলে সওয়াব মেলে। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের দূরে থাকার কষ্টকে ক্ষতি হিসেবে দেখেননি; বরং সেই দূরত্ব অতিক্রম করে মসজিদে আসার প্রতিটি পদক্ষেপকে সওয়াবের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৩. আল্লাহর ঘরের দিকে বান্দার প্রতিটি কদম আল্লাহর কাছে মূল্যবান।

যত বেশি পথ অতিক্রম করে বান্দা ইবাদতের জন্য যায়, তার আমলনামায় তত বেশি সওয়াব লেখা হয়।

৪. দূরত্ব সবসময় অসুবিধা নয়; কখনো তা সওয়াবের সুযোগ। আমরা অনেক সময় মসজিদ দূরে হওয়াকে শুধু কষ্ট হিসেবে দেখি। অথচ একজন মুমিনের দৃষ্টিতে এই পথই হতে পারে সওয়াব অর্জনের মাধ্যম।

৫. মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য নিয়মিত হাঁটতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

এটি মুসলিম জীবনে জামাতের গুরুত্বও প্রকাশ করে।

৬. আল্লাহ বান্দার সামান্য পরিশ্রমও নষ্ট করেন না। মানুষের চোখে কয়েক কদম হাঁটা তুচ্ছ বিষয় হতে পারে; কিন্তু আল্লাহর কাছে ইবাদতের উদ্দেশ্যে হাঁটা মূল্যবান আমল। এটি আল্লাহর অসীম দয়া ও নেক আমলের প্রতি তাঁর প্রতিদানের শিক্ষা দেয়।

অতএব, ইবাদতের পথে কষ্ট মানেই ক্ষতি নয়; সেই কষ্টই অনেক সময় সওয়াবের সবচেয়ে বড় সুযোগ। তাই মসজিদ যদি কিছুটা দূরেও হয়, অলসতা না করে আল্লাহর ঘরের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ আমাদের প্রতিটি কদম হয়তো পৃথিবীর মানুষের কাছে সাধারণ, কিন্তু আল্লাহর কাছে তা আমলনামায় লেখা একটি মূল্যবান নেকি।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৯.০৯.২৬ শুক্রবার	5:03	6:15	01:45	5:35	7:43	09:15
২০.০৯.২৬ শনিবার	5:05	6:17	01:30	5:34	7:48	09:15
২১.০৯.২৬ রবিবার	5:06	6:18	01:30	5:32	7:46	09:15
২২.০৯.২৬ সোমবার	5:08	6:20	01:30	5:30	7:44	09:15
২৩.০৯.২৬ মঙ্গলবার	5:09	6:21	01:30	5:28	7:41	09:15
২৪.০৯.২৬ বুধবার	5:11	6:23	01:30	5:26	7:39	09:15
২৫.০৯.২৬ বৃহস্পতিবার	5:12	6:24	01:30	5:25	7:37	09:15

◗ *নামায শুপর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।*

আসিফ নজরুলের ‘একক সিদ্ধান্তে’ বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যায়নি বাংলাদেশ

পোস্ট ডেস্ক :
নিরাপত্তা শঙ্কার কারণে গত ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকার। তবে দীর্ঘদিন পর প্রকাশিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

কমিটির দাবি, বিশ্বকাপে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তটি এককভাবে নিয়েছিলেন তৎকালীন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল।

ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশের গ্রুপ পর্বের চারটি ম্যাচ। এর মধ্যে তিনটি কলকাতায় এবং একটি মুম্বাইয়ে। নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ থাকায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) কাছে ভেন্যু পরিবর্তনের অনুরোধ জানায়।

আইসিসি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে বাংলাদেশ দলকে ভারতে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। বিসিবিও সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়।

নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী আমিনুল হক বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্তের পেছনের কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। দীর্ঘ তদন্ত শেষে মঙ্গলবার (১৫ সেপ্টেম্বর) তিন সদস্যের কমিটি তাদের ২২ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত কোনো সম্মিলিত আলোচনা বা পরামর্শের ভিত্তিতে নেওয়া হয়নি। বরং তৎকালীন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এককভাবে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্য কারো মতামত নেওয়ার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রিকেটারদের সঙ্গে মিটিংয়ে আসিফ নজরুল শুধু নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন।

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কোনো একক ব্যক্তির ইচ্ছায় নেওয়া উচিত নয়।

সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে, ক্রিকেটারদের ভবিষ্যৎ

এবং দেশের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীর প্রত্যাশাকে সামনে রেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।’ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তির নাম জানতে চাইলে তদন্ত কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার ফয়সাল দস্তগীর বলেন, ‘যে একজন ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে, তিনি তৎকালীন স্পোর্টসের দায়িত্বে ছিলেন, প্রফেসর ড. আসিফ নজরুল।’

তবে বিশ্বকাপে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আসিফ নজরুলের বক্তব্যে ভিন্নতা ছিল বলেও তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাতীয় নির্বাচনের আগে গত ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রীয় মাঠ উন্নয়নে বিসিবির দুই কোটি টাকা অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আসিফ নজরুল বলেছিলেন, বিশ্বকাপে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও ক্রিকেটাররা।

সেদিন তিনি বলেন, ‘কোনো অনুশোচনা বা প্রশ্নের সুযোগ নেই (বিশ্বকাপ খেলতে না পারার কারণে)। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা ও ক্রিকেট বোর্ড। তারা দেশের ক্রিকেট, ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা এবং বাংলাদেশের মর্যাদার প্রশ্নে আত্মত্যাগ করেছে। এটি একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।’

অথচ এর আগে, ২২ জানুয়ারি আসিফ নজরুল স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন, নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকারই ক্রিকেটারদের ভারতে পাঠাচ্ছে না। মাত্র তিন সপ্তাহের ব্যবধানে নিজের অবস্থান থেকে সরে এসে তিনি সিদ্ধান্তের দায় বোর্ড ও ক্রিকেটারদের ওপর চাপিয়ে দেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্ত কমিটি মনে করে, এই ঘটনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রিকেট প্রশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা সামনে এসেছে। ভবিষ্যতে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আরো সুস্পষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো, কার্যকর কূটনৈতিক যোগাযোগ, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে সমন্বয় এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ প্রশাসনিক বা কূটনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্রিকেটাররা বিশ্বের সবচেয়ে বড় মঞ্চে খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করা জরুরি।

বিশ্বকাপ বয়কটের পক্ষে বা বিপক্ষে মত থাকতেই পারে। তবে বাংলাদেশের ক্রিকেটের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের স্বার্থে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন, যেখানে কোনো প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কারণে ক্রিকেটারদের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

১০ জনের ম্যান সিটির কাছে আত্মসমর্পণ ইউনাইটেডের

পোস্ট ডেস্ক :
৭০ মিনিটেরও বেশি সময় ১০ জন নিয়ে খেলেও নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে দিলো ম্যানচেস্টার সিটি। ১-০ গোলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের নতুন মৌসুমের প্রথম ম্যানচেস্টার ডার্বি রাঙালো সিটিজেনরা। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে রোমাঞ্চকর এক ম্যাচে আর্লিং ব্রুট হালান্দের জয়সূচক একমাত্র গোলে তিন পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়ে মাঠ ছাড়লো এঞ্জো মারেস্কার শিষ্যরা।

ম্যাচের প্রথমার্ধেই বড় ধাক্কা খায় সিটিজেনরা। মাঠে থাকা অবস্থায় ব্রুনো ফার্নান্দেজকে লাথি মারার অপরাধে সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ফিল ফোডেন। ২০০৬ সালের পর প্রথম সিটি ফুটবলার হিসেবে ম্যানচেস্টার ডার্বিতে লাল কার্ড দেখার ঘটনা এটি। তবে ফোডেনকে ফাউল করা সত্ত্বেও ফার্নান্দেজকে কোনো শাস্তি দেননি রেফারি।

একজন বেশি নিয়ে খেলার সুবিধা পেয়ে একের পর এক আক্রমণ চালায় ইউনাইটেড। তবে ৪৫ মিনিটে মারকাস রাশফোর্ডের ফ্রি-কিক এবং ৫০ মিনিটে কোবি মাইনুর দূরপাল্লার শট পোস্টে লেগে ফিরে এলে গোলবঞ্চিত হয় রেড ডেভিলরা।

ম্যাচের ৬০ মিনিটে ইউনাইটেডের ওপর দিয়ে উল্টো ঝড় বয়ে যায়। প্রতি আক্রমণের এক সুযোগে ইয়োস্কো ভার্দিওলের নিচু শট থেকে ব্যাক পোস্ট থেকে অনায়াসে ট্যাপ-ইনে গোল করেন হালান্দ। প্রথমে অফসাইডের ফ্ল্যাগ উঠলেও দীর্ঘ ভিএআর চেকের পর গোলটি বহাল রাখা হয়। ম্যান সিটির নতুন সাইনিং এঞ্জো ফার্নান্দেজ অফসাইড পজিশনে থেকে হেডের চেষ্টা করলেও, তিনি খেলায় প্রভাব ফেলেননি বিবেচনা করে রেফারি গোল বহাল রাখেন। এ নিয়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়।

শেষ দিকে ব্রায়ান এমবুমোর এক জোরালো শট সিটি গোলকিপার জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা দারুণভাবে রুখে দিলে সমতায় ফেরা হয়নি মাইকেল ক্যারিকের দলের।

এই জয়ে ৪ ম্যাচে শতভাগ সাফল্য ধরে রাখলো সিটিজেনরা। ফলে আর্সেনালের সমান ১২ পয়েন্টে টেবিলের দুইয়ে অবস্থান করছে সিটি। ১ গোলের ব্যবধানে এগিয়ে থেকে চূড়ায় গানাররা। অন্যদিকে ৪ ম্যাচে মাত্র ১ জয় নিয়ে ১৩ নম্বরে নেমে গেল ইউনাইটেড।

টেন্ডুলকারের রেকর্ড ভাঙলেন রুট

পোস্ট ডেস্ক :
বিশ্ব ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস গড়ে শচীন টেন্ডুলকারের একটি মর্যাদাপূর্ণ রেকর্ড নিজের করে নিলেন জো রুট। এজবাস্টনে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের শেষ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরি করেন এই ইংলিশ ব্যাটার। এতে সর্বাধিক হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ডে টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে যান তিনি।

শনিবার পাকিস্তানের দেয়া ১৩০ রানের লক্ষ্যে নেমে ৬৯ বলে ৮টি চারের সাহায্যে অপরাজিত ৬২ রানের ম্যাচজয়ী ইনিংস খেলেন রুট।

এটি তার টেস্ট ক্যারিয়ারের ৬৯তম ফিফটি। টেস্টে শচীন টেন্ডুলকারের রয়েছে ৬৮টি হাফ সেঞ্চুরি। ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাতে রুটের লেগেছে ১৬৯টি টেস্ট ম্যাচ, যেখানে শচীন খেলেন ২০০ টেস্ট।

রেকর্ড গড়ার পর নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে রুট বলেন, ‘বিশৃঙ্খলার মাঝেই আপনি দলের খেলোয়াড়দের আসল চরিত্র চিনতে পারবেন। এই সিরিজে আমরা যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছি এবং যেভাবে নিজেদের মেলে ধরেছি, তা সত্যিই দারুণ।’

চলতি গ্রীষ্মকালটি বেশ চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে গেছে ইংলিশদের। বেন স্টোকসের অবসর, কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালামের বরখাস্ত হওয়া এবং মাঠের বাইরের নানা বিতর্ক সামলে টেস্ট দলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন রুট। দ্বিতীয় দফায় পুনরায় টেস্ট অধিনায়কত্ব পেয়ে দলকে একটি শান্ত ও স্থিতিশীল নেতৃত্ব উপহার দিয়েছেন তিনি।

মাসের পর মাস ধরে চলা এই ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে এসে স্বস্তি প্রকাশ করে রুট বলেন, ‘এই সিরিজের আগে দলের চারপাশে অনেক বিশৃঙ্খলা ছিল। তবে মাঠের ভেতরে ও বাইরে আমরা যেভাবে পরিস্থিতি সামলেছি এবং সবাই দলের প্রত্যাশা বুঝতে পেরেছে, সেটিই সবচেয়ে বড় পাওয়া। আমরা শুরু থেকেই ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের লক্ষ্য স্থির করেছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত তা নিখুঁতভাবেই করতে পেরেছি।’

তবে দল নিয়ে এখনই অতিরিক্ত আত্মতুষ্টিতে ভুগতে নারাজ ইংলিশ অধিনায়ক। তিনি বলেন, ‘আমরা এখনো নিখুঁত দল হয়ে উঠিনি। এটি চলমান একটি প্রক্রিয়া। সংস্কৃতির পরিবর্তন রাতারাতি হয় না, এটি আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ধারণ করতে হবে।’ বিশেষজ্ঞদের মতে, জো রুটের এই রেকর্ড শুধু ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং বিশ্ব ক্রিকেটের রেকর্ড বইয়ে এক নতুন যুগের সূচনা। টেস্টে শচীনের সর্বকালের সর্বোচ্চ রানের (১৫,৯২১) রেকর্ড ভাঙার দৌড়েও এখন রুটের (১৪,২৭৮) ব্যবধান আরও কমে এসেছে।

ফিফা নিয়ে স্বাধীন তদন্তের দাবি ফিফপ্রোর

পোস্ট ডেস্ক :
ফিফার বিতর্কিত বেসরকারি বিনিয়োগ পরিকল্পনা নিয়ে পরিচালনা ব্যবস্থার এক স্বাধীন পর্যালোচনার দাবি তুলেছে বিশ্বব্যাপী ফুটবলারদের সংগঠন ‘ফিফপ্রো’।

ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ (এফএফই) প্রস্তাবনাটি দেওয়ার পর থেকেই প্রচণ্ড চাপে রয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো।

প্রস্তাবনা অনুযায়ী ২০ শতাংশ শেয়ার বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের দেওয়ার কথা ছিল, যা পুরুষ ও নারী বিশ্বকাপসহ ফিফার বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক দিকগুলো পরিচালনা করত। পরে ব্যাপক সমালোচনার পর নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটে ফিফা। এমনকি পরে ক্ষমাও চেয়েছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তবু মুক্তি পাচ্ছেন না ফিফা সভাপতি।

ইউরোপীয় ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা উয়েফাসহ তিনটি মহাদেশীয় কনফেডারেশনের তীব্র প্রত্যাখ্যানের মুখে প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়। সঙ্গে উয়েফা হুমকি দিয়ে রেখেছিল পরিকল্পনাটি পুরোপুরি বাদ না দিলে এবং ভবিষ্যতে যদি এমন উদ্যোগ আর কখনো নেওয়া হয় তাহলে ফিফার সব প্রতিযোগিতা বয়কট করবে।

গত ২৭ আগস্ট বয়কটের হুমকি তুলে নেওয়ার কথা জানায় উয়েফা। বয়কট তুলে নিলেও ইনফান্তিনোর ওপর ‘আস্থা’ হারিয়ে ফেলায় আগামী বছরের কংগ্রেসে

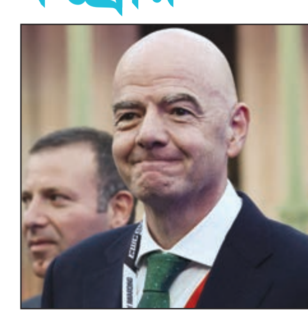

তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একজন যোগ্য প্রার্থী দাঁড় করানোর বিষয়ে কাজ করার কথা নিশ্চিত করে তারা।

একইসঙ্গে এফএফই পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত পুরো প্রক্রিয়ার একটি স্বাধীন পর্যালোচনার আহ্বান জানায় উয়েফা।

গতকাল (সোমবার) ফিফপ্রো ও ফিফপ্রো ইউরোপও এই পর্যালোচনার দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বলেছে, ‘যাতে কোনো একক দপ্তর আর কখনো একতরফাভাবে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পারে।’

অন্যদিকে ফিফা কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় খেলোয়াড়, ক্লাব এবং লিগ প্রতিনিধিদের আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করার দাবি জানিয়েছে ফিফপ্রো।

এ ছাড়া গতকাল ফিফপ্রো একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে তুলে ধরেছে কীভাবে ফুটবলের মূল আর্থিক মূল্য তৈরি হয়। তাদের মতে, প্রতিবেদনটি প্রমাণ করে কেন ‘বিশ্বব্যাপী ফুটবল ব্যবস্থার ভিত্তি বা কর্মীদের সম্পদ হিসেবে সস্তায় বিক্রি করে দেওয়া যায় না।

পশ্চিমে ইসলামবিদ্বেষ উসকে দিচ্ছে ইসরাইল

জশ পল

যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামোফোবিয়া বা মুসলিমভীতি উসকে দেওয়ার বিষয়টি এখন এতটাই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকেই এখন প্রায় আক্ষেপের সঙ্গেই জর্জ ডব্লিউ বুশের আমলের কথা ভাবেন। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর বুশ নিজে একটি মসজিদে গিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'ইসলাম শান্তির ধর্ম'। রিপাবলিকান পার্টি থেকে এমন মনোভাব এখন প্রায় সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেছে। এর জায়গা নিয়েছে চরম বর্ণবাদ, যা মুসলিমবিরোধী হামলাকে উসকে দিয়েছে-যেমন, সান ডিয়েগোর ইসলামিক সেন্টারে গোলাগুলির ঘটনা, যেখানে দুজন উপাসক এবং একজন নিরাপত্তা রক্ষী নিহত হন। ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সম্প্রতি মুসলিমদের ওজু করার সুবিধার জন্য সামান্য পা ধোয়ার ব্যবস্থা তৈরির একটি প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। কিন্তু টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট এটিকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে তীব্র নিন্দা জানালে সেই উদ্যোগ দ্রুত বাতিল করা হয়।

এ সবকিছুর উৎস কোথায়? এর কিছুটা নিশ্চিতভাবেই ২০১৫ সালে নির্বাচনি প্রচারণার প্রথম দিন থেকেই ট্রাম্পের ছড়ানো রাজনীতির প্রতিফলন। তিনি এটি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সামাজিক কাঠামোর শীর্ষে তাদের ঐতিহ্যবাহী অবস্থান এখন ঝুঁকিতে। এ প্রেক্ষাপটে কেবল মুসলিমরাই আক্রমণের শিকার নয়, সব সংখ্যালঘু গোষ্ঠীই লক্ষ্যবস্তু-যেমনটা দেখা গেছে কৃষ্ণাঙ্গ ইতিহাস বা হিস্পানিক সংস্কৃতির ওপর তার প্রশাসনের হামলায়। তবে যখন ইসলামোফোবিয়ার কথা আসে, তখন এ প্রবণতার পেছনে আরও একটি সুনির্দিষ্ট চালিকাশক্তি কাজ করে।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে ইসরাইল সরকার জেরুজালেমে একটি ইহুদিবিদ্বেষ-বিরোধী (অ্যান্টি-সেমিটিজম) সম্মেলনের আয়োজন করে। এটি কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় ছিল সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন : ইউরোপের চরম ডানপন্থী নেতারা, যাদের মধ্যে পোল্যান্ডের 'পিআইএস', স্পেনের 'ভক্স', হাঙ্গেরির 'ফিদেজ' এবং ফ্রান্সের 'রাসেলমেন্ট ন্যাশনালে'র প্রতিনিধিরা। সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-

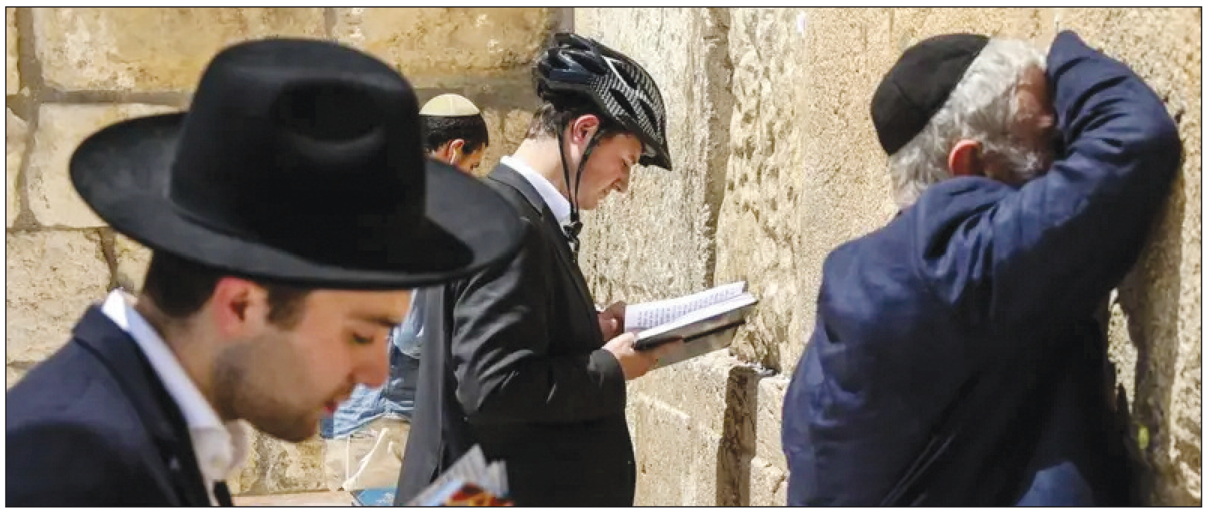

পরবর্তী জার্মানিতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পুনর্বাসন (রি-এডুকেশন) প্রক্রিয়ার পর ইহুদিবিদ্বেষ নিয়ে আলোচনার জন্য ইউরোপীয় ডানপন্থিদের এটিই ছিল সবচেয়ে বড় জমায়েত।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তাদের উদ্দেশে বলেন, 'চরমপন্থি ইসলামের আক্রমণের' বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই চরম ডানপন্থিরাই এখন তাদের মিত্র। জানুয়ারির পর থেকে নেতানিয়াহু এই সুর বজায় রেখেছেন। সম্প্রতি তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'পারমাণবিক অস্ত্রধারী প্রথম ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হবে ইসলামিক রিপাবলিক অফ ব্রিটেন।' এমনকি তিনি পুনর্বার নির্বাচিত হওয়ার জন্য একটি প্রচারণামূলক বিলবোর্ড ব্যবহার করেছেন, যার শিরোনাম ছিল 'ওদের জিততে দেবেন না'। সেখানে হিজবুল্লাহ ও ইরানি নেতাদের ছবির পাশাপাশি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোগান এবং নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানির ছবি তুলে ধরা হয়।

ইসরাইলের ইসলামোফোবিয়ার প্রচার কেবল নেতানিয়াহুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কিংবা এটি তাদের নিজেদের সীমানাতেও থেমে নেই। ইসরাইলের নিজস্ব ভাবমূর্তি যখন একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে (বিশেষ করে গাজায় তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে), তখন নিজেদের আচরণ পর্যালোচনার বদলে তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে আরও কার্যকর জনসংযোগ ও অপপ্রচারের আশ্রয় নিয়েছে। এর কিছু অংশ দেখা গেছে নিজেদের ভাবমূর্তি উদ্ধারের চেষ্টায় : 'যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল সম্পর্ক স্থিতিশীলতা বাড়ায়' এমন একটি স্বয়ংক্রিয় টেক্সট বার্তা সম্প্রতি ইসরাইলের সঙ্গে চুক্তিভুক্ত প্রতিষ্ঠান 'ক্লক টাওয়ার এক্সের' মাধ্যমে আমার এবং কোটি কোটি আমেরিকানের মোবাইলে এসেছে। এর পাশাপাশি ইসরাইল প্রতি আক্রমণাত্মক কৌশলও নিয়েছে-তারা সমালোচকদের আক্রমণ ও অবৈধ করার চেষ্টা করছে এবং পরিকল্পিতভাবে ইসলামোফোবিয়া ছড়িয়ে ডানপন্থিদের একজোট করার চেষ্টা করছে।

এ কৌশলটি সম্ভবত মার্কিন জনসংযোগ প্রতিষ্ঠান 'স্ট্যাগওয়েল গ্লোবালের' একটি ফাঁস হওয়া গবেষণা থেকে উদ্ভূত, যা ইসরাইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রস্তুত করার অনুরোধ করেছিল। সেখানে দেখা গেছে, জনমত নিজেদের পক্ষে টানার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো 'র‍্যাডিক্যাল ইসলাম' এবং 'জিহাদবাদের' ভয় দেখানো। তবে যুক্তরাষ্ট্র কেন ইসরাইলকে সমর্থন জোগাবে, তার কোনো যৌক্তিক কারণ না থাকায় নেতানিয়াহু ক্রমাগত এ যুক্তির দিকে ঝুঁকছেন যে, বিদেশি নেতারা তাকে যেমনটা বলেছেন, ইসরাইল হলো 'র‍্যাডিক্যাল ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মডেল, যা সমগ্র সভ্য বিশ্বের জন্য হুমকি।'

ইসরাইল তাদের হাসবারা (তথ্যভিত্তিক প্রচার কৌশল) কৌশলের অংশ হিসাবে ক্রমাগত তীব্র ইসলামোফোবিয়াকে কাজে লাগাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৪ সালে কানাডায় ইসরাইল সরকারের অর্থায়নপুষ্ট 'ইউনাইটেড সিটিজেন্স ফর কানাডা' নামে একটি প্রচারণা চালানো হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এ প্রচারণায় দাবি করা হয়েছিল, দেশটিতে আসা মুসলিম অভিবাসীরা সমাজের জন্য হুমকি এবং তারা ইসলামি আইন চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। অনেক ক্ষেত্রেই আমেরিকান ও ইউরোপীয়রা এ অপচেষ্টা ধরে ফেলেছে। সাম্প্রতিক প্রাথমিক নির্বাচনে আব্দুল আল-সায়েদের মতো প্রভাবশালী মুসলিম কংগ্রেস প্রার্থীর জয় এটাই প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষ সম্প্রদায়গত বৈষম্যের উর্ধ্বে উঠে ইসলাম-বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে অন্য অনেক ক্ষেত্রেই মুসলিম সম্প্রদায়গুলো নিজেদের অবরুদ্ধ বা কোণঠাসা বোধ করছে।

ইসরাইলি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইহুদি শ্রেষ্ঠত্ব এবং জনসংখ্যার একক সমজাতীয়তা রক্ষার ভিত্তির ওপর। তবে পশ্চিমা দেশগুলো তাদের জনসংখ্যা ও নেতৃত্ব-উভয় দিক থেকেই উত্তরোত্তর বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠছে। ইসরাইলের শান্তির পথ হতে পারে এমন একটি ব্যবস্থা, যা দেশটিকে আরও বেশি পশ্চিমা বিশ্বের মতো করে তুলবে; এমন একটি দেশ, যেখানে সব মানুষের জন্য সমান অধিকার থাকবে। কিন্তু তাদের বর্তমান প্রোপাগান্ডা অভিযানের মূল লক্ষ্য হলো পশ্চিমা বিশ্বকে আরও বেশি ইসরাইলের মতো বানিয়ে ফেলা। এটি পশ্চিমা বহুত্ববাদের জন্য একটি বড় পরীক্ষা। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব যদি এ পরীক্ষায় ব্যর্থও হয় ইসরাইলের ধরে নেওয়া উচিত হবে না যে, সেই ব্যর্থতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাধারণ মানুষকে ইহুদিবাদের দিকে টানবে।

ভয় ও ঘৃণা অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার, এবং বর্তমান ইসলামোফোবিক প্রচারণা ভবিষ্যতে আরও গভীর ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। এমনকি এর মূল উদ্দেশ্য-পশ্চিমের চরম ডানপন্থি মতাদর্শের শেষ দুর্গে ইসরাইলের সমর্থনে ধস নামা ঠেকানো-তাতেও এটি সফল হবে কিনা, তা নিশ্চিত নয়। ইতোমধ্যে ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের উচিত হবে বিষয়টিকে সঠিকভাবে চিনে নেওয়া : এটি এমন একটি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত মরিয়া বৈদেশিক প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টা, যার হাতে বিকল্প পথগুলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

আল জাজিরা থেকে ভাষান্তরিত

জশ পল : ২০২৩ সালে গাজা ইস্যুতে পদত্যাগ করার আগে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগে কর্মরত ছিলেন

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Border inspector commends implementation of eVisas and ETAs

Post Report : The Independent Chief Inspector of Borders and Immigration (ICIBI) yesterday published a new inspection report on the Home Office's Future Border and Immigration System (FBIS) programme, which was introduced in 2020 to design and deliver a modernised, digital border and immigration system. It finds that major elements of the FBIS programme, including Electronic Travel Authorisations (ETAs) and eVisas, have delivered significant benefits, while warning that that there is still a "considerable body of work" needed to complete the full digital transformation of the UK border.

Conducted between March and July 2026, the inspection examined eight benefits associated with the FBIS programme.

Among the benefits recorded as delivered by December 2025 were £332 million in ETA fee income, £1.7 billion in other fee income, and £28 million savings from the removal of Biometric Residence Permits (BRPs). In addition, eGates at the border had delivered a benefit of £35 million by the end of last year.

According to the inspection, the number of staff working on BRP-related activity fell from 320 full-time equivalent (FTE) staff to just two, following the move away from physical documents and manual status checks to eVisas. The report says this figure was expected to fall to zero by the end of 2026.

While the ICIBI said the BRP-related benefits had been delivered, there was still some remaining uncertainty as to when residual cohorts, particularly Crown Dependencies, would be fully integrated into the eVisa system.

The report praised the implementation of both eVisas and ETAs as "highly commendable" noting there were "clearly many lessons to be learnt" about how the changes had been achieved and how the Home Office could capture that experience as best practice for other programmes.

However, inspectors said the transformation of the border was not complete and would extend beyond the planned closure of FBIS in March 2027. The report identified two major challenges: upgrading infrastructure at airports and maritime ports, and changing Border Force working practices, culture, roles, and skills.

The report warned that these organisational changes could be particularly difficult alongside government requirements for significant workforce reductions. It noted that Border Force faced "very considerable" challenges, especially with regard to the requirement to reduce its overall workforce. Inspectors felt the challenges had been "under, rather than overestimated". A target of reducing Border Force staffing by 563 full-time equivalent posts through automation and process improvements has also been incorporated into wider Spending Review workforce reductions.

Inspectors said responsibility for achieving efficiency reductions at the border was not sufficiently clear.

While a Border Transformation team is working alongside the FBIS programme to address organisational implementation and how benefits will be realised at the border, the ICIBI noted: "Currently FBIS is seen by many as the prime driver of change, rather than the Border Transformation work, and the inspection found a lack of clarity within stakeholders and some Border Force staff as to which implementation issues are being driven by FBIS and which by the Border Transformation team. The risk is that as the FBIS programme winds down, enthusiasm and commitment may wane and the impetus for cultural change declines."

The report made three recommendations.

John Tuckett, the current Independent Chief Inspector, explained: "The recommendations in this report focus on capturing and embedding the good practice demonstrated by FBIS, clarifying responsibility for benefits realisation beyond programme closure, and significantly strengthening the arrangements for driving forward the transformation work needed to deliver the full potential of a modernised border. The last of these will be the most challenging and will require a step change in approach working across the Migration and Borders system, building on existing achievements and momentum." Source Ein

Oxford College of Education Group has entered a landmark international partnership with Mandulis Energy

In a significant development for global skills empowerment, Oxford College of Education Group signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Mandulis Energy to support unemployed youth, graduates and working professionals across Uganda nationwide.

All courses offered under the partnership are delivered online, allowing learners to study from anywhere in Uganda using a smartphone, tablet or computer.

For Uganda's unemployed youth and recent graduates, this initiative provides a

who are seeking to upgrade their qualifications and improve their career prospects.

Under this agreement, 100 Ugandan learners will receive full scholarships, granting free access to internationally recognised, CPD-accredited skills development courses.

Mandulis Energy will further facilitate the recruitment of at least 1,000 learners every year, ensuring long-term, large-scale access to British education for communities timely opportunity to gain globally recognised credentials without the financial burden of travelling abroad.

The MoU was signed at London's Royal Horseguards Hotel during the 16th UK–Africa Investment Summit.

Signatories included:

Mr Peter B. O. Nyeko, CEO & Director, Mandulis Energy

Mr Jashim Uddin, Founder & CEO, Oxford College of Education Group

The ceremony was witnessed by Mr Mahendrasinh C. Jadeja ("Dada"), Chairman, International Business & Trade Affairs, SACCI, and Chairman of CPI.

A follow-up lunch and award ceremony was held on 12 September at the House of Lords, Westminster

On 11 September, Oxford College of Education Group met Uganda's Prime Minister, alongside senior ministers from Education, Finance, Planning & Economic Development, Members of Parliament, and prominent business leaders. Ugandan ministers warmly welcomed the partnership, inviting Oxford College of Education Group to visit Uganda and assuring full government support for the programme's successful rollout.

Bangla Kagoj Wins London Bangla Press Club Football Tournament 2026

London, UK: The London Bangla Press Club Football Tournament 2026 concluded successfully amid great enthusiasm and sporting spirit, with Bangla Kagoj Team emerging as champions and One Bangla Friends United finishing as runner up.

The tournament was held at Stepney Green Football Ground on an all-weather astroturf pitch, bringing together members of the Bangladeshi media community in London for a day of sporting competition, friendship, teamwork and camaraderie.

The tournament began in the morning with an opening ceremony attended by officials, members and supporters of the London Bangla Press Club. President Tareq Chowdhury delivered the opening remarks, while Secretary General Akramul Hossain, Events and Facilities Secretary Rupi Amin and London Sportif official Atikur Rahman also addressed the gathering.

At the beginning of the tournament, a one-minute silence was observed in memory and respect of the late Press Club member Kaisarul Islam Sumon.

Seven teams participated in this year's tournament: Bangla Kagoj, Bangla Post, Channel S, Iqra Bangla, LB24, One Bangla Friends United and Online Warriors.

The tournament was organised with the generous support of sponsors and partners. CDC (Creative Design and Construction) served as the Lead Sponsor. Other sponsors included Car Planet, Vantage Accident & Management Group, Myland's Golf Club, Shapla Events, Feast & Misthi, Print Lab, Eastend Properties and Keller Williams.

London Sportif, an independent sports organisation, provided professional logistical support throughout the tournament, including match management, refereeing services and other essential organisational responsibilities.

The closing ceremony took place in the evening outside the football ground, where officials of the London Bangla Press Club handed over trophies and medals to the champions, runners-up and participating teams. Events and Facilities Secretary Rupi Amin initiated the programme, while Secretary General Akramul Hossain conducted the ceremony.

As part of the closing programme, all sponsors were presented with appreciation awards in recognition of their generous contributions and valuable support towards the successful organisation of the tournament. The Lead Sponsor, CDC (Creative Design and Construction), received a special citation mounted on a crest as a mark of appreciation for its outstanding contribution to the event.

CDC Director Sadekul Alam represented the Lead Sponsor at the ceremony. He expressed his pleasure at being associated with the tournament and said CDC was proud to support the London Bangla Press Club. He also expressed hope that the partnership between CDC and the Press Club would continue in the future.

Among the sponsors, Mr Zafor Miah, Owner of Shapla Events and sponsor responsible for the food supply, spoke highly of the London Bangla Press Club and praised the successful organisation of the football tournament. He appreciated the club's initiative in bringing together members of the media community through sport, friendship and teamwork.

London Sportif official Forhad Uddin announced the individual awards. Joynal Islam was named Man of the Match, while Ahmed Shohel received the Best Goalkeeper award and Riyad Ahad was recognised as Best Keeper.

Speaking at the closing ceremony, London Bangla Press Club President Tareq Chowdhury described the football tournament as one of the main events of the Press Club. He congratulated Bangla Kagoj, the champions, and One Bangla Friends United, the runners-up, as well as all participating teams for their dedication, sportsmanship and commitment.

President Tareq Chowdhury said the successful conclusion of the tournament demonstrated that Press Club members possess strong professionalism, teamwork and organisational abilities. He noted that these qualities also reflect the discipline and sense of responsibility required in their journalism careers.

The closing ceremony was also addressed by former President Mohammad Jubair, Vice President Ahad Chowdhury Babu and Treasurer Md Abdul Hannan.

Senior Vice President Taysir Mahmud delivered the vote of thanks, expressing gratitude to all sponsors, organisers, participating teams, officials, volunteers and supporters whose contributions made the tournament a success.

The successful organisation of the tournament was made possible through the dedicated efforts of Organising Secretary Oliur Rahman Khan, Assistant Treasurer Ekhlasur Rahman Pakku, Executive Members Sarwar Hossain, Enam Chowdhury, Shahidur Rahman Suhel and Loqman Quazi, along with other volunteers and supporters.

The London Bangla Press Club extends its sincere thanks and appreciation to all sponsors and partners, particularly CDC and London Sportif, for their generous support and valuable contributions towards the successful organisation of the tournament.

The London Bangla Press Club Football Tournament 2026 once again highlighted the strong bonds of friendship, unity, professionalism and teamwork within the Bangladeshi media community in the United Kingdom.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

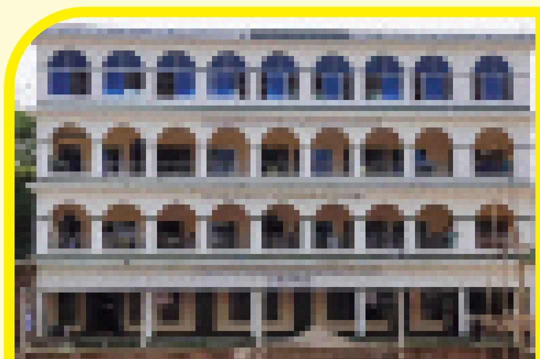
Orphanage

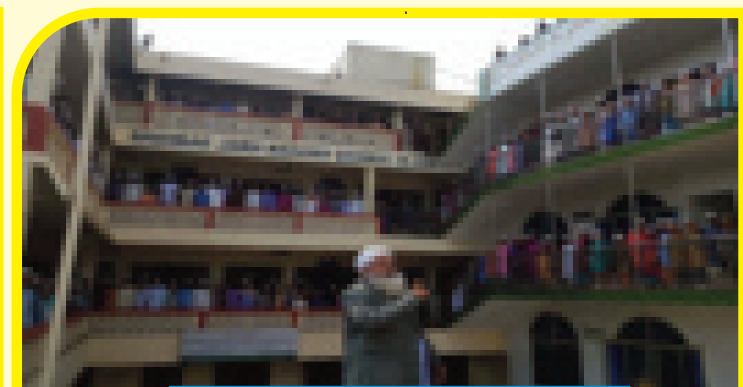
Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ♦ Issue: 1089 ♦ Friday 18 September - Thursday 24 September 2026

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন

পোস্ট ডেস্ক :
আগামী নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাচ্ছে মধ্যবর্তী নির্বাচন। যেটি ওয়াশিংটনে ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে দিতে পারে। এমন একটি নির্বাচনের দুই মাস আগে থেকে সম্ভাব্য সংকট মোকাবিলার মহড়া দিচ্ছেন অঙ্গরাজ্যগুলোর কর্মকর্তারা। দেশটিতে এ ধরনের তৎপরতা এক সময় অকল্পনীয় ছিল।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা ব্যবহার করে যদি ফলাফল নিজ দলের পক্ষে নেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে কী করতে হবে?
ক্যালিফোর্নিয়ার কর্মকর্তারা এমন পরিস্থিতির সম্ভাব্য পরিণতির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ভোটকেন্দ্রে ফেডারেল এজেন্ট পাঠিয়ে ভোটারদের ভয় দেখানো ও ভোটার উপস্থিতি কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন।
ফেডারেল সরকার ভোটিং মেশিনে প্রবেশাধিকার চাইলে তা মোকাবিলায় কী করতে হবে- সে সম্পর্কে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের পরামর্শ দিচ্ছেন মিশিগান অঙ্গরাজ্যের কর্মকর্তারা। অন্য অঙ্গরাজ্যগুলোতেও নির্বাচনী কর্মকর্তারা ব্যালট জব্দ থেকে শুরু করে জালিয়াতি তদন্তে আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

রিপাবলিকানের পাশাপাশি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অন্তত ৫০ জন নির্বাচনী কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছে রয়টার্স। তাদের মধ্যে স্টেট সেক্রেটারিও ছিলেন। তারা নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যের শীর্ষ নির্বাচনী কর্মকর্তা। প্রায় সবাই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, অপতথ্য, সাইবার হামলা এমনকি সহিংসতার হুমকি মোকাবিলায় নতুন কৌশল গ্রহণের কথা জানিয়েছেন।
এসব প্রস্তুতি ছোট-বড় বিভিন্ন নির্বাচনী --১৭ পৃষ্ঠায়

নিলামে উঠছে প্রিন্সেস ডায়ানার সেই ‘প্রতিশোধের পোশাক’

পোস্ট ডেস্ক :
প্রিন্সেস ডায়ানার পরা বিখ্যাত কালো পোশাক ‘রিভেঞ্জ ড্রেস’ (প্রতিশোধের পোশাক) এবার নিলামে উঠছে। ১৯৯৪ সালে লন্ডনের সার্পেন্টাইন গ্যালারির এক অনুষ্ঠানে পরা এই কাঁধখোলা কালো সিল্কের পোশাকটি ডায়ানার জীবনের অন্যতম আলোচিত মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ওই অনুষ্ঠানের কয়েক ঘণ্টা আগে তার তৎকালীন বিচ্ছিন্ন স্বামী প্রিন্স চার্লস বিবাহিত জীবনে পরকীয়ার কথা স্বীকার করেছিলেন। সেই রাতেই ডায়ানার নাটকীয় উপস্থিতি পোশাকটিকে পপ-কালচারের অন্যতম আইকনিক প্রতীকে পরিণত করে।
নিলামকারী প্রতিষ্ঠান সোথবিস আশা করছে, আগামী ৯ ডিসেম্বর পোশাকটি সর্বোচ্চ ২ লাখ ২০ হাজার পাউন্ডে বিক্রি হতে পারে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। ১৯৯৭ সালে মৃত্যুর কয়েক মাস আগে দাতব্য সংস্থার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে ডায়ানা নিজেই তার ৭৯টি পোশাক বিক্রি করেছিলেন। এরপর এই প্রথমবার পোশাকটি আবার নিলামে উঠছে।
সোথবিসের হ্যান্ডব্যাগ ও ফ্যাশন বিভাগের বৈশ্বিক প্রধান

মরগ্যান হালিমি বলেন, ডায়ানা বুঝতে পেরেছিলেন ফ্যাশনও একটি শক্তিশালী ভাষা হতে পারে। নিজের পোশাক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবনের আলোচিত এক সময়ে তিনি নিজের গল্পের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়েছিলেন। --১৭ পৃষ্ঠায়

ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ৩৩ বিলিয়ন ডলার

পোস্ট ডেস্ক :
ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের গোলাবারুদের মজুতে ঘাটতি দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের (পেন্টাগন) মহাপরিদর্শক কার্যালয়।
সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত কংগ্রেসে জমা দেওয়া এক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। এতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘পর্যাপ্ত অস্ত্রভান্ডার’ থাকার দাবির সঙ্গে ভিন্ন চিত্র উঠে এসেছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত পরিচালিত ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’র (ওইইএফ) আনুমানিক ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৩৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে শুধু ব্যবহৃত গোলাবারুদের পেছনেই খরচ হয়েছে ২২ দশমিক ৩ --১৭ পৃষ্ঠায়

সুদানে সোনার খনি ধসে নিহত ৬০

পোস্ট ডেস্ক :
দক্ষিণ সুদানে একটি সোনার খনি ধসে অন্তত ৬০ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। বুধবার বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছেন দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়া দুই শ্রমিক।
মঙ্গলবার পশ্চিম কর্দোফান অঞ্চলের এল-নাহুদ শহরের কাছে আল-জারা সোনার খনিতে একের পর এক খনির সুড়ঙ্গ ধসে পড়তে শুরু করে। পরদিন সকাল পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপ থেকে ৬০টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তবে খনির ভেতরে আরও কতজন আটকা পড়ে আছেন, তা এখনো জানা যায়নি। নিখোঁজ শ্রমিকদের অনেকেই মারা গেছেন বলে আশঙ্কা --১৭ পৃষ্ঠায়

একনেকে ১২ প্রকল্প অনুমোদন, ব্যয় ১ লাখ ৬৮ হাজার ৭৮০ কোটি টাকা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :
জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় মোট ১ লাখ ৬৮ হাজার ৭৮০ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয়সংবলিত ১২টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বুধবার বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেক --১৭ পৃষ্ঠায়

ফুরিয়ে আসছে সৌদি আরবের তেলের মজুত

পোস্ট ডেস্ক :
সৌদি আরবের প্রধান পূর্ব-পশ্চিম পাইপলাইনে ড্রোন হামলার পর সেখানকার ক্ষয়ক্ষতির ভয়ংকর চিত্র উপগ্রহ চিত্রে ফুটে উঠেছে। সৌদি আরব যদি দ্রুত এই পাইপলাইনটি আবার চালু করতে না পারে, তবে কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের তেল রপ্তানি করার মতো কোনো মজুত আর থাকবে না।
এর ফলে বিশ্ববাজারে মোট জ্বালানি সরবরাহের প্রায় চার শতাংশ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মারাত্মক শঙ্কা তৈরি হয়েছে। গত রোববার রাতের প্রকাশিত উপগ্রহ চিত্রে দেখা যায়, --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬

চ্যাম্পিয়ন বাংলা কাগজ, রানার আপ ওয়ান বাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড

লন্ডন, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬: উৎসবমুখর পরিবেশ, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর বন্ধুত্বের অনন্য বন্ধনে শেষ হয়েছে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬। দিনব্যাপী জমজমাট এই ফুটবল আয়োজনে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলা কাগজ বার্মিংহাম । আর কয়েকবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়ান বাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড অর্জন করেছে রানার আপের গৌরব।
রোববার ১৩ই সেপ্টেম্বর পূর্ব লন্ডনের স্টেপনি গ্রিন ফুটবল গ্রাউন্ডের অ্যাস্ট্রোটার্ফ মাঠে অনুষ্ঠিত এবারের টুর্নামেন্টে সাতটি দল অংশ নেয়। শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই মাঠে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে অংশনেন-অনলাইন ওয়ারিয়র্স,বাংলা কাগজ, বাংলা পোস্ট, চ্যানেল এস, ইকরা বাংলা, এলবি২৪ এবং ওয়ান বাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেডের খেলোয়াড়রা। সকালে বৈরী আবহাওয়ায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের --১৭ পৃষ্ঠায়

ডাকসুর সংগ্রহশালায় জিন্নাহর স্থলে গোলাম আযমকে জুতাপেটা করার ছবি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সংগ্রহশালায় মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর ছবি রাখা নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক একজন শিক্ষার্থী গিয়ে জিন্নাহর ছবি ছিঁড়ে ফেলেন। পরে সে জায়গায় গোলাম আযমকে জুতাপেটা করার ছবি স্থাপন করেন একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা। ছাত্রদলসহ একাধিক ছাত্র সংগঠন ডাকসুর সংগ্রহশালায় জিন্নাহর ছবি রাখার প্রতিবাদ করেছে। জিন্নাহর ছবি স্থাপনসহ আরও কিছু বিষয়ে --১৭ পৃষ্ঠায়

হুইপ গউছ’র কঠোর হুশিয়ারী

সিলেট অফিস :
জাতীয় সংসদের হুইপ জিকে গউছ। হবিগঞ্জের এমপি। সিলেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তিনি। বুধবার সিলেটের এমপি, প্রশাসনের সঙ্গে করেছেন প্রথম বৈঠক। আর এ বৈঠকেই তিনি কঠোর নির্দেশনা দিলেন। বললেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি কোনো ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

এজন্য প্রশাসনকে আরও বেশি সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। বৈঠকে মূল আলোচনায় উঠে আসে মাদকের বিষয়টি। যেটি নিয়ে ক’দিন আগে সিলেট-১ আসনের এমপি ও বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মুক্তাদিরের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের বৈঠকে উঠে এসেছিলো। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিসংখ্যানই বলছে; সিলেটে অপরাধের পেছনের কারণ মাদক। এ পর্যন্ত যে ক’টি আলোচিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে প্রায় --১৭ পৃষ্ঠায়

২২০ সাংবাদিক ছাঁটাই করলো মিরর

পোস্ট ডেস্ক :
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইভিত্তিক সংবাদ সংক্ষেপণের প্রভাবে ডিজিটাল সংবাদের পাঠক ও ট্রাফিক আশঙ্কাজনক হারে কমে যাওয়ায় বড় ধাক্কা খেল যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠান রিচ পিএলসি। জাতীয় দৈনিক ডেইলি মিরর, ডেইলি এক্সপ্রেস ও ডেইলি স্টারসহ একাধিক আঞ্চলিক সংবাদপত্রের মূল এই প্রকাশনা সংস্থাটি সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে আরও ২২০ জন সংবাদকর্মীকে ছাঁটাই করার চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছে।
বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) প্রতিষ্ঠানটি এ সিদ্ধান্তের কথা নিশ্চিত করে। পাঠকদের অভ্যাসে যুগান্তকারী পরিবর্তন এবং গুগলসহ বড় প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলোর স্বয়ংক্রিয় এআই সামারির ওপর নির্ভরতা বেড়ে যাওয়ায় যুক্তরাজ্যের --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk